ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
৪র্থ বর্ষ • সংখ্যা : ১২
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২০

আব্দুল মান্নান তালিব একজন আলোক সন্ধানী গবেষক

বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

বরই গাছের নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত আমাদের প্রিয় ভাই অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী

কৃষিতে ইসলামের অবদান

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় দ্বি- বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

২০০৬ সালে ২৮ অক্টোবরের শহীদ শ্রমিক নেতা শহীদ রুহুল আমিন ও হাবিবুর রহমানের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম।

ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক এমপি, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক মরহুম এডভোকেট শেখ আনসার আলীর স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম।

২০২১ সালের নববর্ষ প্রকাশনা সামগ্রীর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে মোড়ক উন্মোচন করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন২০ এ সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

ফেডারেশনের ২০২১-২২ সেশনের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

ফেডারেশনের উদ্যোগে সেক্টর দায়িত্বশীলদের বৈঠকে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

বিজয় দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রাজধানীর কল্যানপুর বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

৪র্থ বর্ষ ● সংখ্যা ১২

অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২০

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবু তাশরিন

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি-২০২১

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

দারসুল কুরআন
আতিকুর রহমান ৩

আব্দুল মান্নান তালিব একজন আলোক সন্ধানী গবেষক
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ৬

কৃষি ও কৃষক
গোলাম রব্বানী ৯

নৌপরিবহন সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন কাজের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়
লস্কর মোহাম্মদ তসলিম ১২

শ্রমিক ও শ্রমিকের অবদান
কবির আহমেদ ১৫

বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সা:)
ড. মোঃ জিয়াউল হক ১৭

বরই গাছের নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত আমাদের প্রিয় ভাই অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী
আব্দুল ওয়াদুদ সরদার ২১

কৃষিতে ইসলামের অবদান
কৃষিবিদ রাকিব হাসান ২৪

শ্রমিক পরিচয়ই আমার বড় পরিচয়
খান মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী ৩২

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩৩

একটি খেজুর গাছের আত্মকাহিনী ৩৬

প্রশ্নোত্তরে ইসলাম ৩৭

পেশা পরিচিতি: পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ৩৯

সংবাদ ৪০

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ক্রমপঞ্জি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে একের পর এক মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে মানব সভ্যতা। প্রথম মহামারীটি ঘটেছিল ৪৩০ খ্রিস্টাব্দে গ্রীসে এবং সর্বশেষ মহামারীটি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে ২০১৯ সালে চীনের উহান শহর হতে।

এই ভাইরাসে বিপর্যস্ত হয়েছে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। করোনা ভাইরাসের (কোভিট-১৯) মহামারীর কবলে বিপর্যস্ত নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল সেক্টরের অনেক শ্রমজীবী মানুষ চাকরি হারিয়েছেন।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের গনহারে ছাটাই করার অভিযোগ রয়েছে। মালিক পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বিদেশি অর্ডার কমেছে, আয় কমেছে এবং পূর্বের অর্ডার বাতিল হয়েছে। আসলেকি তাই? আসলে মালিক যে দাবি করছে, তা শত ভাগ বিশ্বাসযোগ্য নয়। পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলছেনা। চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রথম দুই মাস (জুলাই-আগষ্টে) পন্য রপ্তানি আয় বেড়েছে ১.০৮ শতাংশ। একই সঙ্গে হালকা প্রকৌশলী পণ্য, কৃষিপণ্য, ঔষধ ও শুকনো খাবার সহ বেশির ভাগ পন্য রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃত্তি হয়েছে।

সুতারাং এই করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের ছাটাই না করে, শ্রমিকদের পাশে মালিকরা কিভাবে দাঁড়াবে তা চিন্তা করা উচিত। কারণ এই শ্রমজীবি মানুষ অতি অল্পমূল্যে তাদের শ্রম বিক্রি করে গড়ে তুলেছে দেশ ও জাতির সভ্যতা। সমৃদ্ধি করেছে দেশের অর্থনীতির চাকা। কিন্তু মালিক পক্ষ এই মহামারীর সময় শ্রমজীবি মানুষদেরকে কর্ম থেকে ছাটাই করছে এবং তাদের ন্যায্য মজুরি দিতে অবহেলা করছে। অথচ মালিক পক্ষকে এই মহামারীর সময় শ্রমিকদেরকে বেতন ভাতা দেয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। মালিক পক্ষ উক্ত প্রণোদনা পাওয়ার পরও কেন শ্রমিক ছাটাই করবে.? কেনইবা তারা শ্রমিকদের বেতন ভাতা প্রদান করবেনা?

শুধু গার্মেন্টস মালিক নয়, সকল মালিক, সমাজের বিত্তমান শ্রেণী কিভাবে এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায় তা ভেবে দেখা দরকার। কারন এই শ্রমজীবি মানুষেরাই সমাজের উন্নয়ন, সভ্যতা নির্মাণ ও উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৭) অনুযায়ী, দেশের ৮৫ শতাংশ কর্মজীবী লোক অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। তাঁরা দিন আনে দিন খায়। দেশের মোট ৬ কোটি ৮ লাখ লোক মজুরির বিনিময়ে কোনো না কোনো কাজে আছেন। এর মধ্যে ৫ কোটির বেশি অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। যেখানে কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেকটা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন তাঁরা। অন্যরা আনুষ্ঠানিক খাতের। করোনায় তাঁদের জীবিকাও হুমকিতে আছে। এমতাবস্থায় সমাজের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে না পারলে আমাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের চাকা সময়ের ব্যবধানে স্থবির হয়ে পড়বে। তাই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো এখন সময়ের দাবি ।

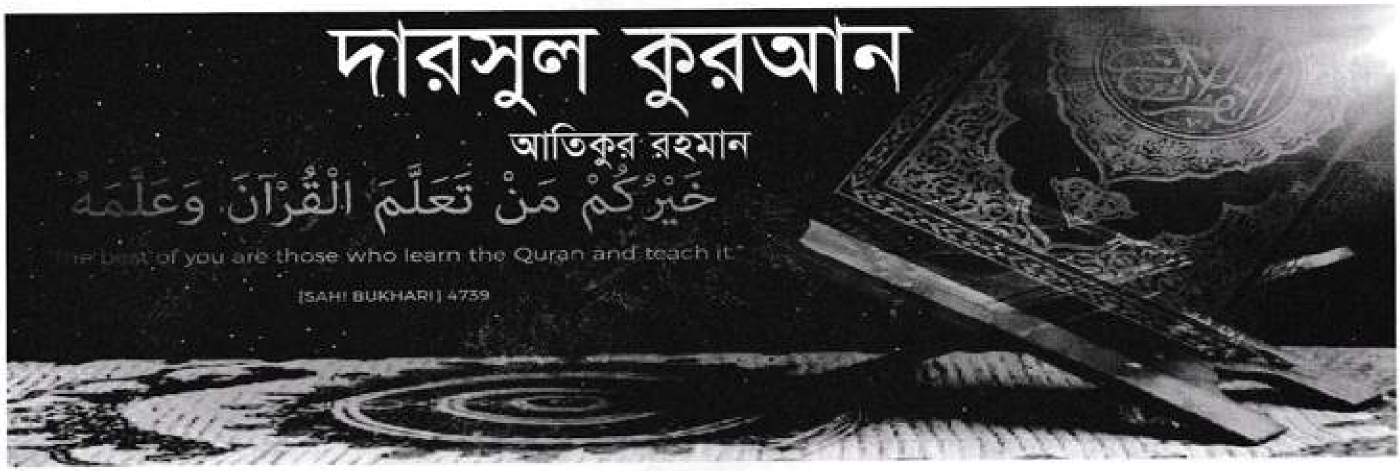

طسم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

সরল অর্থ ঃ ১) ত-সীন-মীম। ২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩) আমি আপনার কাছে মূসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে। ৪) ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। ৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। ৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশঙ্কা করত।

নামকরণ: ২৫ আয়াতের وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ বাক্যাংশ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরায় الْقَصَصَ শব্দটি এসেছে। আভিধানিক অর্থে কাসাস বলতে ধারাবাহিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করা বুঝায়। কাসাস শব্দটি অর্থের দিক দিয়েও এ সূরার শিরোনাম হতে পারে, কারণ এর মধ্যে হযরত মূসার (আ.) কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল: মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল কাসাস সর্বশেষ সূরা। ৮৮ আয়াতের মধ্যে শুধু ৫২-৫৫ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায় আর বাকি ৮৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতের সময় মক্কা ও জুহফা এর মাঝখানে। নাযিলের ধারাবাহিকতায় সূরা- শু'আরা, সূরা- নামল ও সূরা- কাসাস একের পর এক নাযিল হয়। ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু থেকেও একথাই অনুভূত হয় যে, এ তিনটি সূরা প্রায় একই সময় নাযিল হয়। আবার এদিক দিয়েও এদের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে যে, এ সূরাগুলোতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পরস্পর মিলিত আকারে একটি পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়: সূরা কাসাসে সর্বপ্রথম মূসা (আ) এর কাহিনী সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্ধেক সূরা পর্যন্ত মূসা (আ) এর কাহিনী ফেরাউনের সাথে এবং শেষ ভাগে কারুনের সাথে উল্লিখিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) এর কাহিনী সমগ্র কোরআনের কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহফে মূসা (আ) এর কাহিনী খিযির (আ)-এর সাথে বিস্তারিত, সূরা তোহায় বিস্তারিত এবং এরই কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে অতঃপর সূরা আল কাসাসে এর পুনরালোচনা হয়েছে। এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে যেসব অজুহাত পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো নাকচ করে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে হযরত মূসা (আ) এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাযিলের সময়কালীন অবস্থার সাথে মিলে এ কাহিনী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শ্রোতার মনে কতিপয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়:

এক. আল্লাহ যা কিছু করতে চান সেজন্য তিনি সবার অলক্ষ্যে কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে শিশুর হাতে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের রাজত্বের অবসান ঘটবার কথা, তাকে আল্লাহ স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে তার নিজের হাতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন এবং ফেরাউন জানতেও পারেনি যে সে কাকে প্রতিপালন করছে।

দুই. কোন বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে কাউকে এ নবুওয়াত দান করা হয় না। তোমরা অবাক হচ্ছো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথা থেকে চুপিচুপি এ নবুওয়াত লাভ করেন এবং ঘরে বসে বসে তিনি কেমন করে নবী হয়ে গেলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে মূসা আলাইহিস সালামের বরাত দিয়ে থাকো যে, তিনিও এভাবে পথে চলার সময় নবুওয়াত লাভ করেছিলেন এবং সেদিন সিনাই পাহাড়ের নিঝুম উপত্যকায় কী ঘটনা ঘটে গেলো তা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারলো না। মূসা নিজেও এক সেকেন্ড আগে জানতেন না তিনি কী জিনিস পেতে যাচ্ছেন। যাচ্ছিলেন আগুন আনতে, পেয়ে গেলেন পয়গম্বরী।

তিন. যে বান্দার সাহায্যে আল্লাহ কোন কাজ নিতে চান, কোন দলবল-সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই তার উত্থান ঘটে থাকে। কেউ তাঁর সাহায্যকারী হয় না। বাহ্যত তার কাছে কোনো শক্তির বহর থাকে না। কিন্তু বড় বড় দলবল, সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জামওয়ালারা শেষ পর্যন্ত তার

মোকাবিলায় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। তোমরা আজ তোমাদের ও মুহাম্মাদ (সা)-এর মধ্যে যে আনুপাতিক পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো তার চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য ছিল মূসা (আ) ও ফেরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু দেখে নাও কে জিতলো এবং কে হারলো।

চার. তোমরা বারবার মূসার বরাত দিয়ে থাকো। তোমরা বলে থাকো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা মুহাম্মাদকে দেয়া হলো না কেন? অর্থাৎ লাঠি, সাদা হাত ও অন্যান্য প্রকাশ্য মু'জিযা সমূহ। ভাবখানা এ রকম যেন তোমরা ঈমান আনার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছো, এখন শুধু তোমাদেরকে সেই মু'জিযাগুলো দেখাতে হবে যা মূসা ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন। তোমরা তার অপেক্ষায় রয়েছো। কিন্তু যাদেরকে এসব মু'জিয়া দেখানো হয়েছিল তারা কী করেছিল তা কি তোমরা জানো? তারা এগুলো দেখেও ঈমান আনেনি। তারা নির্দ্বিধায় বলেছিল, এসব জাদু। কারণ তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এই একই রোগে আজ তোমরাও ভুগছো। তোমরা কি ঐ ধরনের মু'জিযা দেখে ঈমান আনবে? মক্কার কুফরি ভারাক্রান্ত পরিবেশে যে ব্যক্তি হযরত মূসা (আ) এর কাহিনী শুনতো তার মনে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আপনা আপনিই একথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেতো। কারণ সে সময় মুহাম্মাদ (সা) ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে ঠিক তেমনি ধরনের একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল যেমন ইতঃপূর্বে চলেছিল ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ) এর মধ্যে। এ কাহিনী শুনাবার অর্থ ছিল এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশ সমসাময়িক অবস্থার ওপর আপনা আপনি প্রযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। এরপর পঞ্চম রুকু থেকে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা শুরু হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মি তথা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে হুবহু শুনিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর শহর ও তাঁর বংশের লোকেরা ভালোভাবেই জানতো, তাঁর কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত কোন উপায় উপকরণ ছিল না। প্রথমে এ বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। তারপর তাঁকে নবুয়াত দান করার ব্যাপারটিকে তাদের পক্ষে আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের সৎপথ দেখাবার জন্য এ ব্যবস্থা করেন।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

১. ত্বা-সীন-মীম। এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। কোরআন মাজিদের কোন কোন সূরার প্রথমে উল্লিখিত এ সকল বিচ্ছিন্ন অক্ষরের মর্ম চির-রহস্যাচ্ছন্ন। আল্লার ও তাঁর রাসূল (সা) এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। এখানে 'মুবিন' অর্থ সুস্পষ্ট। শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'আবান' থেকে। 'আবান' ক্রিয়াটি সকর্মক ও অকর্মক উভয় অর্থে ব্যবহার্য। সকর্মক ধরে নিলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়–এই গ্রন্থ বিধানাবলি, উপদেশাবলি, ইতিবৃত্ত, পুরস্কার-তিরস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা উপস্থিত করে। আর 'অকর্মক ধরে নিলে অর্থ দাঁড়ায়–চির অজেয় হওয়ার কারণে এই মহাগ্রন্থটি এটাই প্রকাশ্যে প্রমাণ করে যে, এর আয়াতসমূহ অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (তাফসীরে মাজহারী) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী এ কিতাব কোনো মানুষের তৈরি বস্তু নয়। এটা হচ্ছে সেই অহি যা আল্লাহ তায়ালা বা ফেরেশতা জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে তাঁর বান্দার কাছে নিজে পড়ে শোনান। তার কোন দিক দিয়ে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার নেই। (বর্তমান সময়ের টেপরেকর্ডারের উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে)

৩. আমি মূসা ও ফেরাউনের কিছু যথাযথ বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাচ্ছি এমনসব লোকদের সুবিধার্থে যারা ঈমান আনে। যেমন সূরা ইউসুফের ৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন-

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

"হে মুহাম্মাদ! আমি এ কুরআনকে তোমার কাছে অহির মাধ্যমে পাঠিয়ে উত্তম পদ্ধতিতে ঘটনাবলি ও তত্ত্বকথা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। নয়তো ইতঃপূর্বে তুমি (এসব জিনিস থেকে) একেবারেই বেখবর ছিলে।" তাঁর সামনে এটা এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি যেন ঐ সময় সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। আয়াতে 'নাতলু' শব্দের অর্থ হচ্ছে বিবৃত করছি কিংবা আবৃতি করছি। অর্থাৎ অবতীর্ণ করেছি জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে। 'মিননাবা' অর্থ হচ্ছে ইতিকথা, বৃত্তান্ত। এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। 'বিল হাক্কি' অর্থ যথাযথভাবে নির্ভুল তথ্য সহকারে। 'লি কুওমিই ইয়ুমিনুন' অর্থ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। কারণ যারা কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে এ কথা শুনানো তো অর্থহীন। বিশ্বাস বিবর্জিতরা এ কাহিনী শুনে কোনই উপকার পাবে না। এ কিতাব মোমেন জাতির উদ্দেশ্যে ও তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য নাযিল হয়েছে। এ কিতাব দ্বারা মোমেনদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে সঠিক মানে উন্নীত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মোমেনদের কাছে পার্থিব জীবনের বিস্তারিত কর্মসূচি পেশ করা হচ্ছে যাতে এ পদ্ধতি অবলম্বনেই জীবন সমস্যার সকল সমাধান বেরিয়ে আসে। কেসাস বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে মোমেনরা যেন এ মহা গ্রন্থ থেকে যথাযথভাবে ফায়দা হাসিল করতে পারে। (যিলালিল কোরআন)

মূসা (আ) এর জীবনী- জীবনের প্রথম অধ্যায় কিভাবে শুরু হয়েছে, কি কঠিন পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কিভাবে শুরু হয়েছে তার জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলো, কত অসহায় অবস্থায় তার শিশু জীবনের সূচনা হয়েছে। এ কঠিন ও প্রতিকূল অবস্থাকে এক মৌলিক বিষয় হিসেবে তুলে ধরে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা বুঝানো হয়েছে। মানুষকে এ কথা বুঝার সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াবি দৃষ্টিতে যা শক্তি সামর্থ্য ও সাহায্য বলে বিবেচিত হয়, সেসব কিছু থেকে বঞ্চিত থাকাবস্থায় কিভাবে তার কোন বান্দাকে তিনি মর্যাদাবান বানিয়েছেন এবং কিভাবে তিনি তাকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। যে অহংকারী শাসক নিজেকে সর্বশক্তিমান বানিয়ে রেখেছিলো, সেই নরপতিকে তারই ঘরে লালিত পালিত ছেলের দ্বারা কিভাবে পর্যুদস্ত করেছেন, কিভাবে, মানুষের সকল প্রকার সাহায্য বিবর্জিত অবস্থায় তার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা খেদমত নিয়েছেন এমন এক জাতি গড়ার, যারা গোটা পৃথিবীতে দীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে শাসন কার্য পরিচালনা করেছে, তাদেরই নেতৃত্বে তিনি তৎকালীন পৃথিবী থেকে যুলুম অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছেন। এ ঘটনা মোমেনদের সামনে তুলে ধরে তাদের সান্তনা দেয়া হচ্ছে এবং তাদের আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে, সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন মক্কা থেকে বিতাড়িত, নিগৃহীত ও অসহায় মোমেনদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপন কুদরত বলে পৃথিবীর ক্ষমতার মসনদে বসাবেন। তাদের দ্বারা দুনিয়ার নেতৃত্বের এবং বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার খেদমত নিবেন।

৪. "ফেরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিলো" এর অর্থ হচ্ছে ফেরাউন ছিলো তার রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। সে জনগণের উপর জঘন্যভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সে তাদেরকে পরস্পর লড়িয়ে দিয়ে, তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে তাদেরকে দুর্বল করে দিয়ে স্বয়ং তাদের ওপর জোরপূর্বক প্রভুত্ব চালাতে থাকে। বিশেষ করে বনি ইসরাইলকে সে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। অথচ মাযহাবি হিসেবে সে যুগে তারাই ছিল সর্বোত্তম। ফেরাউন তাদেরকে খুবই নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল। সে সমস্ত ঘৃণ্য কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিতো। "সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তাদের একটি শ্রেণীকে সে হিনবল করেছিলো" ফেরাউন তার কূটনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা গোটা সাম্রাজ্যকে এমনভাবে দুর্বল করে রাখলো যে, কেউ তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলার সাহস পেতো না। যদিও মানুষ নিষ্পেষিত হচ্ছিলো, তার অত্যাচারে জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ ছিলো তবুও তার অত্যাচার থেকে বাঁচার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। তার কূটনীতির প্রধান কাজ ছিলো গোটা মিসরবাসীকে অতি কৌশলে নানা দলে বিভক্ত করে রাখা। তার পলিসি ছিলো, 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল, জাতিকে বিভিন্ন দলে ভাগ করো এবং তাদের শাসন করো', যা তার উত্তরসূরিরাও গ্রহণ

করেছে। সে এমনভাবে জাতিকে বিভক্ত করে রেখেছিলো যাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা জোট করতে না পারে এবং ঐক্যবদ্ধ কোনো শক্তিতে পরিণত না হতে পারে। তার রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি। বরং সে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসকদলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিস্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলেও মূলত দল ছিলো ২টি। একটি হলো আদি অধিবাসী কিবতি আর অপরটি হলো সিরিয়া থেকে আগত প্রায় চারশ বছর পূর্বের অধিবাসী বনি ইসরাইল। এই দুলকে সে চিহ্নিত করেছিলো অভিজাত ও অনভিজাত রূপে। "তার পুত্রদেরকে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।" এ কথার অর্থ অনভিজাত রূপে চিহ্নিত সে হীনবল জনগোষ্ঠীর শিশুপুত্রদেরকে সে দিয়েছিলো হত্যার নির্দেশ। সে নির্দেশ পালিত হতো যথারীতি। এ জন্য সবসময় তাদের প্রতি সে নজর রাখছিলো এবং তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বিভাগকে সদা সর্বদা সতর্ক করে রেখেছিলো। পুত্রসন্তানের জন্ম হয়ে যাতে তাদের বংশ বৃদ্ধি হতে না পারে তার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই সে করে রেখেছিলো। আর তাদের কন্যাসন্তানদেরকে সে হত্যা করাতো না। নারী-পুরুষদেরকে সে বাধ্য করতো দাস-দাসী রূপে জীবন যাপন করতে। সে ছিলো প্রকৃত অর্থে এক নিষ্ঠুর নরপতি। বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিলো তার শাসনের মূল কথা। 'তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করতো' এ রকম করার আরো কারণ ছিলো একদিন এক জ্যোতিষী ফেরাউনকে জানালো বনি ইসরাইল জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু। সে-ই বড় হয়ে ধবংস করবে ফেরাউন ও তার সাম্রাজ্যকে। অথবা ফেরাউন কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিল এবং তার তা'বীর এভাবে দেয়া হয়েছিল যে, বনি ইসরাইলের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ গুণবিশিষ্ট শিশু জন্ম নেবে। 'জীবিত রাখতো নারীদেরকে' কারণ কন্যাসন্তান ছিলো তার হত্যার নির্দেশ বহির্ভূত। 'কানা মিনাল মুফসিদিন'- সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ তার কর্মকান্ড ছিলো ধ্বংসাত্মক। অসংখ্য শিশু হত্যাই ছিলো তার ঐ ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের প্রধানতম প্রমাণ।

৫. এখানে ফেরাউনি কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয় বরং ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম বোকা ও অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফেরাউন শঙ্কিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনি ইসরাইলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ তায়ালা এই ফেরাউনের গৃহে তারই হাতে লালিল পালিত করালেন। যে বিপদা আশঙ্কা দূর করার জন্য যে বিপদ আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হয়েছিল অবশেষে তা তারই গৃহে থেকে আগ্নেয়গিরির এক ভয়ঙ্কর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো। (মাআরেফুল কোরআন)

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا
صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

আর তাদের জায়গায় আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দুর্বল ও অধঃপতিত করে রাখা মানব গোষ্ঠীকে। অতঃপর যে ভূখন্ডে আমি প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিলাম, তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে তাদেরই করতল গত করে দিয়েছিলাম। এভাবে বনি ইসরাইলের ব্যাপারে তোমার রবের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সবর করেছিল। আর ফেরাউন ও তার জাতি যা কিছু তৈরি করছিল ও উঁচু করছিল তা সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। (সূরা আরাফ : ১৩৭)

"সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিলো, আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং তাদেরকে দেশের অধিকারী করতে" এর অর্থ তাফসীরে মাজহারিতে বলা হয়েছে- আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইচ্ছা করলেন নিগৃহীত বনি ইসরাইলকে করুণাধন্য করার এবং তাদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র অধিকার দান করার। 'আইম্মাতুন' শব্দের অর্থ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতভেদ আছে। মুজাহিদ বলেন-ধর্মীয় নেতৃত্ব, কাতাদাহ বলেছেন- রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব। উত্তরাধিকারী বলতে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। (তাফসীরে মাজহারি)। পৃথিবীর উত্তরাধিকার দান করা এবং তারা হবে রাষ্ট্রের পরিচালক ও শাসনকর্তা। (তাফহীমুল কোরআন)

৬. "ইচ্ছা করলাম, তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামাস ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা এই শ্রেণীটি থেকে তারা আশঙ্কা করত।" এর দ্বারা সিরিয়া ও মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করানো বুঝানো হয়েছে এবং বনি ইসরাইলিদের যে অভ্যুত্থানের আশঙ্কা ফেরাউন, হামাস ও তাদের লোকেরা করতো তা তাদেরকে সত্যে পরিণত করে দেখানোর কথা বলা হয়েছে। 'নুমাক্কিন' শব্দটি তামকিন থেকে পরিগঠিত হয়েছে। যার অর্থ হলো কোন কিছুকে স্থান করে দেওয়া, সু-প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায়-তাদেরকে আমি তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি। আর রূপকার্থে-দান করি প্রশাসনাধিকার, বিজয় ও আধিপত্য। হজর অর্থ হলো অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ফেরাউন, হামান এবং তাদের বংশধরেরা সদা শঙ্কিত থাকতো এ ভেবে যে কখন না জানি বনি ইসরাইলের সফল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায় তাদের সাম্রাজ্য। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে-যা সে শ্রেণীটি থেকে তারা আশঙ্কা করতো।

শিক্ষা

১. আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশ ঘটেছে। তিনি সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত থাকাবস্থায় কিভাবে তার কোন বান্দাকে মর্যাদাবান করছেন এবং তাকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছেন।

২. ফেরাউনের অহঙ্কার ও বড়ত্বের মিথ্যা দাবি ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। তার অক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। যে অহঙ্কারী শাসক নিজেকে সর্বশক্তিমান বানিয়ে রেখেছিলো তারই ঘরে লালিল পালিত ছেলের দ্বারা তাকে পর্যুদস্ত করা হয়েছে।

৩. যখন আল্লাহর জমিনে তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, কোনো দেশে অন্যায় অবিচার, যুলুম- নির্যাতন ও মন্দের প্রসার ঘটে তখন সে সমাজের ধ্বংস অবধারিত হয়ে যায়। তাদেরকে দমন করার জন্য মানুষের শক্তির প্রয়োজন হয় না বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার কুদরতি হাত বাড়িয়ে দেন, যারা হীনতা দীনতার অক্টোপাসে আবদ্ধ হয়ে দুর্বল হয়ে রয়েছে, তারাই তখন সে হাত ধারণ করে, তারা আল্লাহর শক্তি দিয়ে জালেমদের শায়েস্তা করে, ওদের অত্যাচার থেকে মানুষকে রেহাই দেয়। নতুনভাবে সে জাতিকে তারা ঢেলে সাজায়। তাদের সে জনপদের নেতা এবং পূর্ববর্তী যালেমদের সহায় সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।

৪. কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে আল্লাহ বাঁচাতে চাইলে সারা দুনিয়ার সকল মানুষ ও শক্তি মিলে চেষ্টা করলেও তাকে মারা যাবে না, আর কাউকে তিনি ধ্বংস করতে চাইলে কেউ তাঁকে বাঁচাতে পারে না।

৫. সমাজের সকল শ্রেণীর পেশার মানুষকে যার যার অবস্থানের আলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুর্বল, অসহায় মানুষদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে সমাজের পরিবর্তন সাধন করতে পারেন।

লেখক : কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

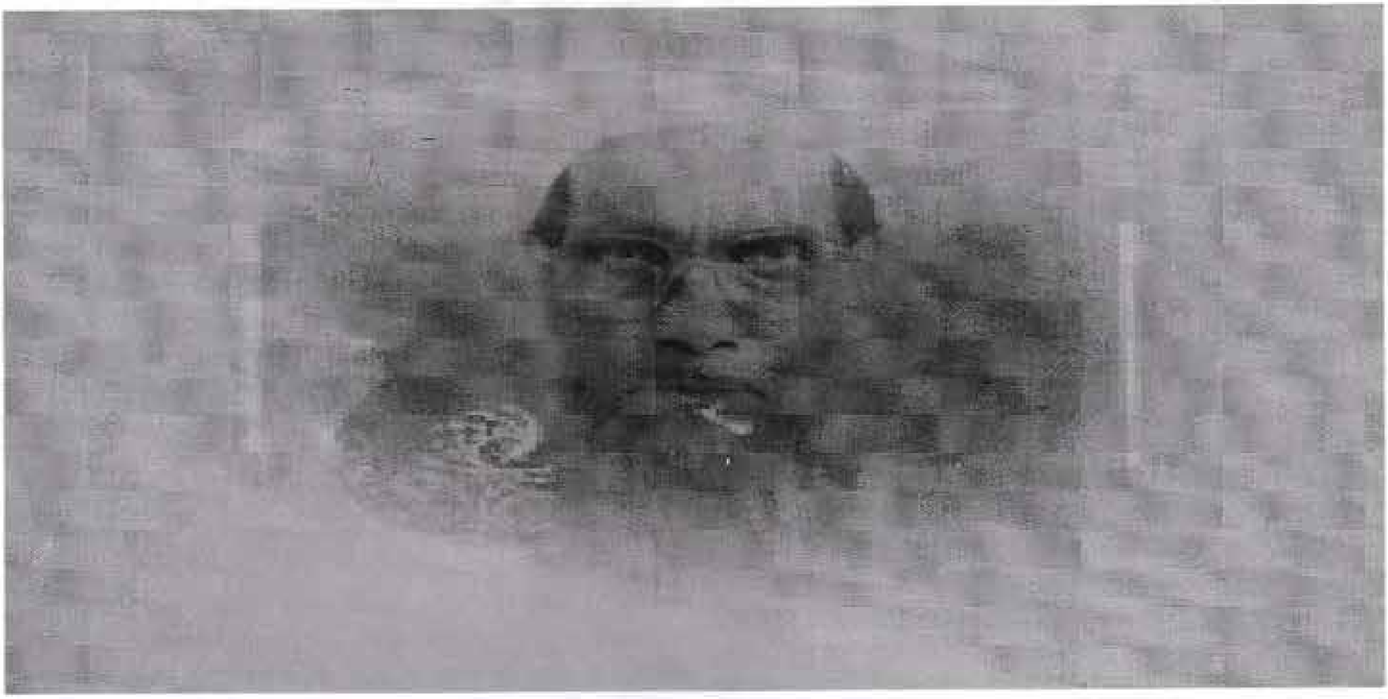

আবদুল মান্নান তালিব : একজন আলোকসন্ধানী গবেষক

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

নিপুণ শিল্পিত ফলবাগানে পাকা ফলের গন্ধে নয়, বিশাল ঝাউবনে ফলদবৃক্ষ খোঁজার অনুসন্ধিৎসু মন এবং বিজয়ের স্পৃহা নিয়ে যে ক'জন মহামনীষী নিজেকে মানবসেবায় বিলীন করেছেন আবদুল মান্নান তালিব তাঁদেরই অন্যতম। চাঁদহীন রাতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে তিনি পরিষ্কার করে হাজার তারার আলোয় বিকশিত করার প্রয়াসে গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন গবেষণা ও লেখালেখির কাজে। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও তিনি উর্দুকে ব্যবহার করেছেন মাতৃভাষার মতোই। ফার্সি ও ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর ঈর্ষণীয় দক্ষতা ছিল। ফলে মৌলিক রচনা, অনুবাদ এবং শিশুপাঠ্যসহ সহজ-সরল রচনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে মানবীয় বোধ-বিশ্বাস, দেশপ্রেম এবং জাতিগঠনের মৌলিক নির্দেশনা। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন আলোসন্ধানী সফল গবেষক।

> *আবদুল মান্নান তালিব নামটির সাথে পরিচয় উনিশ'শ নব্বই সালের বেশ আগেই। নঈম সিদ্দিকী রচিত 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান' নামক সংক্ষিপ্ত অথচ অতীব প্রয়োজনীয় মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদক হিসেবে তার নামটি হৃদয়ঙ্গম হয়েছে সে সময়ই। তাঁর সহজ সরল ও প্রাণবন্ত অনুবাদ তখনই তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা তৈরিতে ভূমিকা পালন করে।*

আবদুল মান্নান তালিব নামটির সাথে পরিচয় উনিশ'শ নব্বই সালের বেশ আগেই। নঈম সিদ্দিকী রচিত 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান' নামক সংক্ষিপ্ত অথচ অতীব প্রয়োজনীয় মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদক হিসেবে তার নামটি হৃদয়ঙ্গম হয়েছে সে সময়ই। তাঁর সহজ সরল ও প্রাণবন্ত অনুবাদ তখনই তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে সম্ভবত তিরানব্বই সালে মগবাজারের আলফালাহ মিলনায়তনে সাহিত্য-সংস্কৃতির সাত দিনের একটি ওয়ার্কশপে তিনি এসেছিলেন আলোচক হিসেবে। তখনই মূলত তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। তারপর

”

শিশুদের নিয়ে মেঠো বক্তাগণ নানাভাবে আলোচনা করলেও তাদের নিয়ে লেখালেখির খুব অভাব। বিশেষকরে শিশুদের আদর্শিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে পর্যাপ্ত গ্রন্থের অপ্রতুলতা ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। আলোকিত মানুষ গড়ার নিমিত্তে যেসব সাহিত্যে ছড়াছড়ি দেখছি তা কোনোভাবেই বিশ্বাসী নাগরিক তৈরির উপযোগী সাহিত্য নয়।

”

থেকেই যোগাযোগ, সাক্ষাৎ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা বিষয়ে কাছাকাছি হওয়া। বিশেষকরে বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রে কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের সাথে কাজ করার সময়ই তাঁর সম্পর্কে বেশি জানার সুযোগ ঘটে। স্বল্পভাষী নীরব গবেষক হিসেবে তিনি কাজ করে গেছেন অবিরাম। বাংলাসাহিত্য পরিষদের হাল ধরে গড়ে তুলেছেন একটি সাহিত্য সংস্কৃতির আকর প্রতিষ্ঠান। গভীর জলে অবস্থানরত বড় বোয়াল মাছের মতোই তাঁর নড়াচড়া ছিল অদৃশ্য ও শব্দহীন। কথাবলার ক্ষেত্রে খানিকটা আড়ষ্টতা থাকলেও লেখনীর হাত ছিল ভীষণ সাবলীল গতিসম্পন্ন।

গবেষক আবদুল মান্নান তালিব এর মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশে ইসলাম' অন্যতম। প্রায় পৌনে তিনশত পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে বাংলায় ইসলাম আগমনের প্রাথমিক ইতিহাস থেকে শুরু করে এ অঞ্চলের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও তুলে আনার চেষ্টা করেছেন তিনি। বিশেষ করে প্রাচীন এ ভূখন্ডে পৌত্তলিক ধর্মাচরণের কারণে পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে সাধারণ মানুষ যেভাবে শতাব্দী থেকে শতাব্দী শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছিল পরবর্তীতে ইসলামের আগমনের প্রেক্ষিতে গণমানুষের মধ্যে যে মানবিকতাবোধ এবং সাম্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে আউলিয়া কিরামসহ ইসলাম প্রচারকদের যে উদারতার নজির প্রকাশ পেয়েছিল তিনি তা আলোকপাত করেছেন দালিলিক গবেষণার মাধ্যমে। গ্রন্থটিতে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন পূর্বকথা শিরোনামে। প্রাচীন বাংলা এবং প্রাক-ইসলাম যুগ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন এ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী, আর্য-দ্রাবির দ্বন্দ্ব, হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের শাসনামলে বাংলা ও বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় পর্বে ইসলাম প্রচারে বণিক, সুফি-আলিম এবং হযরত শাহসুলতান বলখী (রহ.) থেকে শুরু করে শাইখ আলাউদ্দীন আলাউল হক পর্যন্ত চল্লিশের অধিক অলিয়ে কিরামের জীবন ও কর্মসহ বাংলায় ইসলাম প্রচারে তাঁদের অবদান আলোচনা করেছেন। 'ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা' এবং 'ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়' শীর্ষক অধ্যায়ে বাংলা বিজয়ী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী থেকে শুরু করে সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ এবং বিশিষ্ট সাধক নূর কুতুবুল আলম থেকে শুরু করে মাওলানা শাহ আবুদর রহীম শহীদ পর্যন্ত চল্লিশের অধিক অলি-উলামার দীনপ্রচারের প্রচেষ্টার বিবরণ ও বাংলার মুসলিম সুলতানগণের দীনি খেদমতের বিবরণ দিয়েছেন। 'সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা' অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম সমাজ ও তার বৈশিষ্ট্য, শাসনব্যবস্থায় ইসলামের বিধান প্রয়োগ, পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং সংস্কার প্রয়াসের বিবরণ চিত্রিত করেছেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস জানার জন্য এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এ ছাড়াও 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা, মুসলমানের প্রথম কাজ, ইসলামী সাহিত্য: মূল্যবোধ ও উপাদান, আমল আখলাক, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন, ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ, সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা: ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট, ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন, সত্যের তরবারি ঝলসায়, আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম প্রভৃতি তাঁর মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ। সাহিত্য-সাংস্কৃতিককর্মীদের জন্য 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' এবং 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' একটি অপরিহার্য পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত ও সমাদৃত।

শিশুদের নিয়ে মেঠো বক্তাগণ নানাভাবে আলোচনা করলেও তাদের নিয়ে লেখালেখির খুব অভাব। বিশেষকরে শিশুদের আদর্শিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে পর্যাপ্ত গ্রন্থের অপ্রতুলতা ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। আলোকিত মানুষ গড়ার নিমিত্তে যেসব সাহিত্যে ছড়াছড়ি দেখছি তা কোনোভাবেই বিশ্বাসী নাগরিক তৈরির উপযোগী সাহিত্য নয়। বিশ্বাসবহির্ভূত এসব শিশু সাহিত্যের ভিড়ে বিশ্বাসের আলোকে শিশু-সাহিত্যের চরম অভাব সর্বজন স্বীকৃত। এ অভাব পূরণে সাহসের সাথে সততা আর একনিষ্ঠতা সহকারে এগিয়ে এসেছেন আবদুল মান্নান তালিব। তাঁর রচিত 'সহজ পড়া, এসো জীবন গড়ি, পড়তে পড়তে অনেক জানা, মজার গল্প, আমাদের প্রিয় নবী, কে রাজা, হাতিসেনা কুপোকাত, ছোটদের ইসলাম শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শিশু-কিশোরদেরকে বিশ্বাসী ধারায় গড়ে উঠতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। বর্তমান আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তাঁর প্রতিটি শিশুতোষগ্রন্থ আমাদের সন্তানদের পথচলায় বিশ্বস্থ সঙ্গী হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এসব গ্রন্থের ভাষা ও শব্দচয়নে তিনি যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, তাতে পাঠবিমুখ শিশু-কিশোরদের কাছেও এ গ্রন্থগুলো অনেকটা উপভোগ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

সম্পাদনা কাজটি কোনো মতেই সহজ নয়। কিন্তু আবদুল মান্নান

> 99
>
> 'পার্টটাইম সাহিত্য হয় না, সাহিত্যের জন্যে জীবনকে বিনিয়োগ করতে হয়' নব্বইয়ের দশকে ঢাকার একটি সাহিত্য আড্ডায় এ কথা শুনেছিলাম কবি আল মাহমুদের মুখে। আবদুল মান্নান তালিবকে নিয়ে দু'কথা লিখতে গিয়ে কবির এ কথাটি বারবার মনে পড়ছে। কোন পিছুটানের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গেলে কেউ সত্যিকার লেখক হয়ে উঠতে পারেন না।
>
> 99

তালিব যেন জন্মই নিয়েছেন জাত সম্পাদক হিসেবে। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে 'জিয়াউল ইসলাম' নামে সাময়িকপত্রের সম্পাদনায় হাতে খড়ি হবার পরে আর থেমে থাকেননি তিনি। সম্পাদনার এ যাত্রায় তিনি এ কাজে সম্পৃক্ত থেকেছেন আমৃত্যু। প্রায় তিন বছর লাহোরে উর্দু দৈনিক 'রোজনামা তাসনিম' এর সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলে আসেন ঢাকায়। এখানে এসে সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার। অতঃপর সাপ্তাহিক জাহানে নও, মাসিক পৃথিবী, সাপ্তাহিক মিযান, ত্রৈমাসিক ও মাসিক কলম, প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন যোগ্যতার সাথে। সেই সাথে দৈনিক সংগ্রামের কলামিস্ট ও ফিচার এডিটর হিসেবে তাঁর সুনাম সর্বজনবিদিত। শুধু পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই নয়, গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্পাদনাতেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। বিশেষ করে সহীহ আল বুখারীর প্রথম ও তৃতীয় খন্ড, রিয়াদুস সালেহীন প্রথম খন্ড, মুসলিম শরীফের মোকদ্দমা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, নির্বাচিত গল্প, সত্য সমুজ্জ্বল, রসূলের যুগ নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি তাঁর অনবদ্য সম্পাদিত গ্রন্থ। আবদুল মান্নান তালিব অনুবাদ সাহিত্যেই সবচেয়ে বেশি সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ অনুবাদকগণের তালিকায় তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সফল ব্যক্তিত্ব। কুরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য এবং ইতিহাস ঐতিহ্যের অনুবাদে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার। আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদীর (রহ.) যুগান্তরকারী তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কোরআনকে তিনি সহজ-সরল বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে ইসলামপ্রিয় পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। সহীহ আলবুখারী এবং রিয়াদুস সালেহীনের অংশবিশেষেরও সফল অনুবাদক তিনি। সীরাতে সরওয়ারে আলম, খতমে নবুয়ত, পয়গামে মুহাম্মদী, ভারত যখন ভাঙলো, প্রত্যয়ের সূর্যোদয়, অপরাজিত নামক সীরাত এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অসাধারণ গ্রন্থসমূহের অনুবাদ তাঁর অসামান্য অবদান। এ ছাড়া রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা তৃতীয় খন্ড, রাসায়েল-মাসায়েল ২য় ও ৩য় খন্ড, ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ইসলামের দৃষ্টিতে বীমা, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি, ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াত, ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী, চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবি, মহররমের শিক্ষা, কুরবানির শিক্ষা প্রভৃতি তাঁর অনূদিত সাহিত্য। ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারে এসব গ্রন্থ অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

'পার্টটাইম সাহিত্য হয় না, সাহিত্যের জন্যে জীবনকে বিনিয়োগ করতে হয়' নব্বইয়ের দশকে ঢাকার একটি সাহিত্য আড্ডায় এ কথা শুনেছিলাম কবি আল মাহমুদের মুখে। আবদুল মান্নান তালিবকে নিয়ে দু'কথা লিখতে গিয়ে কবির এ কথাটি বারবার মনে পড়ছে। কোন পিছুটানের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গেলে কেউ সত্যিকার লেখক হয়ে উঠতে পারেন না। আর তাই হয়তোবা বড় বড় লেখক-কবিগণ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে খানিকটা উদাসীন হয়ে থাকেন। একই প্রক্রিয়াতেই দুনিয়ার মোহ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাসাবাড়ির কোনো মায়াই আটকাতে পারেনি আবদুল মান্নান তালিবকেও। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন নিজের জন্য নয়, পুরোপুরি মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্যেই। তাইতো হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্থান অতঃপর বাংলাদেশের সবুজ জমিনে এসে তিনি কাটিয়ে দিলেন গোটা জীবন। 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে' কবির সেই কাঙ্ক্ষিত ছেলে হয়েই গড়ে উঠেছিলেন তিনি। আলোচনার টেবিলে তিনি যতটা সরব ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি সময় দিয়েছেন গবেষণা ও লেখালেখির কাজে। তাইতো তিনি এতো বেশি কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ২০১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বরে ৭৬ বছর বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন আল্লাহর মেহমান হয়ে। আজ গবেষক তালিবের চলে যাওয়া মানেই বিশ্বাসী ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির স্রোতে খানিকটা গতিহীনতার ইঙ্গিত। তাঁর চলে যাওয়া মানেই একটি উজ্জ্বলতর নক্ষত্রের বিদায়। তবে তিনি যা করে গেছেন– আত্মবিস্মৃত এ জাতি তাঁকে স্মরণে রাখুক আর নাই রাখুক, মহান আল্লাহর দরবারে তিনি পাবেন মর্যাদার উচ্চশিখর; এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি ও কৃষক

গোলাম রব্বানী

আমাদের দেশের জমির উর্বরতা থাইল্যান্ডের চাইতেও অনেক বেশি। কৃষির উন্নয়ন করে জাপান, থাইল্যান্ড, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ তা পারেনি। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কৃষিকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল তা বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়ে উঠেনি।

স্বাধীন সার্বভৌম কৃষিপ্রধান দেশ আমার গর্বের বাংলাদেশ। কৃষি আমাদের অর্থনীতির প্রধান চাকিকাঠি। সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ আমার চোখ জুড়ায়। আমার এ দেশ বন-জঙ্গল, নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় আর কৃষি জমিতে ভরপুর। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী বাংলাদেশ। ষড়ঋতুর এ বাংলাদেশ। বিভিন্ন ঋতু বিভিন্ন রূপ সাজে সজ্জিত। কবির ভাষায় নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের বাংলাদেশ রূপের নাইকো শেষ। জীবন জীবিকার জন্য এদেশের জনগণ ও অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের শতকরা ৭০% জনগণ এখনো পরোক্ষ প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। একসময় এদেশে গোয়াল ভরা গরু, মাছে ভরা পুকুর, গোলা ভরা ধান ছিলো আমাদের কৃষকদের পরিচয়। শরতের জোৎসা প্লাবিত রাতে জারিগানের আসর প্রতিটি কৃষকের প্রাণে আনন্দের জোয়ার এনে দিত। কিন্তু আজ আর তা নেই। হতে পারে এসবই ইতিহাসের উপাখ্যান। আমাদের প্রজন্ম কি তা বিশ্বাস করবে? আমাদের দেশের জমির উর্বরতা থাইল্যান্ডের চাইতেও অনেক বেশি। কৃষির উন্নয়ন করে জাপান, থাইল্যাড, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ তা পারেনি। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কৃষিকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল তা বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ কৃষি মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ শতাংশ ভাগ জোগান দেয় আর ১৪.১০ ভাগ জিডিপিতে অবদান রাখে। এখনও ৫৯.৮৪ শতাংশ জনগণ গ্রামে বাস করে আর ১০.৮৬ ভাগ লোক শহরে বাস করে। অথচ গ্রামীণ জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য কোন কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না।

বর্তমানে জমিদার বা ব্রিটিশ কেউই নেই। কিন্তু কৃষকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। যেখানে তারা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়না। বিক্রীত ফসলের মূল্য দিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেনা।

কৃষির উন্নয়ন হয়নি তা বলা যাবেনা কিন্তু যা হওয়া উচিত ছিলো তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি। যুগে যুগে কৃষকদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। অথচ কৃষকরা অত্যন্ত মর্যাদাবান। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) কৃষি কাজ করতেন। অধিকাংশ মুহাজির ও আনসারগণ কৃষক ছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) নিজেও জারেফ নামক স্থাকে কৃষিকাজ করতেন এবং খেজুর গাছ লাগাতেন। বায়হাকি শরিফে জলা হয়েছে, নবি (সা.) বলেন, জীবিকা নির্বাহের জন্য বৈধ পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি এটি একটি ফরজ। পবিত্র কুরআনে কৃষি সম্পর্কে বহুকথা বলা হয়েছে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কৃষকের জীবিকা নির্বাহ সবচেয়ে হালাল প্রচেষ্টা, এখানে দুর্নীতিবাজ ঘুষের কোন সুযোগ থাকেনা। কৃষকের সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাতে মুসলমান কৃষকেরা অবর্ণনীয় জুলুমের সম্মুখীন হয়। একদিকে যেমন নীল চাষ করতে বাধ্য করে অপরদিকে মুসলমান কৃষকদের দাড়ির উপর ট্যাক্স বসায়। এছাড়াও হিন্দু জমিদারেরা ভূমিহীন কৃষকদের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতো। এসব জুলুম থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় কৃষকেরা আন্দোলন করে। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ফকির মজনু শাহ, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, তিতুমীর ওরফে দুদু মিয়া প্রমুখ কৃষক দরদি নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। ভারতে তেভাগা আন্দোলন হয়েছে, হয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহ। বাংলাদেশে শেরে বাংলার নেতৃত্বে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন হয়েছে। আর এ আন্দোলনের ফলে হিন্দু জমিদারদের নিপীড়ন থেকে মুসলমান কৃষকরা রক্ষা পায়। বর্তমানে জমিদার বা ব্রিটিশ কেউই নেই। কিন্তু কৃষকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। যেখানে তারা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়না। বিক্রীত ফসলের মূল্য দিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেনা। প্রয়োজন মিটানেরা জন্য এদেশের এনজিও জমিদারদের নিকট থেকে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ঋণ শোধ করতে না পারলে ঘরের টিন খুলে নিয়ে যায়। সোনালি আঁশ পাট গলার ফাঁস হয়। এক মণ ধান বিক্রি করে এক কেজি ইলিশ কিনতে পারেনা। ধান কেটে ঘরে তোলার জন্য যে খরচ হবে তা ধান বিক্রি করেও যখন খরচ পায়না, তখন কৃষক মনের দুঃখে নিজের ধানের জমিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর চেয়ে বড় অত্যাচার আর কী হতে পারে? ব্রিটিশদের নীল চাষ আর নিজের ধান ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কি সমান নয়? আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বললে বা লিখলে নিপীড়নের যাঁতাকলে নিস্পেষিত হতে হয় তবুও এ কথা বলতে হয় যে, গত বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত বললেন কিন্তু বরাদ্দের সময় দেখা গেলো মোট বাজেট ৫৬৮০০০ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি খাতে বরাদ্দ ২২৪৮৯ কোটি টাকা। কৃষিখাতে সঠিক বরাদ্দ বাড়েনি। এমনকি ভর্তুকি দেওয়ার জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত তাও দেয়া সম্ভব হয়না। কৃষি খাতে বরাদ্দ আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন। প্রায়ই শোনা যায়, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। দেশের মানুষের আর অভাব নেই। এখন সোনার বাংলার জনগণ সোনার ফসল দেখে দেখে দিনরাত অতিবাহিত করছে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, খাদ্যচাহিদা মিটানোর জন্য সরকার বাহাদুর বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মেট্রিকটন চাল আর গম আমদানি করছে, তখন স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। যখন দেখা যায় যে, দিন দিন ঋণের বোঝা বৃদ্ধি হচ্ছে। বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। চাল আটাসহ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আকাশচুম্বী হয়েছে। তখনই মনে হাজার হাজার প্রশ্ন কিলবিল করে। এ আবার কেমন সমাজ! এটা সত্যি যে একটি খাদ্যের কার্ড পাওয়ার জন্য ১০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। একটি কৃষি প্রণোদনা কার্ড পেতে কৃষককে হাজারো সমস্যা সইতে হয়। কৃষি জার্নালে বিবৃতি-বক্তৃতা থাকলেও বাস্তবে এর সমাধান পাওয়া খুবই কষ্টকর। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ নিজের ক্ষমতা দিয়ে কৃষক সমাবেশ করে কৃষকদের আশ্বাস দেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ জেলার সফরে গিয়ে কৃষক সমাবেশ করে কৃষকদের সমস্যা শোনেন। কিন্তু প্রত্যেক জেলায় প্রশিক্ষিত বাছাই করা কৃষকেরা যখন বক্তৃতা দেয় তখন মন্ত্রী মহোদয় খুশিতে গদগদ হয়ে ওঠেন। কারণ বিশেষ কৃষক নয় বরং সরকারের শিখানো বুলি আওড়ায় মাত্র। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারলে বৈদেশিক ঋণভিত্তিক বাজেট পেশ করতে হতোনা। এক হিসাবে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে ৬৫ লক্ষ প্রান্তিক বাকি আছে যাদের স্বাবলম্বী করার বাস্তবভিত্তিক প্ল্যান নেই। পাটচাষি ও পাট শিল্পের সমস্যা অবর্ণনীয়। জুট মিলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকেরা হরতাল অবরোধ করছেন। দিনের পর দিন শ্রমিকের ছেলে-মেয়েরা অর্ধাহারে-অনাহারে জীবন যাপন করছে। এরপরও কি পাট শিল্প ও পাট শ্রমিকেরা সুখে আছে একথা বলতে হবে! এই ভাবে পাট মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বনজসম্পদ মন্ত্রণালয় বহুবিধ সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। কৃষি সম্পদকে সমৃদ্ধ করার জন্য দেশে বিভিন্ন বিভাগ আছে, গবেষণা কেন্দ্রও আছে কিন্তু উন্নয়নের ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছেনা। এ যেন অলীক স্বপ্ন মাত্র। কৃষক ও কৃষির উন্নয়ন করার জন্য দেশ ও জনগণের প্রতি ভালোবাসার প্রেরণা নিয়ে সততা ও দেশপ্রেমিকের প্রতীক হয়ে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। এজন্য বিশেষজ্ঞদের আরও মাঠমুখী বাস্তব প্রয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আরও উদ্যোগী হতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে আরও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে-

১. *নৈতিক অনুভূতি জাগ্রত করা:* কৃষি বিভাগের সাথে যারা জড়িত তাদের মধ্যে যেমন দেশপ্রেম ও সততা সৃষ্টি করতে হবে তেমনি দায়িত্বের পূর্ণ হক আদায় করার চেষ্টা না করলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এ ধারণা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে হবে যে, তাদের উপর দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল। তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালনে পেরেশান না থাকে তবে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত কৃষকেরা কৃষিপ্রযুক্তি থেকে কোন ফল পাবেনা। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উত্তম মর্যাদার অধিকারী তাও বুঝতে হবে। আদি পিতা

সরকারি উদ্যোগে যদি এক ফসলি জমিকে দু ফসলি আবার দু ফসলি জমিকে তিন ফসলি করার জন্য কৃষকদের সহযোগিতা করা হয় তবে ফসল উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। এছাড়াও আবাদযোগ্য জমি কেনো পতিত আছে তা জেনে আবাদ করার কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এসব তথ্য কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা অবগত আছেন?

হযরত আদম (আ.) যে কাজ করেছিলেন তারাও সে কাজ করছেন।

২. ফসলি জমি সংরক্ষণ করা: দিনদিন আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এক হিসাবে প্রতি বছর ৮০ হাজার ৩শত হেক্টর জমি আবাদি থেকে অনাবাদি হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ, শিল্পকারখানা তৈরি, হাটবাজার স্থাপন, বাড়িঘর তৈরি এবং ইটভাটার জন্য আবাদি জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকার যদি এগুলো নিয়ন্ত্রণ না করে খাদ্য উৎপাদন আরও কমে যাবে।

৩. পতিত জমিকে আবাদের আওতায় আনা: পত্রিকার ভাষ্যমতে আবাদযোগ্য পতিত জমি ২.২৩ লক্ষ হেক্টর। আর এক ফসলি জমি ২২.৫৩ লক্ষ হেক্টর তেমনি দু' ফসলি জমি ৩৯.১৪ লক্ষ হেক্টর। আবার ১৭.৬৩ লক্ষ হেক্টর তিন ফসলিতে আছে। সরকারি উদ্যোগে যদি এক ফসলি জমিকে দু ফসলি আবার দু ফসলি জমিকে তিন ফসলি করার জন্য কৃষকদের সহযোগিতা করা হয় তবে ফসল উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। এছাড়াও আবাদযোগ্য জমি কেনো পতিত আছে তা জেনে আবাদ করার কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এসব তথ্য কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা অবগত আছেন?

৪. জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা: মাটির প্রাণ হচ্ছে জৈব সার। জৈব পদার্থ হারিয়ে মাটি অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়েছে। গোবর এখন কৃষকেরা জমিতে কম দেয়। কৃষকদের এ শ্লোগান হওয়া উচিত, "সবার আগে গোবর সার তারপর অন্য সার।" এছাড়াও ইউরিয়া, পটাশ, ফসফেট ইত্যাদি যে সমস্ত সার কৃষকেরা ব্যবহার করে তার ব্যবহার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবহিত নয়। কৃষি কর্মকর্তারা কোন কোন সময় কিছু বক্তব্য দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করেও পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি মরে যায়। এজন্যে প্রাকৃতিক উর্বরা শক্ত জমি হারিয়ে ফেলে।

৫. গবাদিপশু পালন: জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে গোবর সার প্রয়োজন হবে তা গবাদি তা গবাদি পশু পালন করার মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। কৃষকেরা গরু পালন করে গরু বিক্রয় করার মাধ্যমেও প্রচুর লাভবান হতে পারেন। এছাড়াও বিদেশী গাভী পালন করে তার দুধ বিক্রয় করে বহু কৃষক সচ্ছল জীবন-যাপন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

৬. সংরক্ষণাগার তৈরি করা: আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ টন বেগুন, টমেটো, শিম, বরবটি, করলা ও পটোল ইত্যাদি পচনশীল খাদ্য উৎপাদন হয়। কিন্তু কৃষকেরা এর ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। পচনশীল হওয়ার কারণে মধ্যস্বত্বভোগীরা অর্থাৎ দালালেরা সরাসরি কৃষকের নিকট কম মূল্যে ক্রয় করে বাজারের আড়তে বেশি দামে বিক্রি করে। ফলে তারা প্রচুর লাভবান হয়। ক্রেতারা চড়ামূলে কিনতে বাধ্য হয়। এসব পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ করার জন্য সরকার যদি কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করত তবে কৃষকেরা সময়মত বিক্রয় করে ন্যায্যমূল্য পেত। বাজারে বেশি দামে কিনতে হতো না। আমি এক মন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে হাজার হাজার কৃষকের কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের কথা শুনেছিলাম। মন্ত্রী তাদের কথা দিয়েছিলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দায়িত্ব পরিবর্তন হয়ে যায়। আলু সংরক্ষণ করার জন্য যারা ব্যক্তিগতভাবে কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করে তারাও কৃষকদেরকে খুব কম লাভ করার সুযোগ দেয়।

৭. প্রকৃত কৃষকের সহায়তা দরকার: কৃষি তথ্য অনুযায়ী কৃষি উন্নয়ন সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা কোটি ৮ লাখ ১৩ হাজার ৪৭৭ জন। কৃষি কাজের প্রধানত যন্ত্রপাতি ক্রয় করার ক্ষমতা বড় ও মাঝারি কৃষকদের কাছে চলে যায়। বঞ্চিত হয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। ৬৫ লাখ প্রান্তিক চাষি শুধু হাত দিয়ে কাজ করে। ফলে দরিদ্র চাষি আরও দরিদ্র হয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের সহায়তা করা প্রয়োজন।

৮. ক্যাশ সাপোর্ট দান: যে সব কৃষক মহাজনদের নিকট থেকে চড়াসুদে ঋণ নিয়ে সার, কীটনাশক, ঔষধ, যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে বাধ্য হয়। পরে ফসল তুলে ঋণ শোধ করতে হয়। ফলে সর্বস্বান্ত হয় কৃষক। সরকার যদি বিনা সুদে অথবা অল্প সুদে কোন ভর্তুকি ছাড়াই ব্যাংক থেকে Cash Support দিত তবেই কৃষক লাভবান হতে পারে।

৯. ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা দান: সরকার বিভিন্ন সময়ে ধান, গম, পাটসহ বিভিন্ন শস্যের দাম নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু বাস্তবে তা কৃষকদের হাতে পৌছেনা এবং ব্যবসায়ীদের কারসাজি, বড় বড় ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র চাষিদের নিকট থেকে কম মূল্যে ঋণ সরবরাহ কার্ড কিনে নিয়ে সেই কার্ড দিয়ে গুদামে ধান বা চাল বিক্রয় করে। এতে করে স্বার্থভোগীদের লাভ হয়। কৃষকেরা যাতে উৎপাদিত ধান বা চাল পরিমাণে যতই কম হোকনা কেনো সরাসরি গোডাউনে দিতে পারে তার জন্য সরাসরি কর্মকর্তাদের নজরদারি থাকতে হবে।

১০. প্রকৃত চাতাল মালিকদের নিকট থেকে মানসম্মত চাল ক্রয় করতে হবে: লাইসেন্স প্রাপ্ত সরবরাহকারী ঠিকাদার বিভিন্ন চাতাল থেকে নিম্নমানের চাল গোডাউনে বিক্রি করে যা খাওয়ার জন্য একবারে অযোগ্য। যারা হতদরিদ্র তারা কম মূল্যে চাল ক্রয় করে যখন ভাত খায় তখনই শারীরিক নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়। ঠিকাদার ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিবেকবান হওয়া দরকার। টাকার লোভে মানবতাকে ধ্বংস করা কোনো সভ্য সমাজের জন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারেনা।

১১. স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন জনকে তাদের উত্তম কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়: তেমনি যারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনতে ভূমিক রাখতে ৭০ শতাংশ মানুষের শ্রম শক্তিকে কাজে লাগায়। দেশকে যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়- সেই কৃষককে পুরস্কার দিলে কৃষকেরা আরও অনুপ্রাণিত হবেন। আমাদের এ দেশটাকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করার জন্য, জাতীয় বাজেটকে ঋণমুক্ত করার জন্য, দেশের জনশক্তিকে সঠিক খাতে ব্যবহার করা, স্বপ্নে ভরা সোনার দেশকে উন্নয়নের মানচিত্রে স্থান পাওয়ার জন্য কৃষির উন্নয়নের বিকল্প নেই।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

নৌ-পরিবহন সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন কাজের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়

লস্কর মোহাম্মদ তসলিম

হজরত নূহ (আ.) ছিলেন মানবজাতির জন্য প্রথম রাসূল। যিনি এক নাগাড়ে ৯৫০ বছর স্বীয় জাতির মধ্যে দ্বীন প্রচার করেছেন। তিনি 'উলুল আযম' বা দৃঢ়মনা রাসূল ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ হজরত নূহ (আ.) ৯৫০ বছর দাওয়াতি প্রচেষ্টা করে, আল্লাহর নির্দেশে নৌ-পরিবহন দিয়ে জাতিকে তথা সৃষ্টিকে হেফাজত করেন। আমরাও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে নৌ-পরিহন শ্রমিক তথা সাধারণ শ্রমিক এবং এই জাতিকে হেফাজতে যথাযথ ভূমিকা পালন করবো ইনশাআল্লাহ।

হজরত নূহ (আ.) ছিলেন মানবজাতির জন্য প্রথম রাসূল। যিনি এক নাগাড়ে ৯৫০ বছর স্বীয় জাতির মধ্যে দ্বীন প্রচার করেছেন। তিনি 'উলুল আযম' বা দৃঢ়মনা রাসূল ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ হজরত নূহ (আ.) ৯৫০ বছর দাওয়াতি প্রচেষ্টা করে, আল্লাহর নির্দেশে নৌ-পরিবহন দিয়ে জাতিকে তথা সৃষ্টিকে হেফাজত করেন। আমরাও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে নৌ-পরিহন শ্রমিক তথা সাধারণ শ্রমিক এবং এই জাতিকে হেফাজতে যথাযথ ভূমিকা পালন করবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রেখে যাচ্ছেন নৌ-শ্রমিকরা। তাই আমাদের নৌপথের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের মর্যাদা অধিকার আদায় করতে হবে। তাই প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে নৌ-পরিবহনের- দাওয়াতি কর্মক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে, নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জাতীয়/এলাকা ভিত্তিক সমস্যা আমাদের জানতে হবে, সমাধানের পরামর্শগুলো শুনে নোট করতে হবে, সমাধানে আমাদেরকেও চিন্তা গবেষণা করতে হবে। সাগর,নদী ও পানিপথের সঙ্গে সংগ্রাম যুদ্ধ করে জীবন চলে কুলি, মাঝিসহ নৌজানকেন্দ্রিক লাখো লাখো মানুষের। বংশ পরম্পরায়

নদীমাতৃক বাংলাদেশের ইতিহাস ধরে রেখেছে এই মানুষগুলো।

নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার/নদীপথে যাতায়াতের নৌরুটের প্রাথমিক ধারণা/তথ্য : কাজের চিন্তা ও কর্মপরিকল্পনা করার জন্য সহায়ক হতে পারে মনে করে প্রাথমিক কিছু তথ্য পেশ করা হলো: চাঁদপুর জেলায় ২৩ টি, কুমিল্লা জেলায় ০৯ টি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ১১ টি, শরীয়তপুর জেলায় ০৮ টি, মাদারীপুর জেলায় ০১ টি, লক্ষীপুর জেলায় ২টি। অর্থাৎ ৬টি জেলায় মোট ৫৪টি ঘাট/পয়েন্ট রয়েছে। এছাড়াও সারা দেশে আরো অসংখ্য ঘাট ফেরিঘাট ও পয়েন্ট রয়েছে। বিগত সময়ে দেশে ২০০টি রুটে ৭৩৯টি নৌযান চলাচল করত। বছরে প্রায় ৯০ মিলিয়ন যাত্রী এবং ২০ মিলিয়ন টন পণ্য নৌপথে পরিবহন করা হয়। দেশে ২১টি নদীবন্দর এবং ৩৮০টি লঞ্চঘাট ও টার্মিনাল রয়েছে। নদীবন্দরগুলো হচ্ছে- ১. ঢাকা, ২. নারায়ণগঞ্জ, ৩. চাঁদপুর, ৪. বরিশাল, ৫. খুলনা, ৬. পটুয়াখালী, ৭. বাঘাবাড়ী, ৮. টঙ্গী, ৯. মাওয়া, ১০. নরসিংদী, ১১. আরিচা, ১২. নগরবাড়ী, ১৩. দৌলতদিয়া, ১৪. চরজানাজাত, ১৫. আশুগঞ্জ, ১৬. ভৈরববাজার, ১৭. ভোলা, ১৮. বরগুনা, ১৯. নওয়াপাড়া, ২০. মীরকাদিম, ২১. মেঘনাঘাট, ২২. ছাতক। ৯টি ফেরিঘাট রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে- ১. পাটুরিয়া, ২. দৌলতদিয়া. ৩. মাওয়া, ৪. চরজানাজাত, ৫. মঙ্গলমাঝি, ৬. চাঁদপুর, ৭. শরীয়তপুর, ৮. ভোলা ৯. লক্ষীপুর চাঁদপুর জেলার (মজু চৌধুরী হাট ফেরিঘাট, হরিণা ফেরিঘাট, ও আলু বাজার ফেরিঘাট)। এছাড়া বিআইডব্লিউটি এর রয়েছে ৪৭৫টি বার্জ, পন্টুন ও ফ্ল্যাট এবং ৮৬টি নৌযান; এগুলোর মধ্যে রয়েছে ৭টি ড্রেজার, ৩টি উপকূলীয় সার্ভে জাহাজ, পরিদর্শন ও সমীক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্য ১০টি লঞ্চ ও ১৯টি ওয়ার্কবোট, ২টি টাগ শিপ, ২টি উদ্ধারকারী ইউনিট, একটি প্রশিক্ষণ জাহাজ এবং ৩টি হাউজবোট। প্রায় ২০ লাখ নৌ-পরিবহন শ্রমিকরয়েছেন নৌ-সেক্টরে।

সমস্যা ও দাবি-দাওয়া: নৌযোগাযোগ সেক্টরে সঠিক বেতন কাঠামো কার্যকর না থাকায় (আলটিমেটাম) দিয়েছিলেন নৌযান শ্রমিকেরা। এসব দাবির মধ্যে ছিল বাংলাদেশ জাহাজি শ্রমিক ফেডারেশনের ১৪ দফা ও বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ১১ দফা। ঘোষিত ১১ দফা দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

নৌযান শ্রমিক ও কর্মচারীদের খোরাকি ভাতা ফ্রি, ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা, মাস্টার ড্রাইভারশিপ পরীক্ষায় ও ডিপিডিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সব অনিয়ম বন্ধ, কোর্স চলাকালে শ্রমিকদের ছুটি বাধ্যতামূলক, শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয়, মোবাইল কোর্টের নামে হয়রানি বন্ধ, বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি বন্ধ, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নৌশ্রমিকের মৃত্যু হলে ১২ লাখ টাকা মৃত্যুকালীন ক্ষতিপূরণ দেয়া ইত্যাদি। তাছাড়া ভারতগামী শ্রমিকদের লোকাল এজেন্টের মাধ্যমে ল্যান্ডিং পাস সার্ভিস ভিসা ও জাহাজের ফ্রিজিং ব্যবস্থা না থাকায় সুবিধা মতো স্থানে বাজার ও অন্যান্য কাজের জন্য আলাদা নৌকার ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়েছে।

আমাদের দাবি-

১. নৌকা জাহাজ পরিবেশবান্ধব বাহন। কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে ঐতিহ্যবাহী পেশাকে বাধাগ্রস্ত করা যাবেনা।

২. নৌ-শ্রমিকদের একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে মর্যাদা দিয়ে,সকল ন্যায্য অধিকার দিতে হবে।

৩. নৌকা ও নৌমোটরজানকে পরিবেশবান্ধব বাহন হিসাবে মর্যাদা দিয়ে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. নৌকা ও জাহাজের নিরাপদ বাধাহীন চলাচলের জন্য পরিকল্পনায় অবশ্যই নৌরুট বৃদ্ধি ও নাব্যতা রক্ষার চিন্তা রাখতে হবে। আসুন ডি-ফরম পূরণ করি, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করি নৌশ্রমিক শাখা কমিটি গঠন করি, শ্রমিক-মেহনতি জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে সংঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হই। উপরোক্ত ক্ষেত্র ও নৌজানকেন্দ্রিক সকল ন্যায্য দাবি আদায়ে ইসলামি শ্রমনীতির দাওয়াতি বলয় সৃষ্টিতে আমাদেরকে দক্ষ যোগ্য জনবল বন্টন করে শ্রমিক অধিকার আদায়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সস্তা শ্লোগানের মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান কখনও হয়নি, সম্ভবও না। এ জন্যে প্রয়োজন এক অনুগত, আদর্শবাদী ও ত্যাগী কর্মী বাহিনীর। সঠিক কর্মসূচি ছাড়া শুধু নিবেদিত কর্মী বাহিনী দ্বারাই অধিকার আদায় সম্ভব নয়।

আমাদের আলটিমেট দাওয়াত: জীবনের সকল দিক ও বিভাগে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মানা ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে চলা ব্যতীত দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে নাজাত সম্ভব নয়। তাই-

ক) আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ (হুকুমকর্তা) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিন।

খ) খাঁটি মোমেন হওয়ার জন্যে চিন্তা, কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করুন।

গ) নৌ-পরিবহন শ্রমিক ও সমাজের সকল স্তর থেকে অসৎ অযোগ্য ও চরিত্রহীন নেতৃত্ব পরিবর্তন করে সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন। বঞ্চিত মেহনতি মানুষের দাবি আদায় ও যাবতীয় সমস্যার সমাধান করুন।

আমাদের নিয়মিত কর্মসূচি: বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সস্তা শ্লোগানের মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান কখনও হয়নি, সম্ভবও না। এ জন্যে প্রয়োজন এক অনুগত, আদর্শবাদী ও ত্যাগী কর্মী বাহিনীর। সঠিক কর্মসূচি ছাড়া শুধু নিবেদিত কর্মী বাহিনী দ্বারাই অধিকার আদায় সম্ভব নয়। তাই নৌশ্রমিকের স্বার্থে নিম্নের কর্মসূচি :

সংগঠন: ক) নৌকার মাঝি, ঘাট কুলি, লোড আনলোড শ্রমিক, বিভিন্ন জলযান লঞ্চ জাহাজ শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে ডি-ফরম পূরণের মাধ্যমে (মুসলিম অমুসলিম নির্বেশেষে) সাধারণ সদস্য বানানো।

খ) এসব সদস্যদেরকে পর্যায়ক্রমে মানোন্নয়ন করে দায়িত্বশীল সদস্য মানে গড়ে তোলা ও ইউনিয়ন ও ইউনিট কায়েম করা।

গ) নৌ-পরিবহন শ্রমিকের মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের অবিরাম চেষ্টা চালানো।

ঘ) নৌ-শ্রমিকদের মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা ও ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তোলা।

২. ট্রেড ইউনিয়ন

ক) নৌ-শ্রমিকদের জন্যে আইনের সাহায্য সহজলভ্য করা।

খ) ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার (আইআইসিএল) এর সুপারিশ ও কনভেনশন প্রয়োগের চেষ্টা করা।

> অধিকাংশ শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে চলছে আর্তনাদ আর আহাজারি। নৌ-শ্রমিকদের পরিবারেও অর্থ খাদ্য সঙ্কটসহ দুর্ভিক্ষনিত্যসঙ্গী। অর্থ, খাদ্য সঙ্কটে যারা ভুগছেন তাদের অধিকাংশই খেটে খাওয়া নৌ-শ্রমিক সহ অন্যান্য সাধারণশ্রমিক। আগামীদিনে এই সংখ্যাটা আরো বাড়তে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় অসহায় নৌ-শ্রমিকের পাশে দাঁড়াতে হবে।

গ) জাতীয় ও পেশাজীবী ফেডারেশনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।

ঘ) অনুমোদিত ইউনিয়নগুলোর সাধারণ সদস্য বৃদ্ধি করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে সেবার মনোভাব তৈরি করা।

ঙ) ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, বাকস্বাধীনতা, সংগঠন, সমাবেশ এবং ধর্মঘটের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা।

চ) কাজের অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করা।

ছ) দ্রব্যমূল্যের সাথে মিল রেখে মজুরি/বেতন নির্ধারণ এবং ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা।

৩. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত/ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দান এবং চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা। বিশেষ করে নৌচালনার নিয়ম কানুন,অজু, গোসল, তায়াম্মুম, কোরআন ও সাধারন জ্ঞান দানের চেষ্টা।

৪. সেবা ও সংস্কার

অসহায়, রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত শ্রমিকদের সেবা ও সাহায্য দান এবং সার্বিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সকল স্তরে আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলগত ক্রমধারা:

নৌ-সেক্টরে যুক্ত সংগঠকগণ নিম্নের ক্রমধারা অনুসরণ করে চেষ্টা করতে পারি–

১ম-সুনির্দিষ্ট কার্যকর পরিকল্পনা ও মানবিক শ্রমিক সেবা,
২য়- নৌ-শ্রমিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন,
৩য়- নৌ-শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সেবা,
৪র্থ-ট্রেডের সমস্যা নিয়ে আলোচনা পরামর্শ
৫ম- সমস্যা সমাধানকল্পে শ্রমিক নিবন্ধিত করা/শ্রমিকদের ডি-ফরমের গুরুত্ব বুঝিয়ে তা পূরণ করে সঙ্ঘবদ্ধ করা,
৬ষ্ঠ- কমিটি গঠন করে শ্রমবান্ধব কাজ বন্টন করে দেয়া,
৭ম- সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন গঠনের চেষ্টা,
৮ম- কৌশলে প্রাথমিক(দাওয়াত) কার্যক্রম ও মানোন্নয়ন শুরু,
৯ম- প্রাথমিক ইউনিট কায়েম ও তহবিল/চাঁদা প্রতিষ্ঠা,
১০ম- আদর্শ দক্ষ শ্রমিক ও শ্রমিক নেতা তৈরি,
১১তম- পরিকল্পনা পর্যালোচনা রিপোর্টিং,
১২তম- চেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও দোয়া।

বিনীত আবেদন– অসহায় শ্রমিকের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের সাহায্যে মন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে:

অধিকাংশ শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে চলছে আর্তনাদ আর আহাজারি। নৌ-শ্রমিকদের পরিবারেও অর্থ খাদ্য সঙ্কটসহ দুর্ভিক্ষনিত্যসঙ্গী। অর্থ, খাদ্য সঙ্কটে যারা ভুগছেন তাদের অধিকাংশই খেটে খাওয়া নৌ-শ্রমিক সহ অন্যান্য সাধারণ শ্রমিক। আগামীদিনে এই সংখ্যাটা আরো বাড়তে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় অসহায় নৌ-শ্রমিকের পাশে দাঁড়াতে হবে। ক্ষুধার্ত, অসুস্থ, বঞ্চিত নৌ-শ্রমিকদের সেবা করতে হবে। আদায় করতে হবে বঞ্চিতদের হক। আল্লাহ বলেন, "তাদের ধন সম্পদে রয়েছে বঞ্চিত ও সাহায্য প্রার্থনাকারীর হক্ব।" (সূরা জারিয়াত ১৯)

ইসলামি শ্রমনীতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টারত সংগঠকদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে, তাঁরা রহমদিল, হৃদয়বান সমগ্রশ্রমিক তথা মানুষের জন্য স্নেহশীল, করুণাপ্রবণ এবং নিজেদের পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল ও পরস্পরের দুঃখে শোকে-বেদনা অনুভবকারী একটি সংবেদনশীল শ্রমিকসমাজ। ব্যক্তি হিসেবেও একজন মুমিন শ্রমিক হয় আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রতকী। তাই ইসলামি শ্রমনীতি বাস্তবায়নকারী ট্রেডইউনিয়ন ও মুমিন শ্রমিকদের নেতা আল্লাহর রাসূল (সা.) যার প্রশংসায় বলা হয়েছে :'বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণা হিসেবেই তোমাকে পাঠিয়েছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭) রাসুল(সা.) নিজের অনুসারীদের মধ্যেও এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশি প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'সাদাকাহ করলে কোনো মানুষের সম্পদ কমে না।' (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে কোনো কিছু ব্যয় করবে তাকে সাতশ' গুণ সওয়াব দেয়া হবে।' (মুসনাদে আহমাদ) আল্লাহ বলেন, 'আমার ঈমানদার বান্দাহদের বলে দাও, তারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে, সেই দিন আসার আগেই যেদিন কোনো কেনা বেচার সুযোগ থাকবে না, যেদিন কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না।' (সূরা ইবরাহিম ৩১) 'কু-আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা' নিজে বাঁচো অন্যকে আগুন থেকে বাঁচাও। আমরা বিশ্বাস করি মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, সকল মানুষ সমান ভাই ভাই, এক আদমের সন্তান।

আসুন আমরা কোরআনের ঐ ঘোষণার আলোকে শ্রমিকদের কাছে পেতে চেষ্টা করি, ভালোবেসে সম্মান দিতে চেষ্টা করি, 'আল্লাহর কাছে সেই বেশি সম্মানিত যে বেশি খোদাভীরু এবং হাদীসে বর্ণিত 'শ্রমিকের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার পাওনা দিয়ে দাও' আল্লাহর আয়াত সমূহকে এবং রাসূলে করিম (সা.) এর ঐ বাণীসমূহকে শ্রমিকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি, শ্রমিকের অধিকার আদায় করতে চেষ্টা করি। তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে যেতে চেষ্টা করি।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নৌ-পরিবহন শ্রমিক কর্মচারীসহ সকল শ্রমিকদের অবদানের বিষয়টি অনস্বীকার্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রেখে যাচ্ছে নৌ-পথের নৌ-শ্রমিকসহ সাধারণ সকল শ্রমিকরা। তাই আমাদের নৌ-পথের সাথে যুক্ত শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের মর্যাদা অধিকার আদায় করতে চেষ্টা করতে হবে।

পরিবেশবান্ধব ঐতিহ্যবাহী নৌ-বাহন ও নৌপথের সাথে যুক্ত শ্রমিক কর্মচারী লোড-আনলোড কুলি শ্রমিকসহ সকল শ্রমিককে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে সকলের দূরদর্শী গঠনমূলক দায়িত্বশীল ভূমিকা কামনা করি।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি,বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শ্রমিক ও শ্রমিকের অবদান

কবির আহমদ

> বিশ্বের তথা সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার উন্নয়নে শ্রমিকেরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে থাকেন। আমেরিকার হোয়াইট হাউজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বঙ্গভবন পর্যন্ত। পৃথিবীতে যেসব দর্শনীয় স্থান নির্মিত হয়েছে সেখানে শ্রমিকদের হাতের ছোঁয়া আছে।

শ্রমিক: কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে যিনি আয় রোজগারের জন্য কোন কাজ করেন তিনি শ্রমিক।

শ্রমিকের প্রকার: সাধারণত শ্রমিক ২ প্রকার। যথা: ১. প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও ২. অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক।

প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক: যে সমস্ত লোক কোন মিল কলকারখানায় কাজ করেন তারা প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। যেমন- গার্মেন্টস শ্রমিক, জুটমিলস শ্রমিক ইত্যাদি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক: যারা নিজ নিজ পেশায় দেশের সর্বত্র যে কোন জায়গায় নিজ নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। যেমন- ড্রাইভার, রিকশা চালক, কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, কার্পেন্টার শ্রমিক ইত্যাদি।

শ্রমিকের অবদান: সভ্যতার ক্রমবিকাশে শ্রমিকের অবদান অপরিহার্য। যেকোন আন্দোলন সংগ্রামে উন্নতি, অগ্রগতিতে, শিল্প বিপ্লবে শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে কয়েকটি সেক্টরের শ্রমিকের অবদান আলোচনা করা হলো:

১. সভ্যতার উন্নয়নে: বিশ্বের তথা সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার উন্নয়নে শ্রমিকেরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে থাকেন। আমেরিকার হোয়াইট হাউজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বঙ্গভবন পর্যন্ত। পৃথিবীতে যেসব দর্শনীয় স্থান নির্মিত হয়েছে সেখানে শ্রমিকদের হাতের ছোঁয়া আছে।

২. আন্দোলন সংগ্রাম ও বিপ্লব সাধনে: পৃথিবীর যেকোন আন্দোলন সংগ্রামে শ্রমিকেরা সবচাইতে বেশি ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলন: বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেয়েছি তারা সকলেই ছিল শ্রমিক। ভাষা সৈনিক সালাম, রফিক, বরকত তারা সকলেই খেটে খাওয়া মানুষ শ্রমিক ছিলেন।

৩. দেশগঠনে শ্রমিকের অবদান: পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে কোন সময়ে দেশগঠন বা স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকের অবদান সবচাইতে বেশি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকেরা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করে এই জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ও একটি স্বাধীন পতাকা উপহার দিয়েছেন। আজ থেকে সাড়ে ১৪শত বছর পূর্বে রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে মদিনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। সেই রাষ্ট্রের গোড়াপতনে রাসূল (সা.)-এর সাথে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন তারা অধিকাংশ ছিলেন শ্রমিক। যেমন- হযরত বেলাল (রা:) ও হযরত যায়িওবিন হারিস।

৪. রাষ্ট্র পরিচালনায় শ্রমিকের অবদান: রাষ্ট্রের কর্ণধার যাদের হাতে দেশের চাবিকাঠি তারা প্রতিনিয়ত যে তৎপরতা চালান যে দায়িত্ব পালন করে তার সাথে সরাসরি শ্রমিকেরা জড়িত। যেমন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী যে গাড়িতে চড়ে দেশ পরিচালনায় যাতায়াত করেন সেই গাড়িটি তৈরি করেছেন শ্রমিক নিজ হাতে। সেই গাড়ি চালিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছেন আমার একজন পরিবহন শ্রমিক ড্রাইভার।

৫. শিল্প বিপ্লবে শ্রমিকের অবদান: উন্নয়নশীল বাংলাদেশে প্রতিটি কল কারখানার চাকা ঘুরাবেই শ্রমিক তার নিজহাতে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে। যেমন স্টিল মিলগুলিতে দাউ দাউ করা আগুনে পুড়ে শ্রমিক কাজ করেন। স্টিল উৎপাদন করে বড় বড় জাহাজ নির্মাণে সহযোগিতা করছেন।

৬. খাদ্যসামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে শ্রমিকের অবদান: দেশের প্রতিটি কৃষিশ্রমিক রোদে, জলে বৃষ্টিতে ভিজে ফসল উৎপাদন করে আমাদের খাদ্যসামগ্রীর যোগান দিয়ে আমরা পরিধেয় বস্ত্র সরবরাহ করেন।

উৎপাদন করে বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। বাংলাদেশের শ্রমিকেরা বিদেশে উপার্জন করে দেশে টাকা পাঠিয়ে দেশের চাকা সচল রাখেন। সর্বোপরি শ্রমিকের অবদানের মাধ্যমে আমরা দেশ, ভাষা, স্বাধীনতা শিল্পের ক্রমবিকাশ উন্নয়ন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হচ্ছে সেই শ্রমিকেরা সমাজে সবচাইতে অসহায় অবহেলিত লাঞ্ছিত। এই শ্রমিকদেরকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে যুগে যুগে লোকেরা এমপি, মন্ত্রী হয়েছেন, দেশে বিদেশে গাড়ি বাড়ির মালিক হয়েছেন কিন্তু শ্রমিকের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই। শ্রমিকের মুখে হাসি ফুটাতে হলে শ্রমিকের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিকের অধিকার দিতে পেরেছে যেই মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন, রাসূল (সাঃ) সেই রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী ছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ), তিনি ছিলেন শ্রমিক। সেই রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ বিন হারিস তিনি ছিলেন একজন শ্রমিক।

> ❝
>
> *বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের একটি বিরাট অংশ আসে বিদেশ থেকে রফতানির মাধ্যমে এবং পাঠানো রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে। বিদেশে শ্রমিকেরা রাত দিন খেটে উৎপাদন করে বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। বাংলাদেশের শ্রমিকেরা বিদেশে উপার্জন করে দেশে টাকা পাঠিয়ে দেশের চাকা সচল রাখেন। সর্বোপরি শ্রমিকের অবদানের মাধ্যমে আমরা দেশ, ভাষা, স্বাধীনতা শিল্পের ক্রমবিকাশ উন্নয়ন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে।*
>
> ❞

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করা হলো:

১. ***দেশ পরিচালনায় অংশীদারিত্ব :*** শ্রমিকেরা যেহেতু দেশ গঠন ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাই শ্রমিকদের মন্ত্রিত্বে প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। কমপক্ষে তিনজন মন্ত্রী শ্রমিকদেরকে নিতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই কমপক্ষে ২০ এমপির কোটা শ্রমিকদের থেকে থাকতে হবে।

২. ***সামাজিক মর্যাদা:*** আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ১লা মে। এই দিবসে বঙ্গভবনে শ্রমিকদের দাওয়াত থাকতে হবে এবং দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের জন্য ভোজসভা ও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক ভাবে শ্রমিকদের মর্যাদা দিতে হবে।

৩. ***অবসরভাতা:*** প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদেরকে সরকারি কর্মচারীদের মত অবসর ভাতা ব্যবস্থা করতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদেরকে তাদের লাইসেন্সের আলোকে ড্রাইভার, কার্পেন্টার ও নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে কল্যাণ দফতরের ব্যবস্থা করে অবসর সময়ে এই শ্রমিকদেরকে অবসর ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে।

৪. ***চিকিৎসাসেবা:*** শ্রমিকদের চিকিৎসাসেবার জন্য সরকারিভাবে জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে। যাতে বিনামূল্যে বা কম খরচে শ্রমিকেরা ও শ্রমিকদের পরিবার চিকিৎসাসেবা নিতে পারে।

৫. ***শিক্ষার সুযোগ:*** শ্রমিকদের সন্তানের লেখাপড়ার জন্য এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে যাতে শ্রমিকদের সন্তানের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করতে পারে।

৬. ***লাইফ ইন্স্যুরেন্স:*** পরিবহন শ্রমিকসহ যে সকল শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন তাদের জন্য সরকারিভাবে এককালীন কমপক্ষে দশ লক্ষ টাকা শ্রমিক পরিবারকে সহযোগিতা দিতে হবে।

৭. ***রফতানি বাণিজ্যে শ্রমিকের অবদান:*** বাংলাদেশ বিশ্বের বাজারে যে সমস্ত উৎপাদিত পণ্য রফতানি করে তার সবটুকু উৎপাদন করেন আমার খেটে খাওয়া শ্রমিক। যেমন গার্মেন্টস, পাটকল, সাবজি, ওষুধ ইত্যাদি।

৮. ***বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শ্রমিকের অবদান:*** বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের একটি বিরাট অংশ আসে বিদেশ থেকে রফতানির মাধ্যমে এবং পাঠানো রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে। বিদেশে শ্রমিকেরা রাত দিন খেটে

উপসংহার: সকল শ্রেণী-পেশার শ্রমিকদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং সামাজিকভাবে আর দশটি পেশার মত সম্মানে ও মূল্যায়ন করতে হবে। যাতে করে শ্রমিকেরা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে আরো বেশি আগ্রহী হয় এবং তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হয়।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)

ড. মোঃ জিয়াউল হক

আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম উপহার হলেন বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি শারীরিক গঠন কাঠামোর দিক দিয়েও ছিলেন যেমন নজিরবিহীন। তাঁর মত অঙ্গ সৌষ্ঠবের অধিকারী এত সুন্দর আর কেউ ছিল না; কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। তেমনি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অনুপম চরিত্রমাধুর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। চারিত্রিক সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন সমস্ত সৃষ্টির সেরা।

ভূমিকা : আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম উপহার হলেন বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি শারীরিক গঠন কাঠামোর দিক দিয়েও ছিলেন যেমন নজিরবিহীন। তাঁর মত অঙ্গ সৌষ্ঠবের অধিকারী এত সুন্দর আর কেউ ছিল না; কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। তেমনি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অনুপম চরিত্রমাধুর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। চারিত্রিক সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন সমস্ত সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেছেন: "নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা আল কলম-৪) কল্পনাবিলাসী কবিরাও তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, 'খোদার পরে তুমিই শ্রেষ্ঠ, সংক্ষেপে মোরা এই তো জানি।'তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ মানুষ। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য অনুপম আদর্শ। তাঁর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা ও শান্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা-আল-আহযাব, ২১) এই আদর্শ অবলম্বনেই রয়েছে ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি। আর বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন: 'আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক হিসেবে।' মহানবী (সা.) শুধু মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তায়ালা বলেন: অর্থ: "নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ।" (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

তিনি ছিলেন অতীত, বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের এক মাত্র পথপ্রদর্শক ও শান্তির বাহক। স্থান, কাল, পাত্র, গোত্র, বর্ণ কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কেমন; এটা শুধু তাঁকে দিয়েই মূল্যায়ন করা সম্ভব। তাঁর সম্পর্কে বিশ্বের মহাজ্ঞানীরা যে মন্তব্য করেছেন তা আরও বিস্ময়কর। আমেরিকার খ্রিষ্টান পন্ডিত MVH-Heart ১৯৭৮ সালে তার রচিত "The Hundred Ranking of the most influential Person in the history." বইতে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে। তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন: "He was the only succesful on both the relegion and secular levels." এতে তার অনেক ভক্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে পাগল বলেন। তখন তিনি তাদের প্রতি উত্তরে বলেন 'প্রিয় বন্ধুরা আমি পাগল হইনি; যার নাম সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি সমগ্র পৃথিবী তার জন্য পাগল হয়েছে।'

বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে হানাহানি, রাহাজানি, ধর্ষণ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড যে হারে বিস্তার লাভ করছে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় হলো তাঁর প্রদর্শিত পথে চলা। তাঁর এই মহান অনুপম পূর্ণাঙ্গ সত্তার সান্নিধ্যে এসেই গোত্রে-গোত্রে, বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে-জাতিতে, শ্রেণিতে-শ্রেণিতে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত পৃথিবী এক কালে ঐক্য ও শান্তির সন্ধান পেয়েছিল। কায়েম হয়েছিল প্রেম প্রীতিময়, সাম্য-সৌহার্দ্য ও এক অনাবিল শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা। বর্তমানেও শান্তির সন্ধান করতে হলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন এবং রান্নাঘর থেকে সংসদ ও সর্বোচ্চ অদালত পর্যন্ত সবকিছুতেই তার প্রদর্শিত পথের সন্ধান করতে হবে।

শান্তির অগ্রদূত হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.): মহানবী (সা.)-এর সুরভিত জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের জন্য অনুসরণীয়। বিশেষ করে তাঁর স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণ, কথা-বার্তা, হুকুম আহকাম। এগুলো অনুসরণ করলে শুধু শান্তি ও সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে তা নয়। বরং আল্লাহর কাছে তার উত্তম প্রতিদানে ধন্য হওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূরা-আহযাব, ২১) প্রকৃত পক্ষে তিনিই মানুষকে সঠিক ও সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন। এর সার্টিফিকেট স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন:

”

মহানবী (সা.)-এর সুরভিত জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের জন্য অনুসরণীয়। বিশেষ করে তাঁর স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণ, কথা-বার্তা, হুকুম আহকাম। এগুলো অনুসরণ করলে শুধু শান্তি ও সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে তা নয়। বরং আল্লাহর কাছে তার উত্তম প্রতিদানে ধন্য হওয়া যাবে।

”

"আপনি তো অবশ্যই সরল পথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা আশ-শূরা-৫২) আবার আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: "হে রাসূল (সা.)! আপনি তাদের বলে দিন তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালো বাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান-৩১) আর রাসূল (সা.) এর অনুসরণ করতে হলে অবশ্যই নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। নৈতিক চরিত্র মুক্ত হলে মানবজাতির কোন নূর থাকে না এবং থাকে না আল্লাহর রহমত। মহানবী (সা.) বলেছেন 'আমি তো প্রেরিত হয়েছি অনুপম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য।' চরিত্রই মানুষের সকল কিছুর মূল। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে,

When Mony is lost nathing lost
When Health is lost some thing lost
When charecter is lost every thing lost

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন: 'সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন সে ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।' চরিত্রহীন ব্যক্তির নিকট কোন কিছুই নিরাপদ নয়। তাই রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম চরিত্রহীন বর্বর আরব জাতিকে চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে যে জাতির লোকেরা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করতো যারা সৎমাকে বিবাহ করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না পরবর্তীতে তরাই উত্তম চরিত্রের হিফাজতকারীতে পরিণত হয়েছিল। তিনি এমন নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছিলেন যার ফলে সমাজে এমন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে একজন মহিলা সানা থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত একাকী গমন করতো অথচ তার কোন ভয় ছিল না শুধু মাত্র আল্লাহকে ছাড়া। সমাজে এমন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো যেখানে মানুষ অন্যায় করতেই ভুলে গেল। আর কেউ অন্যায় করলেও নিজে থেকেই তা স্বীকার করে রাসূল (সা.) এর নিকট এসে শাস্তির বিধান চাইত। ফলে পুলিশ, আর্মি, বিজিবি, র‍্যাব, কোবরা, চিতাহীন সমাজে যারা ভক্ষক ছিল তারাই রক্ষকে পরিণত হলো এবং ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমাজে শান্তির অমিয় ধারা প্রবাহিত হলো। প্রকৃত অর্থে রাসূল (সা.) সকলের জন্য পথপ্রদর্শক ও শান্তির অগ্রদূত। রাসূল (সা.) আমাদের শান্তির অগ্রদূত তা-বুঝার সুবিধার্থে এবং প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত করার জন্য তার জীবন চরিতকে নিম্নোক্ত সাতটি ভাগে ভাগ করা হলো।

১. ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা
২. পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা
৩. সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা
৪. অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা
৫. শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান
৬. রাজনৈতিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা
৭. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা

১. ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা : রাসূল (সা:) এর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল অত্যন্ত নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র। সকল মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর সমাহার ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁর এই গুণের কারণে অসভ্য বর্বর আবর জাতির মনের আদালতে এমনই বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে তিনিই প্রথম 'আল-আমিন' উপাধি লাভ করেন। অথচ তখনও তিনি নবী হননি। অতি সাধারণ মানুষ বেশেই সকল মানুষের হৃদয়ের মনি কোঠায় বিশুদ্ধতা ও আস্থার পূর্ণস্থান দখল করে নিয়েছেন। চরম শত্রুও তাঁর কাছে তাদের মূল্যবান সম্পদ আমানত রাখত সংকোচহীনভাবে। তিনি সেগুলো হেফাজত করতেন পূর্ণ আস্থার সাথে। এ কথা সত্য যে, তিনি যদি নবী নাও হতেন তাহলেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে শান্তির অগ্রদূত হতেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এত ক্ষমাপরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ছিলেন যে সর্বদা অন্যের কল্যাণে নিজের কষ্ট স্বীকার করতেন। যাদের কল্যাণে তিনি কষ্ট স্বীকার করতেন তারাই তাকে গালি-গালাজ করত, রাস্তায় কাঁটা দিত, তার উপর পাথর মেরে খুন ঝরাত, তাঁকে গৃহ হারা ও দেশত্যাগে বাধ্য করত। তারপরেও তিনি তাদের জন্য বদ দোয়া করতেন না এবং তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত থাকতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ স্বভাবের ছিলেন। যা মানুষের জন্য খুবই অনুসরণীয়। যেমন তিনি বলেন, 'দশটি কাজ স্বভাব ধর্মের অন্তর্গত : গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্ওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙুলের গ্রন্থি ধৌত করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের লোম মুন্ডন করা এবং পানি কম খরচ করা। তিনি মানুষকে এমন অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনকে নির্মলভাবে গঠন করতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যা পৃথিবীতে অন্য কেউ দেয় নাই। তিনি অপ্রয়োজনে গাছের পাতাও ছিঁড়তে বারণ করেছেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর যৌবনকালে "হিলফুল ফুজুল" গঠন করে অবিস্মরণীয় হয়েছেন।

২. পারিবারিক জীবনে পথ প্রদর্শক: পরিবার রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। আর আদর্শ পরিবার সুন্দর-সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। এই পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.) অনুপম আদর্শের প্রতীক। পারিবারিক জীবনে তিনি পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বৃদ্ধ, ছোট-বড় সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এমনকি পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের অধিকারও নিশ্চিত করেছেন এবং পারিবারিক কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করেছেন। এমনকি চাঁদনীরাতে মা আয়েশা (রা:) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করতেন। তিনি আয়েশা (রা.) কে বলেন তোমরা দিনের আলোতে এবং রাতের অন্ধকারে আমার মধ্যে যা দেখ তা মানুষের নিকট প্রকাশ কর। মা আয়েশা (রা.)কে রাসূল (সা.) এর জীবনচরিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে বলেন: আল-কুরআন হলো তাঁর জীবন চরিত। পারিবারিক জীবনে তিনি যে শান্তির মডেল স্থাপন করেছেন তা সকলের জন্য অনুসরণীয়।

৩. সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা : পৃথিবীর আদি মানুষ হযরত আদম (আ:) হতে সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রাথমিক যুগ থেকে মানবসমাজের ক্রমবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিশ্ব ব্যাপী প্রসার ঘটে। নানা ধরনের জাগতিক মোহ ও শয়তানের কু-মন্ত্রণায়, গোত্র, সম্প্রদায়ভেদে নিজেদের মধ্যে বিভেদ এবং পরস্পর শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা

”

রাসূল (সা:) এর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল অত্যন্ত নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র। সকল মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর সমাহার ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁর এই গুণের কারণে অসভ্য বর্বর আবর জাতির মনের আদালতে এমনই বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনিই প্রথম 'আল-আমিন' উপাধি লাভ করেন। অথচ তখনও তিনি নবী হননি।

”

বলেন: "মানবজাতি একই সমাজভুক্ত ছিল, অতঃপর তারা বিভেদ সৃষ্টি করল।" (সূরা-ইউনুস : ১৯) আর রাসূল (সা.) এর আগমনের প্রাক্কালে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল চরম বিপর্যয় ও ঝুঁকি পূর্ণ। সামাজিক অনাচার পাপ পঙ্কিলতা এত চরমে পৌছে ছিল যে তারা সব সময় মদ, যুদ্ধ আর নারী নিয়ে ব্যস্ত থাকত। এমনকি তারা পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করতে কুন্ঠাবোধ করতো না। এমন বিপর্যয় পূর্ণ অবস্থায় ওহিবিহীন জিন্দেগির ৪০টি বছর সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্মসূচির উদ্যোগ নিয়ে সমাজে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ফলে নৈতিকতার চরম বিপর্যয়ের সে যুগেও উদভ্রান্ত মানুষগুলোর ইস্পাত কঠিন হৃদয়কে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সামাজিক সকল অনৈক্য ভুলে একই সূত্রে আবদ্ধ হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হও না।" (সূরা আলে ইমরান-১০৩) শুধু তাই নয় আল কুরআনে এবং আল হাদিসে মুসলমানদেরকে পরস্পর ভাই ভাই বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) বলেছেন: 'সে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয় যার মুখ ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে না।' তিনি আরও ঘোষণা করেছেন: 'যে ব্যক্তির বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের স্নেহ করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।' (সুনানু আবু দাউদ) তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন : 'প্রত্যেক মুসলমানের ধন সম্পদ, জান ও ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র আমানত হিসেবে জানবে।' তিনি আরবের সেই জাহেলি সমাজকে সোনালি সমাজে পরিণত করেছিলেন কাউকে আহবান করে, কাউকে সতর্ক করে, আবার কাউকে ভালোবেসে কাছে টেনে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায় বিচার দারুণভাবে উপেক্ষিত। মানুষের রচিত মনগড়া মতবাদের যাঁতাকলে মানবতা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এ থেকে বাঁচতে হলে রাসূল (সা.) এর অনবদ্য জীবনের এক বিশাল সমুদ্রে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে। কারণ একদা এখান থেকে পৃথিবীর পথ হারা, অচেতন, অর্ধ-চেতন, পিপাসার্ত মানুষগুলো পেয়েছিল পথের দিশা ও শান্তির সমীরণ।

৪. অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা : ইসলামপূর্ব আরববাসীরা অন্যায় ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করত। তারা লুন্ঠন, রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, দুর্নীতি ইত্যাদি হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন করত। সুদ ছিল অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার। আর রাসূল (সা.) এগুলো সবকিছু হারাম ঘোষণা করেন। তিনি সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বাতিল করে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করেন। তিনি সম্পদের মালিকানাকে সুরক্ষার ঘোষণা দিয়েছেন। সম্পদ যাতে কোথাও কুক্ষিগত না হয় সে লক্ষ্যে অর্থলগ্নিকে উৎসাহিত করেছেন। সম্পদ অপচয় ও অপব্যয় করাকে নিষিদ্ধ করেছেন যদিও তা নিজের হয়। তিনি সুদ এবং মজুদদারিকে হারাম ঘোষণা করেছেন, যাতে সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছুলোকের হাতে কুক্ষিগত না হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "যাতে সম্পদ তোমাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।" (সূরা আল হাশর : ৭) মহানবী (সা.) বলেছেন: 'সাদাকা হলো দলিল'। তিনি গ্রাম ও শহরের যাকাত দাতাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে; প্রথমে গ্রামের গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে জমা করতেন। রাসূল (সা.)- এর প্রণীত অর্থনীতির প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়েছিল। ফলে খলিফা হযরত ওমর (রা.) খিলাফতের সময় যাকাত দেয়ার জন্য পথে-পথে ঘুরেও যাকাত গ্রহণ করার মত কোন লোক পাওয়া যেত না। অথচ এক সময় সে সমাজেই মানুষ না খেয়ে মারা যেত। তাই এ কথা বলতেই হয় অর্থনৈতিক মুক্তিতে রাসূল (সা.) একমাত্র পথপ্রদর্শক ও শান্তির প্রবর্তক।

৫. শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান : ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে Education is the bacbone of a nation। শিক্ষা ছাড়া কোন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাসুল (সা.) যে পথ দেখিছেন ইতিহাসের পাতায় তা বিরল। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ'। (বায়হাকি) আবার এ জ্ঞানার্জনের জন্য উত্তম প্রতিদানের কথাও বলেছেন। তাঁর উপর প্রথম যে ওহি নাযিল হয়েছিল তাও ছিল- "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল আলাক : ১) তিনি ছিলেন জ্ঞানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাই তিনি বলেছেন 'আলেমগণ নবীদের উত্তরসূরি'। অপর দিকে পবিত্র কুরআন মজিদে ইলম তথা জ্ঞান শব্দটি এসেছে ৬২৪ বার। রাসূল (সা.) এমন সব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতিকে অব্যাহত রাখার গ্যারান্টি প্রদান করেছে। কারণ এতে সকলের অধিকার রয়েছে, ইহা কারো জন্য নির্দিষ্ট ও সীমিত নয়। এর ব্যাপকতার জন্য রাসূল (সা.) বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে শিক্ষার বিনিময় মুক্ত করে দেন। তাঁর জামানায় রাষ্ট্রীয় ভাবে লেখার কাজে ৫০ জন লেখক নিয়োজিত ছিল। মহানবী (সা.) এর হিজরতের পর মসজিদে নববীকেন্দ্রিক "সুফফা" প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পৃথিবীর ইতিহাসে নজির স্থাপন করেছেন। তাঁর এ দীক্ষা মুসলমানেরা নিতে ব্যর্থ হলেও ইহুদিরা সফলতা লাভ করেছে। কারণ বর্তমানে পৃথিবীতে ১৩৫ কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ৪৫ হাজার বিজ্ঞানী-বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত। অথচ ৪৫ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলে ৩৫ হাজার বিজ্ঞানী-বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় আমাদেরকে রাসূল (সা.) কে পথপ্রদর্শক হিসেবে অনুসরণ করা।

৬. রাজনৈতিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা : যে জাতির রাজনৈতিক দর্শন ছিল Might is Right সে সমাজে শান্তি বলতে কোন কিছুই ছিল না। সে সময় রাসূল (সা.) ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করে আমাদেরকে শান্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁর বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। বাদ-বিসম্বাদকারীদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক বিচার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: "মানুষের মাঝে যখন বিচার করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে।" (সূরা আন নিসা,

> রাসূল (সা:) এর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল অত্যন্ত নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র। সকল মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর সমাহার ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁর এই গুণের কারণে অসভ্য বর্বর আরব জাতির মনের আদালতে এমনই বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনিই প্রথম 'আল-আমিন' উপাধি লাভ করেন। অথচ তখনও তিনি নবী হননি।

৫৮) মদিনা নামক মডেল রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা বিধান মতে তাদের মধ্যে বিচার করুন।" (সূরা আল মায়িদাহ : ৪৮) তাঁর বিচারব্যবস্থায় ছিল না কোন দলীয়করণ, আত্মীয় প্রীতি, স্বজনপ্রীতি। তিনি ছিলেন সকল মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে। একদা এক মহিলাকে চুরির দায়ে হাত কাটার নির্দেশ দিলে, মহিলার বংশ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে কিছু সাহাবি হাত না কাটার সুপারিশ করেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা জেনে রাখ আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি আজ চুরি করত তাহলে তার হাতও কেটে ফেলতাম।' তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও ছিলেন ন্যায়বিচারক। তিনি তাঁর রাষ্ট্রের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতেন। শুধু তাই নয় তাদের দেব-দেবীদের গালি দিতে বা কটাক্ষ করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি সব সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। রাতের আঁধারে ঘুরে ঘুরে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। ইসলামে জিহাদের অনুমতি রয়েছে; এমনকি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফরজ বলেও ঘোষণা করেছে। তবে তা আক্রমণাত্মক নয় বরং আত্ম রক্ষামূলক। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে আল্লাহর পথে তাদের সাথে তোমরা লড়াই কর তবে সীমা লংঘন করো না।" (সূরা বাকারাহ, ১৯০) মহানবী (সা.) এর ২৪ বছরের নবুয়তি জিন্দেগিতে ৬৫টি যুদ্ধ করেছেন। সরাসরি ২৭টি যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এসকল যুদ্ধ ছিল মানবতার মুক্তির জন্য। তায়েফের ময়দানসহ শত শত ঘটনা তাঁর জীবনে খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের কঠিন মুহূর্ত হলো যুদ্ধক্ষেত্র। অথচ সেখানেও তিনি ছিলেন মানবতার কল্যাণে মগ্ন। হিংসা বিদ্বেষ কোন কিছুই তাঁকে উত্তেজিত করতে পারেনি। আধিপত্য বিস্তার, রাজ্য দখল তাঁর মূলনীতি ছিল না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবতার মুক্তি ছিল তা মূল লক্ষ্য। সেনাবাহিনীর প্রতি তার নির্দেশ ছিল, যে "কোন বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করবে না। গণিমতের মাল আত্মসাৎ করবে না।" মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নির্দেশ দেন, আহত ব্যক্তির উপর হামলা চালাবে না। পলায়নরত ব্যক্তির পিছু ছুটবে না, যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে তাকে কিছু বলবে না।" তিনি আরও বলেন "সন্ন্যাসীদের কষ্ট দিবে না এবং তাদের উপাসনালয় ভাঙবে না, ফলের বাগান, গাছ ও ফসল নষ্ট করবে না। বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সবকটি যুদ্ধে তাঁর মোকাবিলায় ১৫ হাজারের বেশি লোক আসে নাই। তাঁর মধ্যেই ৭৫৯ জনের বেশি হতাহতও হয়নি। আরবের ন্যায় মরুভূমির বুকে মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে চরম উচ্ছৃঙ্খল, হিংসুটে, দাঙ্গাবাজ, মানুষখেকো গোত্র ও ব্যক্তিবর্গকে একটি নৈতিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। তাই আলেকজান্ডার পাওয়েল বলেন: 'কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ের পর মুসলমানগণ যে পরিমাণে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন তা খ্রিষ্টান জাতিসমূহকে লজ্জিত করে।' সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অতুলনীয়।

৭. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা : মহানবী (সা.) এর আন্তর্জাতিক নীতির মূল কথা ছিল বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্বই সারা বিশ্বের মানুষকে একই সুতায় গ্রোথিত করতে সক্ষম। ভাষাগত, বর্ণগত, পেশাগত ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে তা মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ। সকল মানুষই এক সম্প্রদায়ভুক্ত। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে পার্থক্য করা অযৌক্তিক। কেননা একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। ঐক্যের এ মূলনীতির ভিত্তিতে মহানবী (সা.) পারস্পরিক সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে শতধা বিভক্ত আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছেন: 'হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সমাজ ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি। যেন তোমরা পৃথক ভাবে পরিচিতি লাভ করতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যে তাকওয়ার দিক থেকে অধিক।" সুতরাং অনারবের উপর আরবের, কালোর উপর সাদার কোন প্রাধান্য নেই। (সহীহ আল-বুখারী-১৭৪২)। তিনি আরও বলেছেন: 'সমগ্র মানবজাতি এক আদমের সন্তান, আর আদমের প্রকৃত পরিচয় তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন থেকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সকল দাবি, রক্ত ও ধন-সম্পদের সকল দাবি এবং সকল প্রতিশোধস্পৃহা আমার পায়ের নিচে পদদলিত হলো। এ হলো তাঁর আন্তর্জাতিক নীতি। এ নীতিই পারে আন্তর্জাতিক বিশ্বে শান্তি দিতে।

উপসংহার : আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মানবরচিত মতবাদের ব্যর্থতা সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো মহানবী (সা.) মানুষের যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছেন তা নিশ্চিত করা। তাঁর অনুসারীরা তাঁর এ আদর্শকে ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন করে একটি সোনালি সমাজের ভিত নির্মাণ করেছেন। বহু শতাব্দী অতীত হয়ে যাওয়ার পরেও আজকের সমাজে শান্তি যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবদান। তাই আজকে প্রয়োজন তাঁকে আমাদের পথপ্রদর্শক ও শান্তির অগ্রদূত হিসেবে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়া। পরিশেষে জর্জ বার্নার্ড শ'র Getting Married গ্রন্থে লিখিত উক্তি দিয়ে প্রবন্ধ সমাপ্ত করতে চাই। তিনি বলেছেন, 'যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদ সম্পন্ন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোন নায়কের শাসনাধীনে আনীত হতো তা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)ই সুযোগ্য নেতা রূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।' অতএব বিনা দ্বিধায় আমরা বলতে পারি যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের একমাত্র শান্তির অগ্রদূত।

লেখক : প্রভাষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সেক্রেটারি, জাতীয় চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা

বরই গাছের নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত আমাদের প্রিয় ভাই অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী

আব্দুল ওয়াদুদ সরদার

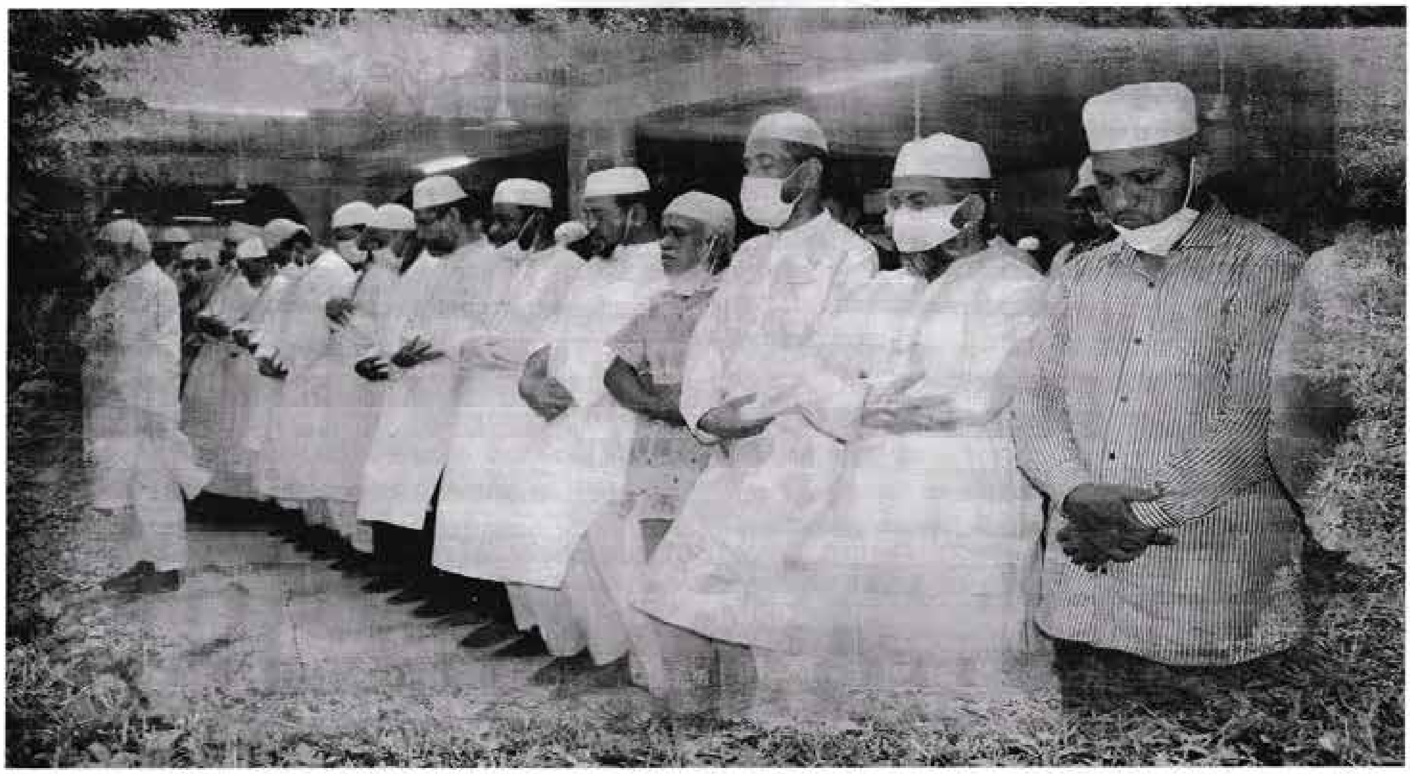

১৯৭০ সাল, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলে আসা-যাওয়া ও খেলাধুলার মাধ্যমে আমার দিন অতিবাহিত হতে থাকে। তখনো চিনি না আনসার আলী ভাইকে, কোথায় তার বাড়ি, কী তার পরিচয়? খুলনা বিভাগের একজন প্রখ্যাত পীরে কামেল ছিলেন, নাম তার খানা আব্দুল মজিদ শাহ। তিনি বাংলার ওস্তাদে আযম মরহুম মাওলানা এ কে এম ইউসুফ সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুলনা বিভাগব্যাপী পীরসাহেবের ছিল অসংখ্য মুরিদ-ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ। অত্র এলাকাব্যাপী গড়ে তুলেছিলেন তিনি অনেক মসজিদ, মাদরাসা, পাঠাগার ও এতিমখানা। যার মাধ্যমে এসব এলাকায় মানুষের মাঝে দ্বীন ইসলামকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানুষের স্মৃতিপটে উপস্থাপনের জন্য আজীবন চেষ্টা-সাধনা করে গেছেন। তিনি তার মুরিদ, ভক্ত, অনুরক্তদের কোন কথা বললে তারা সেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মেনে চলতেন। দ্বীনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ছুটে যেতেন তার কাছে। কারো কোন ছেলে-মেয়ে বিবাহের পূর্বে বেশিরভাগ মানুষ যেতেন দোয়া নিতে। আমরা তাকে দাদা হুজুর বলতাম। তার পিতা মোহাম্মদ আলী শাহ ইরান থেকে বাংলায় এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। তার এ অনুপস্থিতিতে দ্বীনের মহান খেদমত করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ্য সন্তান আব্দুল্লাহ আল বুখারী শাহ। আমরা তাকে মোবারকবাদ জানাই ও তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। ঐ সময় পীরসাহেব খাজা আব্দুল মজিদ শাহ আমাদের এলাকায় এসে মুরিদ, ভক্ত অনুরক্তদের বলে গেলেন অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী আমার মনোনীত জাতীয় সংসদ সদস্য প্রদপ্রার্থী। আপনারা সকলে মিলে তার জন্য কাজ করবেন, ভোট দেবেন। অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী তখন সদ্য আইন পাস করে বের হওয়া উদ্দীপ্ত যুবক। তালা-কলারোয়া-ডুমুরিয়া আসনে ১৯৭০ সালে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেলেন। তখন মনের ভিতর একটা আকুতি ও বিহ্বলতা কাজ করতে লাগলো, পীরসাহেব দাদা হুজুর বলেছেন, আনসার আলী সাহেব হুজুরের প্রার্থী, তার পক্ষে মিছিল করতে হবে। সেদিন ছিল শনিবার, সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম শামসুরকে সাথে নিয়ে। সে (শামসুর) বিশেষ করে আমার খেলার সাথী, খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। তার

এ দুষ্টুমি আমার মোটেও ভালো লাগতো না। নিষেধ করলেও শুনতো না। তাকে সাথে নিয়ে পাশের গ্রামে মরহুম শাহাদাত শেখের দোকানের মোড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম, কিছু লোক দোকানের সামনে জটলা করছে। শওকত সরদার নামে আমার এক চাচাতো ভাই নিজ উদ্যোগে একটি মাইক ভাড়া করে নিয়ে এসেছেন। বানিয়াখালি হাটে মিছিল বের হবে। প্রচার করতে হবে ইউনিয়নের সকল গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়। আমরা দু'বন্ধু ও চাচাতো ভাই শওকত ভাইয়ের সাথে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। ইতোমধ্যে মাইক সেট করার কাজ শেষ, এখনই প্রচার করার পালা। এরই মধ্যে তৎকালীন সময়ের একজন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, বিশাল দেহের অধিকারী, ৬ ফুটেরও অধিক লম্বা, দেখতে পাহাড়ের মত মনে হতো, নাম তার মোফাজ্জেল শেখ। তৎকালীন সময়ে এলাকার প্রভাবশালী মুসলিম ও হিন্দুরা বেশিরভাগ লোক মুসলিম লীগ করত। তিনি এসে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, এ মাইক কেন? কে নিয়ে এসেছে? কেউ কিছু বলছে না দেখে আমি বললাম, গতকাল নওয়াপাড়া পীরসাহেব দাদা হুজুর অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলীকে ভোট দেয়ার জন্য বলে গেছেন, তাই শওকত ভাই মাইক নিয়ে এসেছেন। বিকালে বানিয়াখালি হাটে মিছিল বের হবে, প্রচার করতে হবে। পীরসাহেবের কথা শুনে তিনি যেন চুপসে গেলেন, বললেন, শওকত কোথায়। তিনি মেম্বার সাহেবকে দেখার আগেই দোকানের ভেতরে গিয়েছিলেন কী কাজে। তিনি স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই মাইক নিয়ে এসেছিস কেন? কে বলেছে? বলতে বলতে বেশ লোকের ভিড় হয়ে গেল। সকলেই বললেন, পীরসাহেব গতকাল বলে গেছেন, তাই এ ব্যবস্থা। মেম্বার সাহেব বললেন, তো মাইকে কি প্রচার করবে, একটু ট্রায়াল দাও তো শুনি! তখন শওকত ভাই স্লোগানের ভাষাগুলো তিনবার বললেন। কিছুটা বাধা বাধা অবস্থায় তিনবার ট্রায়াল দিলেন। এরপর আরো দুয়েকজন বলার চেষ্টা করলেন। তারা কিছু পারলো, কিছু পারলো না। তখন আমি উশখুশ করতে লাগলাম দেখে মেম্বার সাহেব বললেন, আব্দুল ওয়াদুদ উশখুশ করছে, তাকে দাও তো, সে কেমন বলে? মাইক্রোফোন পাওয়ার পর সকলকে সালাম জানিয়ে বললাম-'ভাইসব ভাইসব আজ বিকাল চার ঘটিকায় বানিয়াখালি হাটে অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ভাইয়ের নির্বাচনী প্রচারণা মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা সকলে দলে দলে উক্ত প্রচারণা মিছিলে যোগদান করে দোজাহানের অশেষ নেকি হাসিল করুন। সাথে সাথে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন- নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার, দ্বীন ইসলামের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো, নোওয়াপাড়া পীরসাহেবের কথাতে ভোট দিবো আনসার আলী ভাইকে। নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার। স্লোগান শেষ করতেই মোফাজ্জল শেখসহ সকলেই বললেন, আব্দুল ওয়াদুদের সব থেকে ভালো হয়েছে, সেই স্লোগান দিবে, তবে সে ছোট মানুষ তোমরাও তার সাথে থাকবে। সাইকেলের পিছনের ক্যারিয়ারে ব্যাটারি ও সামনের হ্যান্ডেলে মাইকের হর্ন বেঁধে ইউনিয়নের সকল গ্রাম, পাড়া, মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে ঘুরে মিছিলের জন্য হেঁটে হেঁটে প্রচার করলাম। বিকাল তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে বানিয়াখালি হাটে এসে তিনটা পাউরুটি ও টিউবওয়েলের পানি সকলে মিলে খুব তৃপ্তির সাথে পেটপুরে খেয়ে নিলাম। সে যে কি আনন্দ ও তৃপ্তি, সত্যিই বোঝা দায়, শুধু অনুধাবন করা যায়। ইতোমধ্যে চারদিক থেকে মানুষ দলে দলে আসতে শুরু করলো। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। তখন আমাদের মিছিলের প্রস্তুতি দেখে আওয়ামী লীগও মিছিল বের করলো প্রথম দিকে আমাদের মিছিলে কিছু লোক কম দেখে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে মিছিলে যোগ দেওয়ায় হাটে লোক আর ধরতে লাগলো না, অবস্থা বেগতিক দেখে আওয়ামী লীগ মিছিল শেষ করে চলে গেল। আমরা পরবর্তীতে দেখতে পেলাম, হিন্দুধর্মাবলম্বীসহ অনেকেই আমাদের মিছিলে সেদিন যোগ দিয়েছিল। আমার জীবনের রাজনৈতিক মহড়ায় এটি প্রথম ও একটি অভূতপূর্ব ঘটনা, যা আজও স্মৃতিপটে দোলা দিতে থাকে।

১৯৭০ সালের এ নির্বাচনে অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ভাই ডুমুরিয়ায় অন্তত ২৪-২৬টি কেন্দ্রে জয়লাভ করলেও মুসলিম লীগের খান এ সবুর নির্বাচনের দিন শেষের দিকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর পরেও খুলনা বিভাগের ৩টি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বলে পত্রিকায় ঘোষণা আসে এভাবে– 'খুলনায় ৩টি আসনে মরা বাঘের বিজয় অর্জন'। মাঝখানে অনেকদিন পর মরহুম অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ভাইয়ের সাথে আমার মগবাজারে দেখা হয়। তখন আমি পুরান ঢাকার কোতোয়ালি থানার ৩৩নং ওয়ার্ড সভাপতি, কর্মস্থল হিসেবে জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা। একদিন অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ভাইকে দেখে সালাম দিয়ে বললাম, আপনি আমার জীবনের প্রথম নেতা, তখন আমি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, আপনার নির্বাচনের কর্মী ছিলাম, কাজ করেছি। অনেক মিশুক প্রকৃতির বিচক্ষণ ও সদালাপী লোক ছিলেন। আমাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মগবাজার ঢাকা অফিসে বসিয়ে অফিস সেক্রেটারি আবুল হাসেম ভাইসহ নাশতা শেষে বললেন, আপনার হাতের প্যাকেটে কী? আমি বললাম আমার ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই, সহযোগী সদস্য ফরম ও কিছু পরিচিতি ফরম, যা আমি সবসময় সাথেই রাখি। তিনি বললেন দেখি আপনার রিপোর্ট বইটা। তিনি আমার রিপোর্ট বইটা পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে মন্তব্য করলেন 'রিপোর্ট মোটামুটি' পরামর্শ দিলেন, গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে আত্মগঠন ও কর্মী গঠনের পরামর্শ রইল। সেই উপদেশবাণী এখনও যখন দেখি, তখনই প্রেরণায় উদ্বেলিত হই। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি-আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা মরহুম অ্যাডভোকেট আনসার আলী ভাইসহ সকল নেতৃবৃন্দকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। যাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনায় আমরা দ্বীনের সঠিক বুঝ পেয়েছি। তাদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ যথাযথভাবে পালন ও অনুসরণ করার জন্য জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত টিকে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তিনি আমার রিপোর্ট বইখানা আমাকে দিয়ে বললেন, আপনার রিপোর্ট বইয়ে আপনার কাজ শিরোনামটি পড়ুন। বললাম, আমি তো এটা অনেক পড়েছি। তিনি বললেন, আবার পড়ুন। আমরা দুইজনে একসাথে পড়লাম। তিনি বিশ্লেষণ করলেন। বললেন এ হিদায়েত অনুযায়ী আমাদের কোন কাজ ছুটে যাচ্ছে কি না, তা আত্মপর্যালোচনা করতে হবে। অধীনস্থ সহকর্মীদের সাথে নিয়ে মাঝে মধ্যে পড়তে হবে। ১৯৮৯ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন- গণআন্দোলনে রূপ নিলে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য রাজধানীর ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করলো। জামায়াত মহানগরী শাখা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ মিছিলের নেতৃত্ব দেন অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল গুলিবিদ্ধ হওয়া যাবে না, গ্রেফতার হওয়া যাবেনা, অথচ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে। আমরা যথারীতি গোলাপ শাহ মাজার থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত অ্যাডভোকেট

শেখ আনসার আলী ভাইয়ের নেতৃত্বে ২০-২২ জন নেতাকর্মী মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলাম। এদিন বিএনপির পক্ষ থেকে মির্জা গোলাম হাফিজের নেতৃত্বে ৮-১০ জন নেতাকর্মী মিলে পিঠাঘর থেকে শুরু করে রাস্তার উল্টা পাশে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেট পর্যন্ত মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শ্লোগান দিতে দিতে স্টেডিয়াম মার্কেটের দিকে চলে গেল। তখন পুলিশ ভ্যান থেকে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের মিছিলও তখন শেষ। দায়িত্বশীলের নির্দেশনা মতে বিচ্ছিন্নভাবে যে যার মতো চলে যাচ্ছি। এমন সময় আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ভাইকে পুলিশ গ্রেফতার করে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে নিয়ে যায়। পরের দিন পত্রিকায় খবর ছাপা হলো, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে গ্রেফতার। ১৯৯১ সালে অ্যাডভোকেট আনসার আলী সাতক্ষীরার তালা-কলারোয়া আসন থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ১০৫ আসনে তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন লাভ করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয় ছিনিয়ে এনে জামায়াতকে উপহার দেন। তখন তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং একই সাথে তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ভাইয়ের মাথায় ব্রেইন টিউমার অপারেশনের পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরবর্তীতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। তিনি মরহুম অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ভাইয়ের নামাজে জানাজার পূর্বে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা পেশ করেন। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় শ্রোতারা অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। পরিশেষে মরহুমের অসিয়ত মতো নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান। তার ইমামতিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ সকল নেতৃবৃন্দ অশ্রুসিক্ত ক্রন্দন হৃদয় নিয়ে আমীরে জামায়াতের আল্লাহু আকবার ধ্বনির সাথে উপস্থিত সকলের কান্নার রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে এখনো আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। জানাজা নামাজ শেষে কফিন নিয়ে ছুটে চললাম দাফনের জন্য বনানী কবর স্থানের দিকে। আমি কফিনের পিছনের গাড়িতে উঠলাম দাফনকর্মেও অন্তিম ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে। বনানী কবরস্থানের প্রধান ফটকে পৌছে জানতে চাইলাম, শামসুল ইসলাম ভাই কোথায়? ভাই বললেন তিনি বনানী কবরস্থানের পূর্ব-উত্তর কোনায় গুলশান সোসাইটি জামে মসজিদের গেট থেকে ঢুকে একটুখানি এগিয়ে একটি বরই গাছের নিচে অন্যদিকে পেয়ারা গাছের মাঝে খোঁড়া কবরে সকলে মিলে চিরনিদ্রায় শায়িত করলাম আমাদের প্রিয় ভাই, প্রিয় নেতা অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলীকে। বনানী কবরস্থানে বরই গাছের নিচে শায়িত আমাদের সকলের প্রিয় নেতা মরহুম অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী আমাদের মাঝে প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে চির উদ্ভাসিত হয়ে থাকবেন সারা জীবন।

লেখক: কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ।

লেখা আহ্বান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল : ০১৯৯২৯৫১৩৬৪, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail : sramikbarta2017@gmail.com

কৃষিতে ইসলামের অবদান

কৃষিবিদ মোঃ রাকিব হাসান

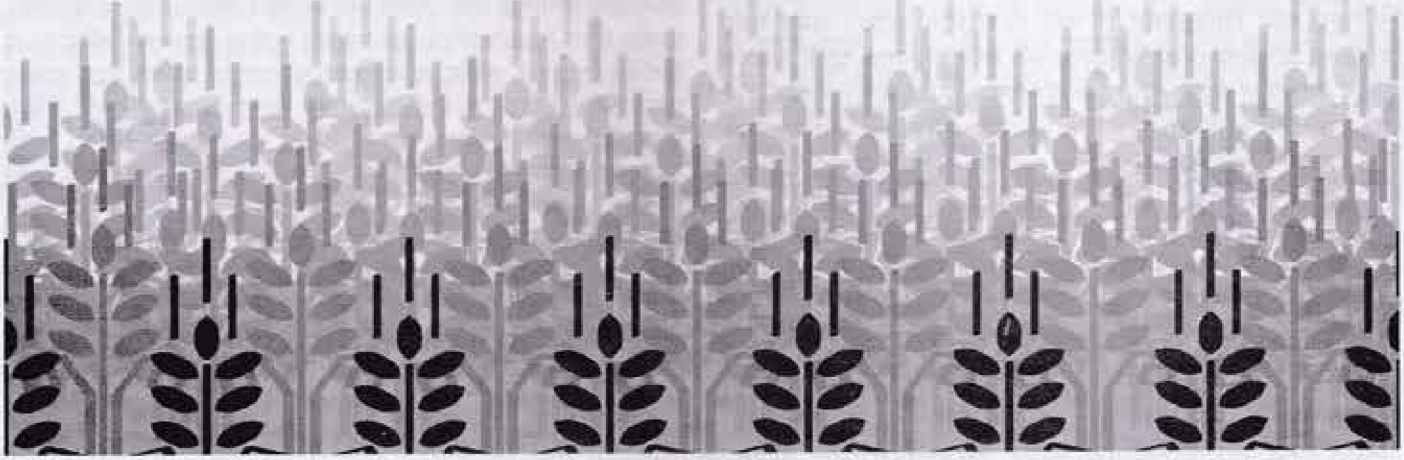

(পূর্ব সংখ্যার পর)

ইসলামের অবদান: চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লবের সুচনা করেছিল:

১) বিভিন্ন মেশিনে যেমন নোরিয়াস, পানির মিল, পানি উত্তোলনকারী যন্ত্র, বাঁধ এবং জলাধার প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জমিসেচ পদ্ধতির সূচনা। এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিমরা একদিকে জমির উৎকর্ষ সাধন করেছিল এবং অন্যদিকে অনেক নতুন ভূমিকে কৃষিকার্যের আওতায় নিয়ে এসেছিল। বদিউজ্জামান আবুল ইজ্জ ইবনে ইসমাইল ইবনে রাজ্জাজ আল-জাজারী– এই মহান প্রযুক্তি বিজ্ঞানী ছিলেন বহু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনের আবিষ্কারক। তার হাত ধরেই যান্ত্রিক উন্নয়নের সূচনা হয়। তিনি সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন, যা পানির চাপে ঘুরত। নিচ থেকে পানি উপরে উঠানোর জন্য তিনি দুইবাহু বিশিষ্ট একটি পাম্প তৈরি করেন। যা পানির চাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করত। এই পাম্পটিতে তিনি সর্বপ্রথম হাইড্রোলিক গতি প্রয়োগ করেন। তার আগে হাইড্রোলিক পদ্ধতি প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের জলঘড়ির মধ্যে হস্তিমড় (Elepliant Clock) ও দুর্গগড়ি (Fort Clock) উল্লেখযোগ্য। আল-জাজারী সেচ প্রকল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। তিনি পানি উত্তোলনের জন্য এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা উত্তোলিত পানির চাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। এতে কোন প্রাণী বা মানুষের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। ফলে তার এই চমৎকার স্বীয় পদ্ধতিটি তৎকালীন সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন ইঞ্জিনে সাইক্লিং পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীতে বহু ইঞ্জিনে বিশেষত গাড়ি এনে এই সাইক্লিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি পানি উত্তোলনের একটি যন্ত্রে লোহার চেইন ব্যবহার করেছেন। তার পূর্বে চেইন ব্যবহারের প্রচলন ছিল না আল-হাজারীর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-জামে বাইনাল ইলমি ওয়াল আমালিন নাফে ফি সানায়াতিল হাবাল"–এ গ্রন্থে তিনি একশোর অধিক যন্ত্রের সচিত্র বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে ইউরোপেও জনপ্রিয়তা পায়। এটি মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রন্থ।

> *সমগ্র পৃথিবী থেকে কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ এবং তুলনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা করে মুসলিমরা, যার ফলে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হয়। বিভিন্ন খাদ্যশস্য কোথায়, কখন এবং কিভাবে উৎপাদন বা রোপণ করতে হবে সে সম্পর্কিত বিস্তারিত কৃষি নির্দেশনার অনুসরণ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শুরু হয়।*

২) সমগ্র পৃথিবী থেকে কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ এবং তুলনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা করে মুসলিমরা, যার ফলে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হয়। বিভিন্ন খাদ্যশস্য কোথায়, কখন এবং কিভাবে উৎপাদন বা রোপণ করতে হবে সে সম্পর্কিত বিস্তারিত কৃষি নির্দেশনার অনুসরণ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শুরু হয়। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি দ্বারা বিভিন্ন মুসলিম বিজ্ঞানী যেমন ইবন আল বাইতারকে নতুন শস্য, বীজ এবং গৃহপালিত পশুর নতুন প্রজাতির উদ্ভাবনে সাহায্য করে, যেগুলো আগে অপরিচিত ছিল। উদ্ভিদ বিদ্যার উপর প্রচুর এনসাইক্লোপিডিয়া রচিত হয় যেগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের এবং বিস্তারিত বর্ণনা সংবলিত। আরবীয় রন্ধন প্রণালীর উপরেও প্রাথমিক বই রচিত হয়েছিল যেমন ইবন সাইয়ি আল-ওয়ারাক (১০ম শতাব্দী) রচিত কিতাব আল তারিখ (বিশেষ খাদ্যের বই) এবং মুহাম্মদ ইবন হাসান আল বাগদাদী (১২২৬ খ্রিঃ) রচিত কিতাব আল তারিখ।

৩) ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতির পাশাপাশি জমির মালিকানার, শ্রম আইন এবং বর্গাচাষের সূচনা হয় যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার মত অনেক বড় ক্ষেত্রের সুযোগ হয়। অথচ ইউরোপে তখন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, যেখানে ক্ষুদ্র চাষিরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সামান্য আশা নিয়ে দাসের মত কঠোর পরিশ্রম করত।

৪) খিলাফতের অধীনে প্রচুর নতুন শস্যের প্রচলন ঘটেছিল যেগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের কৃষিকে একটি আন্তর্জাতিক শিল্পে পরিবর্তিত করে। কৃষিপণ্য তখন ইউরোপসহ অন্যান্য জায়গায় রফতানি হতো, ইউরোপের কৃষিকার্য তখন মধ্য-এশিয়া হয়ে আসা গমের কিছু প্রজাতির মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলামী স্পেন তখন অনেক নতুন গাছ, ফল ও সবজির পাশাপাশি প্রচুর কৃষি ও ফল উৎপাদন পদ্ধতি ও ইউরোপে রফতানি করে। এ সমস্ত নতুন শস্যের মধ্যে ছিল আখ, ধান, সাইট্রাস ফলসমূহ (কমলা, লেবু, লাইম, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলসমূহ) এপ্রিকট (কুলজাতীয় ফলবিশেষ যা সবজি হিসেবে খাওয়া যায়) এবং স্যাফ্রন। ইউরোপে বিভিন্ন দেশীয় লেবু, কমলা, তুলা, বাদাম, ডুমুর এবং সাব-ট্রপিক্যাল (প্রায় গ্রীষ্ম প্রধান) ফলসমূহ যেমন কলা ও আখ প্রভৃতি শস্যের পরিচিতি ঘটায় মুসলিমরা।

আজকের মুসলিমবিশ্ব: প্রযুক্তিগত দিক থেকে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌ চাহিদা পূরণের দিক থেকে যে মুসলিমবিশ্ব ছিল সর্বাগ্রে, দুর্ভাগ্যবশত সেই মুসলিমবিশ্ব হচ্ছে আজ কিছু দরিদ্রতম রাষ্ট্রের সমষ্টি। এমনকি জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার মত প্রয়োজনীয় কাঠামোও আজ মুসলিমদের হাতে নেই। মুসলিম বিশ্বের সম্পদ চরম অব্যবস্থাপনা এবং প্রচন্ড অসম বন্টনের শিকার। মধ্যপ্রাচ্য পৃথিবীর সবচাইতে বড় তেল মজুদক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও এর বিপুল রাজস্ব আয়ের মাত্র সামান্য অংশই জনগণ ভোগ করে থাকে। এখনো আরব বিশ্বের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের দৈনিক মাথাপিছু আয় ২ ডলারের কম। এমনকি গত ২০ বছরে গড় মাথাপিছু বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ০.৫% যা আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর অন্য যে কোন অংশের চাইতে কম। পাকিস্তানে মাত্র ২৩টি পরিবারের হাতে দেশের ৪০% জমির মালিকানা। মুসলিমবিশ্বের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় অবকাঠামোগত এবং জনসেবা খাতে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কম। আজকের বিস্ময়কর বাস্তবতা হচ্ছে তুরস্ক পৃথিবীর দশম বৃহৎ কৃষি উৎপাদনকারী (৪০ বিলিয়ন ডলার), পাকিস্তান পঞ্চদশতম বৃহৎ (১৫ বিলিয়ন ডলার), ইরান একবিংশতম বৃহৎ (২১ বিলিয়ন ডলার) এবং বাংলাদেশ সপ্তবিংশতম বৃহৎ (১৩ বিলিয়ন ডলার) বার্ষিক কৃষি উৎপাদনকারী দেশ। যে সমস্ত কৃষিপণ্য উৎপাদনে মুসলিম বিশ্ব শীর্ষস্থানে আছে সেগুলো হলো: আলজেরিয়া : শিম/বরবটি, বাংলাদেশ: ছাগদুগ্ধ, মিশর : খেজুর, ইন্দোনেশিয়া : দারুচিনি, নারিকেল, লবঙ্গ, জায়ফল এবং এলাচি, ইরান : বেরিফল এবং পেস্তা, মালয়েশিয়া : হাঁসের গোশত,

"যে ব্যক্তি হালাল এবং উপযুক্ত উপায়ে জীবিকা আহরণের চেষ্টা করল, সে আল্লাহর সাথে এমনভাবে দেখা করবে যেন তার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হবে; এবং যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্যের সাথে ও সীমালংঘনের মাধ্যমে তা চাইবে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যেন তিনি (আল্লাহ্‌) তার প্রতি রাগান্বিত।"

জমি আবাদের মূল ভিত্তি বীজ: মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা যে বীজ বপন কর, তা সম্পর্কে কি ভেবে দেখছো, তোমরা সেটা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছে করলে সেটা খড়কুটোয় পরিণত করে দিতে পারি। তখন তোমরা অবাকও হয়ে যাবে।' (সূরা : ওয়াকেয়া আয়াত: ৬৩-৬৫)

পাকিস্তান: ঘি, সৌদি আরব : উটদুগ্ধ, সুদান : উটের গোশত, তুরস্ক: হেজেলবাদাম, দুমুরফল, এপ্রিকট, (কুলজাতীয় ফলবিশেষ), চেরিফল, কুইন্সফল এবং ডালিম। এই সমস্ত দেশগুলি যদি তাদের অতীত ইতিহাস দেখে, তাহলে বুঝতে পারবে যে কিভাবে সম্পদ এবং পণ্যের সুষম বন্টনের মাধ্যমে ইসলাম অতীতে দারিদ্র্যকে ইতিহাসের জাদুঘরে নিক্ষেপ করেছিল।

কৃষি সম্পর্কে ইসলামের বিধানসমূহ: ইসলামের অর্থনৈতিক নীতি তথা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর পূরণ করা এবং যতটুকু সম্ভব তাদের আভিজাত্যপূর্ণ চাহিদাগুলো পূরণে সহায়তা করা। অর্থাৎ শুধুমাত্র বাজারের আন্তক্রিয়ার উপরে চাহিদা পূরণকে ছেড়ে না দিয়ে বরং সবার মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা চালানো হবে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য। এজন্যই দেখা যায় খিলাফতের প্রত্যেক নাগরিকের সবধরনের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) সার্বিকভাবে পূরণের বিষয়টিকে ইসলামী শরীয়াহ্ নিশ্চিত করেছে। এই বিষয়টি অর্জন করা হয় প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগদানের মাধ্যমে যার ফলে সে তার নিজের ও তার উপর নির্ভরশীলদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়; এ বিষয়টি সেসব প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়েছে যেখানে মুসলিমদেরকে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যেমন: "যে ব্যক্তি হালাল এবং উপযুক্ত উপায়ে জীবিকা আহরণের চেষ্টা করল, সে আল্লাহর সাথে এমনভাবে দেখা করবে যেন তার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হবে; এবং যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্যের সাথে ও সীমালংঘনের মাধ্যমে তা চাইবে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি রাগান্বিত।" (বুখারি)রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "হে আদম সন্তান, তোমাদের সম্পদের মধ্যে তোমরা যা কিছু খেয়েছ বা করেছ, যা কিছু পরিধান করেছ বা ব্যয় করেছ এবং যা কিছু দান করেছ বা নিজের জন্য রেখেছ সেগুলো বাদে তোমাদের আর কী আছে?" (বুখারি) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন: "তোমরা ইসরাফ (অপব্যয় অর্থাৎ খরচের ক্ষেত্রে ইসলামের সীমা অতিক্রম করে ফেলা) করো না। তিনি ইসরাফকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আরাফ: ৩১) "আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তার দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না।" (সূরা কাসাস :৭৭) ইসলাম চায় প্রত্যেক মানুষ তার নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীলদের মৌলিক চাহিদা তথা পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান নিশ্চিত করুক। এরপর যতটুকু সম্ভব অন্যান্য আভিজাত্যপূর্ণ চাহিদা পূরণ করার স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে। যদি কেউ এরূপ সংস্থান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে বাধ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল খাদ্যের চাহিদা এবং এজন্য লোকজনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই ইসলাম শ্রম এবং জমির মালিকানা নিশ্চিত করেছে।

জমি আবাদের মূল ভিত্তি বীজ: মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা যে বীজ বপন কর, তা সম্পর্কে কি ভেবে দেখছো, তোমরা সেটা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছে করলে সেটা খড়কুটোয় পরিণত করে দিতে পারি। তখন তোমরা অবাকও হয়ে যাবে।' (সূরা : ওয়াকেয়া আয়াত: ৬৩-৬৫) বীজ হতে শস্য, উদ্ভিদের সৃষ্টি। বীজ অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা জরুরি। বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞান থাকা জরুরি। ইসলামী দৃষ্টিতে চাষির এই জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এবং সাওয়াবের কাজ।

ইসলাম পশুদের সাথে দয়ার্দ্র হতে এবং তাদেরকে অপব্যবহার করতে নিষেধ করে। অন্যসব সৃষ্ট জীবের মত প্রাণীরাও আল্লাহর প্রশংসা করে। কুরআনে প্রাণীদের সাথে সম্পর্কিত দু'শতাধিক আয়াত আছে এবং ছয়টি সূরার নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর নামে।

শ্রম এবং জমির মালিকানা: জীবিকা অর্জন ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে শ্রম ও জমির মালিকানা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে চাকরি হচ্ছে কোন মানুষ থেকে সুবিধা নেওয়া অর্থাৎ কারো দক্ষতা এবং শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান। চাকরির সংজ্ঞানুযায়ী কাজের ধরন, কর্মঘণ্টা, বেতন ও শ্রমের ব্যাপারে চাকরির শর্তসমূহে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা জরুরি। ইসলামে অন্যান্য চুক্তির মত চাকরিক্ষেত্রেও দু'পক্ষের বয়স বয়ঃসন্ধিকালের চেয়ে বেশি থাকাটা জরুরি যার ফলে শিশু শ্রম কার্যকরভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। ইসলাম বর্গাচাষকেও অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি জমি সেচ করা, চারা রোপণ এবং ফসল ফলানোর জন্য নিজের জমি অন্যের কাছে হস্তান্তর করে এবং বিনিময় উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, "রাসূল (সা.) খাইবারের লোকজনের সাথে এই মর্মে চুক্তি করেছিলেন যে তারা উৎপাদিত গাছ বা ফল-ফসলের অর্ধেক দিয়ে দিবে।" (মুসলিম) জমিকে অলসভাবে ফেলে না রেখে বরং এর ব্যবহারকে নিশ্চিত করে ইসলাম। সমাজতন্ত্রীদের মত জমির মালিকানাকে ইসলাম সমস্যা হিসেবে দেখে না বরং সামন্তবাদ যার ফলে কৃষিকাজ ব্যাহত হয় এবং জমির ব্যবহার হয় না বলে ইসলাম একে সমস্যা হিসেবে দেখে। কারণ এর ফলে বিপুল পরিমাণ জমি অলস পড়ে থাকে এবং অর্থনীতিতে কোন অবদান তা রাখতে পারে না। জমি চাষ সংক্রান্ত অনেকগুলো নিয়ম ইসলাম নির্দেশ করে যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: তিন বছর ধরে যদি কেউ জমিচাষ না করে তাহলে তাদের কাছ থেকে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। এর ভিত্তি হচ্ছে হাদিস বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সংগৃহীত অনেকগুলো বর্ণনা যা উমর (রা) থেকে বর্ণিত এবং যা ইজমা হিসেবে বিবেচিত: "যদি কেউ তিন বছর জমি ফেলে রাখে এবং অন্য কেউ এসে তাতে চাষাবাদ করে তাহলে সে জমির মালিকানা তার।" "কেউ যদি তিন বছর ধরে কোন জমি ব্যবহার না করে ফেলে রাখে এবং অন্যকোন লোক এসে সেটা ব্যবহার করে তাহলে এটা তার।" উমর (রা) বর্ণনা করেন, "তিন বছর পর বেড়া নির্মাণকারীর কোন অধিকার থাকে না।" জমি ব্যবহার পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ স্পষ্টভাবে জমি ব্যবহারের পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। জমির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলাম বাধ্য করেছে যার ফলে জমির মালিকেরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বীজ, পশু এবং মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগদানের মাধ্যমে নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করতে বাধ্য। জমি লিজ দেয়াকে ইসলাম স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে, যেখানে মালিকপক্ষ কোন ম্যানেজারের মাধ্যমে লোকজনের কাছে কাজ করার জন্য জমি দেয় এবং পরবর্তীতে লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ মালিককে দিতে হয়। এর ভিত্তি হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর বাণী: "যার জমি আছে সে যেন তাতে রোপণ করে অথবা তার ভাইকে দান করে দেয়। যদি সে তা না করে তাহলে তার হাত ধরে ফেল।" (বুখারি) রাসূল (সা.) জমি ভাড়া দেওয়া বা জমির লভ্যাংশ নেওয়াকে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম) "রাসূল (সা.) জমি লিজ দেওয়াকে নিষেধ করেছেন। আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে কি আমরা কিছু শস্যের বিনিময়ে জমি লিজ দিতে পারি?" তিনি (সা.) বললেন "না"। আমরা বললাম, "আমরা এটাকে খড়ের জন্য লিজ দিতাম।" তিনি (সা.) বললেন, "না"। আমরা বললাম, "আমরা রাবিয়া (ছোট্ট নদী) থেকে জলসেচের বিনিময়ে লিজ দিতাম।" তিনি বললেন, "না, হয় তোমরা চারা রোপণ করবে নয়তো তোমাদের ভাইকে দিয়ে দিবে।" (সুনানে নাসাঈ)

খাদ্যসামগ্রী: কোন ধরনের খাদ্যদ্রব্য ভোগ করা যাবে এবং কোনগুলো যাবে না সে ব্যাপারে ইসলাম বিস্তারিত নিয়ম বর্ণনা করেছে। ইসলামের

দৃষ্টিতে খাদ্য হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণী। ইসলাম কিছু স্থলজ এবং কিছু জলজ প্রাণীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নিষিদ্ধ ধরনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে সেই ধরনের প্রাণী যেগুলো সবসময়ই হারাম এবং অন্যধরনের মধ্যে আছে সেগুলো, যেগুলো কিছু শর্তের উপস্থিতিতে হারাম হয়। এরকম দশ ধরনের হারামের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত রয়েছে: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চস্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে সেগুলো ব্যতীত যেগুলোকে তোমরা যবেহ করেছ। (সূরা মায়িদাহ : ৩) এই আয়াত থেকে যে নিয়মটি বের হয়, সেটি হচ্ছে সবধরনের খাদ্যই জায়েয যতক্ষণ না নির্দিষ্ট দলিলের মাধ্যমে কোন কিছু হারাম সাব্যস্ত হবে। এই আয়াতের মাধ্যমে কোন ফল বা সবজিকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি বলে সেসবই খাওয়া জায়েয। ইসলাম পশুদের সাথে দয়ার্দ্র হতে এবং তাদেরকে অপব্যবহার করতে নিষেধ করে। অন্যসব সৃষ্ট জীবের মত প্রাণীরাও আল্লাহর প্রশংসা করে। কুরআনে প্রাণীদের সাথে সম্পর্কিত দু'শতাধিক আয়াত আছে এবং ছয়টি সূরার নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর নামে। কিছু ব্যতিক্রম যেমন শূকর ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর গোস্ত খাওয়ার স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছে কুরআন। যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত হালাল সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যবেহ করতে হয়; প্রথমে অস্ত্রকে ধারালো করতে হবে এবং তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত গলা এমনভাবে কাটতে হবে যাতে জন্তুগুলোর শিরা এবং ক্যারোটিড ধমনী কেটে যায় কিন্তু স্পাইনাল কর্ড অক্ষত থাকে। এর ফলে মৃত্যুযন্ত্রণা কম হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে গোস্তে রক্ত থাকার আশঙ্কা থাকে না, যা ভোগ করা ইসলামে হারাম।

> "আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে আশারাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি মানবজাতির প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যান্য জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তু ও আল্লাহর সৃষ্ট পরিবারে সদস্য। মানবজাতি প্রয়োজনে তাদের ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। কেননা জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা, তাদের ব্যবহারও করতে হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী।"

অবরোধ কাতারে যেভাবে এনে দিলো কৃষি বিপ্লব: রাজধানী দোহার ৫০ কিলোমিটার উত্তরে আল খর শহর। এর চার পাশে ধূ-ধূ মরুভূমি। মরুভূমির নীরবতা ভেঙে সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি উট। ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যাওয়া তাপমাত্রা সেখানকার জমিটিকে করে তুলেছে শুষ্ক, যেন বলে দিচ্ছে এখানে আসতে মানা। এমন ভূমিটিতেও অস্তিত্ব দেখা যায় বেশকিছু কাচের ঘরের। চকচক করতে থাকা এসব ঘর যেন কাতারিদের দ্রুত বেড়ে ওঠা কৃষি ব্যবসারই প্রতীক। সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় দেশগুলোর অবরোধের পর এসব ঘরই কাতারের কৃষি বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। 'এসব গ্রিন হাউসের ধাতব পদার্থগুলো তাপের কারণে গলে যায়', বলছিলেন কৃষি ফার্ম অ্যাগ্রিকোর জেনারেল ম্যানেজার নাসির আল খালাফ। এ সময় তার মাথায় ছিল ঐতিহ্যবাহী গুত্রা পাগড়ি। কাতারের মরু আবহাওয়ার মধ্যেই খালাফের পরিবার অ্যাগ্রিকোর কৃষি ব্যবসা শুরু করেছিলেন ২০১২ সালে। ১৯৫০ সালে গড়ে ওঠা কোম্পানিটি এতোদিন শুধু খাদ্য আমদানি করতো। বছরের পর বছরের প্রচেষ্টায় ফার্মটি এখন হয়ে উঠেছে কাতারের কৃষি ব্যবসার সবচেয়ে বড় স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান। খালাফ বলছিলেন, ফার্মটি এখন প্রতিদিন প্রায় পাঁচ টন শাক-সবজি উৎপাদন করে থাকে। আর এগুলো সম্পূর্ণ কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই করা হয়। 'শুধু ইউরোপের দর্শনার্থীরাই এটি দেখে আশ্চর্যান্বিত হন না, খোদ কাতারের লোকজনও সহজে বিশ্বাস করতে পারেন না যে, এখানে সবকিছু উৎপাদন সম্ভব', হেসে বলছিলেন খালাফ। কাটিং-এজ প্রযুক্তি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০১৭ সালের ৫ জুন আকাশ, সাগর ও সড়কপথে কাতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিছু বিদ্রোহী গ্রুপকে সমর্থন দেয়ার অভিযোগে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এসব গ্রুপের মধ্যে অবশ্য ইরানের সহায়তা পাওয়া কিছু গোষ্ঠীও রয়েছে। আর এ

> জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান: মহান আল্লাহ আকাশ, যমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানবজাতির অব্যবস্থাপনার জন্য তাঁর দেয়া জীবিকা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য আল্লাহ অবশ্যই পাকড়াও করবেন। তাই মানবজাতির অধীনে যে সকল জীবজন্তু রয়েছে, তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে হবে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপে যুক্ত হয় মিসর, বাহরাইনসহ তাদের মিত্ররা। কাতার অবশ্য সব অভিযোগ অস্বীকার করে। আল খালাফ বলছিলেন, নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে অ্যাগ্রিকো তাদের উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে বছরের পর বছর ধরে কাটিং-এজ প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতার কারণে। আর এ প্রযুক্তি তাদের পরিবেশের জন্যও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব গ্রিন হাউজগুলোকে সামান্য কিছু উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। হাইড্রোফোনিক চাষাবাদ ব্যবস্থায় মাটির পরিবর্তে গাছের চারার গোড়ায় পুষ্টি সরবরাহ করা হয়। কাচের কাঠামোর মাধ্যমে আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং সূর্যালোক নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

খালাফ বলেন, কৃষি খাতে 'মেইড ইন কাতার' বক্তব্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা এ প্রযুক্তি কাতারের অন্য ফার্মগুলোর কাছেও বিক্রি করছি। নিষেধাজ্ঞার আগে ও পরে সৌদি জোটের নিষেধাজ্ঞার ১৬ মাস পর কাতার তাদের আমদানি রুট ও কৃষি খাতের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়। নিষেধাজ্ঞার আগ পর্যন্ত কাতার তাদের প্রয়োজনের ৮০ শতাংশ খাদ্য দ্রব্যাদি প্রতিবেশী আরব দেশগুলো বিশেষত সৌদি আরব ও আরব আমিরাত থেকে আমদানি করত। কাতারের পৌর ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি ফালেহ বিন নাসের আল-থানি বলছিলেন, আমদানি করা পণ্যের দাম এতো কম ছিল যে, কাতারের ফার্মগুলো তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। ২০১৭ সালে একমাত্র স্থল সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নতুন সামুদ্রিক ও আকাশপথে বাণিজ্য রুট চালু করেছে কাতার। বিশেষ করে ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সাথে তারা এসব রুটে পণ্য আনা-নেয়া করছে। স্থানীয় পরিস্থিতির উল্লেখ করে থানি বলেন, অবরোধ আরোপের আগে স্থানীয় উৎপাদন শুধু ১৫ শতাংশ শাক-সবজির চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হতো। কাতারে চালু থাকা ১৪০০ ফার্মের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই অবাণিজ্যিক এবং কিছু পরিবার তাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণে এসব ফার্মে উৎপাদন করে যাচ্ছে। নিজের স্থাপিত মৌচাক দেখভাল করছেন খালিদ সাইফ আল সুওয়াইদি।

মৌ চাষ: দোহার ঐতিহ্যবাহী বাজার সৌক ওয়াকিফের একটি সরু গলিতে মিডলইস্ট আই প্রতিবেদকের কথা হয় কাতারের শীর্ষস্থানীয় মধু উৎপাদনকারী আবু সাইফ অ্যাপিয়ারিজ ক্যাফের মালিক খালিদ সাইফ আল সুওয়াইদির সাথে। দেশ জুড়ে তিনি এক হাজারেরও বেশি মৌচাক স্থাপন করেছেন। তার ক্যাফে ও দোকানে বিশেষভাবে উৎপাদন হয় কেক ও পানীয়, যাদের সব মধু দিয়ে তৈরি। 'ঐতিহ্যগতভাবে মধু একটি পছন্দসই উপহার। এটাকে বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে দেয়া হয়', বলছিলেন সুওয়াইদি। ছোটবেলা থেকেই মৌমাছির প্রতি আসক্ত বর্তমানে ৪৩ বছর বয়সী সুওয়াইদি জানান, তার বাবা চাইতেন না তিনি মৌমাচি পালক হন। তিনি চাইতেন ছেলে যেন সরকারি চাকরি করুক বা আরো ভালো কোনো পেশায় ক্যারিয়ার গড়ুক। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তেই অটল ছিলেন। 'ভাগ্যক্রমে আমি তার কথা শুনিনি।' ২০১০ সাল থেকে উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে আবু সাইফ অ্যাপিয়ারিস। গত বছর এর উৎপাদন ছিল ১০ টন মধু। নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে উৎপাদনের এ মাত্রা যথেষ্ট থাকলেও পরবর্তীতে আর সে অবস্থা থাকেনি। ২০১৮ সালের প্রথম দিকে বেশ ক'মাস কোম্পানিটি 'মেইড ইন কাতার' মধু উৎপাদন করে। সুওয়াইদির ভাষায়, এটা করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও কাতারি পণ্যের স্থানীয় চাহিদার কারণে। তিনি বলেন, 'প্রত্যেকেই কাতারের তৈরি মধু চায়'। স্থানীয় একটি চেইন সুপারমার্কেটের ম্যানেজার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, নিষেধাজ্ঞার আগে সেখানে ইয়েমেনি সিডর মধুর চাহিদা ছিল বেশি। এ মধুটি আমদানি করা হতো সৌদি আরবের

অবরোধ আরোপের প্রথম দিনগুলোতে 'মেইড ইন কাতার' পণ্য ক্রয়ের এই আবেগতাড়িত ঢেউ ভোক্তাদের নতুন এক স্থানে নিয়ে গেছে। প্যারিসভিত্তিক কাতারি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'ল' অবসারভেইর ডু কাতার'-এর পরিচালক নাবিল আল নাসরি মিডলইস্ট আইকে বলেন, 'মেইড ইন কাতার' ব্র্যান্ডটি একটি আবেশে পরিণত হয়েছে। কারণ দেশটি এখন আর কারো রক্তচক্ষু দেখতে চায় না। অবরোধের কারণে কাতারের কৃষির উত্থান এখন জাতীয় গর্বের বিষয়। কাতারের শীর্ষস্থানীয় চেইন সুপার মার্কেট আল-মিরার ম্যানেজার বলছিলেন, 'অবরোধের আগে ও পরের' একটি বিষয় রয়েছে। অনেকে এখন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বা 'মেইড ইন কাতার' লেখার স্টিকারযুক্ত পণ্য খুঁজছেন।

মাধ্যমে। এ বছর ব্যাপক চাহিদার সংস্থান দিতে সুওয়াইদি কাতারের বন্ধুরাষ্ট্র ওমানেও অনেকগুলো মৌচাক স্থাপন করেছেন। উপসাগরীয় দেশগুলো অবরোধ আরোপ করলে ওমান দোহার পাশে এসে দাঁড়ায়। নিজস্ব তৈরি আবু সাইফ মধু কাতারের বেশিরভাগ বাজার দখল করলেও ব্যাপক চাহিদার বিপরীতে স্থানীয় উৎপাদন এখনো যথেষ্ট নয়। সুওয়াইদি এখন মধু উৎপাদনে তার এ উদ্যমের ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহিত করছেন। তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন অন্যদেরকে নিজস্ব মৌচাক স্থাপন শিখাতে। অবশ্য এজন্য তিনি কিছু ফি-ও নিচ্ছেন। এসব মৌচাক স্থাপন করা হচ্ছে বাড়ির বাইরে। আর এসব দেখভাল করছে আবু সাইফ অ্যাপিয়ারিস। তিনি বলছিলেন, মানুষজন এখন বাড়িতে তৈরি মধু পছন্দ করছেন।

জাতীয় গর্ব : অবরোধ আরোপের প্রথম দিনগুলোতে 'মেইড ইন কাতার' পণ্য ক্রয়ের এই আবেগতাড়িত ঢেউ ভোক্তাদের নতুন এক স্থানে নিয়ে গেছে। প্যারিসভিত্তিক কাতারি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'ল' অবসারভেইর ডু কাতার'-এর পরিচালক নাবিল আল নাসরি মিডলইস্ট আইকে বলেন, 'মেইড ইন কাতার' ব্র্যান্ডটি একটি আবেশে পরিণত হয়েছে। কারণ দেশটি এখন আর কারো রক্তচক্ষু দেখতে চায় না। অবরোধের কারণে কাতারের কৃষির উত্থান এখন জাতীয় গর্বের বিষয়। কাতারের শীর্ষস্থানীয় চেইন সুপার মার্কেট আল-মিরার ম্যানেজার বলছিলেন, 'অবরোধের আগে ও পরের' একটি বিষয় রয়েছে। অনেকে এখন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বা 'মেইড ইন কাতার' লেখার স্টিকারযুক্ত পণ্য খুঁজছেন। এর কারণ স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা হতে সাহায্য করা। ওই ম্যানেজারের মতে, অবরোধ আরোপের আগে স্টিকার নিয়ে এতো মাতামাতি ছিল না। কিন্তু এখন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এসব পণ্য দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুপার মার্কেটগুলোর সামনের সারিতে রাখা হচ্ছে। হেন্ডারসনের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডলইস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী প্রফেসর ক্রিস্টিয়ান হেন্ডারসন যিনি জিসিসি অঞ্চলের খাদ্য উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করছেন, তিনি বলছিলেন, কাতারের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী চাচ্ছে জাতীয়তাবাদের এ আবেগকে কাজে লাগাতে। 'মেইড ইন কাতার' কৃষিখাতে উন্নতি এর সবচেয়ে বড় উপায়। অন্যদিকে, কাতার চেম্বার অব কমার্সের ২০০৯ সাল থেকে প্রতি বছর আয়োজন করা 'মেইড ইন কাতার' প্রদর্শনীটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিভিত্তিক খাদ্য খাতের প্রসারে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এ বছরের প্রদর্শনীটি হবে আগামী নভেম্বরে ওমানের রাজধানী মাসকাটে। স্থানীয় পণ্যের দাম একটু বেশি, কারণ এর উৎপাদন খরচ বেশি। মিডলইস্ট আইকে দেয়া দেশটির নগর ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক হিসাব মতে, শহরের দোকানগুলোতে ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৬০ শতাংশ বেশি মূল্যে প্রতিকেজি টমেটো বিক্রি করতে হয়েছে। আর এ ধরনের মূল্য বৃদ্ধি নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোতে প্রভাব পড়েছে। আল থানির মতে, আগামী বছরগুলোতে কাতার শাকসবজির বিষয়ে অন্যের ওপর আরো বেশি অনির্ভর হয়ে উঠবে। 'আগামী তিন বছরের মধ্যে কাতার আশা করছে শাকসবজির চাহিদার ৬০ শতাংশ যোগান দিতে পারবে', বলেন তিনি। কিন্তু হেন্ডারসন যুক্তি দেখান যে, কাতারের জনগণের আমদানি করা পণ্যের প্রতি একটা আগ্রহ রয়েছে। এটা ছাড়া চলবে না। প্রবৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা, পরিবেশগত বিষয়গুলো কাতারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাগুলোকে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে। শুষ্ক মরু আবহাওয়া এবং পানির অভাবের কারণে কাতারের মাত্র ছয় শতাংশ জমি চাষযোগ্য। জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, বিভিন্ন কারণে কৃষিখাতে অগ্রগতি হচ্ছে না। বিশেষ করে পানির উৎসের অভাব, পানির নিম্ন মান, অনুপাদনশীল মাটি, কর্কশ জলবায়ু পরিস্থিতি এবং দুর্বল পানি ব্যবস্থাপনা। আল থানি কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়নে পানির অভাব ও লবণাক্ত পানির সমস্যা সমাধানে কাটিং-এজ প্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। 'সত্তরের দশক থেকে ভূগর্ভস্থ পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে গেছে। এটা এখন আরো বেশি লবণাক্ত হয়ে উঠেছে', বলছিলেন তিনি। থানির মতে, কাতারের কৃষকদের ৯৩ শতাংশ ভূগর্ভস্থ পানি তুলে চাষাবাদ করে থাকে। পানির অভাব দূরীকরণে অ্যাগ্রিকো একটি গভীর সেচব্যবস্থা ব্যবহার করেন, যা ভূগর্ভস্থ পানি ধীরে ধীরে সরাসরি মাটিতে পৌঁছে দেয়। আর এতে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত পানি কম লাগে। আল খালাফের মতে, এ প্রযুক্তি প্রতি বছর হাজার হাজার কিউবিক মিটার পানি সেভ করে। অবরোধের কারণে অর্থনীতি কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরও কাতার নিজস্ব স্বাধীন সত্তার জন্য

বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। সুওয়াইদির মতে, এ অবরোধ একটা বড় 'সুযোগ'। ইরান ও মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ফিলিস্তিনের হামাসসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা এবং সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন দেয়ার অভিযোগে গত ৫ জুন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও মিসর একযোগে কাতারের ওপর অবরোধ আরোপ করে। তবে কাতার এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। (তথ্যসূত্র : মিডলইস্ট আই) ইসলামের দৃষ্টিতে পশুপালন ও জীবজন্তুর অধিকার আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে আশারাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি মানবজাতির প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যান্য জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তু ও আল্লাহর সৃষ্ট পরিবারে সদস্য। মানবজাতি প্রয়োজনে তাদের ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। কেননা জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা, তাদের ব্যবহারও করতে হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী। ইসলামী আইনে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানবজাতির বিভিন্ন অধিকার প্রদানের পাশাপাশি জীবজন্তুর অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে জীবজন্তুর প্রতিও বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। আর জীবজন্তুর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর তা হলো তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশ্রাম নিশ্চিত করা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। আর আল্লাহর বিধান ব্যতীত তাদেরকে হত্যা না করা তাদের কোন প্রকার জুলুম না করা। আর এ সকল বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করতে পারলে মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও জীবজন্তু থেকে কাঙ্ক্ষিত উপকার লাভ করতে পারবে। মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তুও আল্লাহর পরিবারের সদস্য। (আল-কুরআন, সূরা আন'আম : ৩৮) তাদেরও এ পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে আল্লাহর প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণের, অধিকার রয়েছে সুন্দরভাবে বসবাসের। আর আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে চতুষ্পদ জীবজন্তু থেকে বিভিন্ন উপকার গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। "চতুষ্পদ জন্তুর গোশত খাদ্য হিসাবে গ্রহণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সূরা হজ্জের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- "আর (কুরবানির) উটকে করেছি আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের অন্যতম; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় ও গুলির উপর (নহর করার সময়) তোমরা আল্লাহর নাম নাও। অতঃপর যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে। এইভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" যখন দেহ থেকে রক্ত বের হয়ে গিয়ে তা মাটিতে কাত হয়ে পড়ে যায় এবং প্রাণ ত্যাগ করে, তখন তার গোশত কাটতে শুরু করো। কারণ জীবন্ত পশুর গোশত কেটে খাওয়া নিষিদ্ধ। মহানবী (সা.) বলেন, ''জীবিত অবস্থায় কোন পশুর শরীর হতে কেটে নেওয়া গোশত মৃতের ন্যায় (হারাম)।" (আবু দাউদ: শিকার অধ্যায়, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

চতুষ্পদ জন্তুর দুধ পান প্রসঙ্গে সূরা মু'মিনুনের ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "আর তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে; তোমাদেরকে আমি পান করাই ওগুলোর উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা হতে ভক্ষণ করে থাক।" জীবজন্তুর চামড়ার ব্যবহার প্রসঙ্গে সূরা নাহলের ৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে- আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেছেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশু-চর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন; যা তোমরা ভ্রমণকালে ও অবস্থানকালে সহজে বহন করে থাক। আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার্য উপকরণ।" অর্থাৎ চামড়ার তৈরি তাঁবু যা তোমরা সফরে সহজেই বহন করতে পারো এবং প্রয়োজনমত তাকে ব্যবহার করে ঠান্ডা ও গরম হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর। জীবজন্তুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার প্রসঙ্গে সূরা নাহলের ৭ ও ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে; যেথায় প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না; তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই চরম স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" "তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।" আর তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই মানবজাতিকে জীবজন্তুর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি (আল-কুরআন সূরা আন'আম : ১৬৫) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব সকলের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা।

ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার: ইসলাম মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তুকেও বিভিন্ন অধিকার প্রদান করেছে। তাদের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার দিয়েছে, খাদ্য গ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং সকল প্রকার কষ্ট থেকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। নিম্নে তাদের অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান: মহান আল্লাহ আকাশ, যমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানবজাতির অব্যবস্থাপনার জন্য তাঁর দেয়া জীবিকা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য আল্লাহ অবশ্যই পাকড়াও করবেন। তাই মানবজাতির অধীনে যে সকল জীবজন্তু রয়েছে, তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা নিজেরা (তা) খাও এবং (তাতে) তোমাদের গবাদিপশু চরাও। অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (আল-কুরআন, সূরা ত্ব-হা: ৫৩-৫৪)

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির খাদ্য উৎপাদনের জন্য বাতাস প্রেরণ করেন ও আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন (আল-কুরআন, আল ফুরকান: ৪৫-৪৯) এবং তার মাধ্যমে শস্য, শাকসবজি, ফল-মূল ও ঘন উদ্যান সৃষ্টি করেন। (আল-কুরআন, আবাসা : ২৪-৩২)

জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সাহল ইবনুল হানযালিয়্যা (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট-পিঠ একত্রিত হয়ে গিয়াছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানা পানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।

(ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: জিহাদ, পরিচ্ছেদ: মা'য়ুমারুবিহি মিনাল মিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি., হাদিস নং-২৫৫০)

চলবে...........

লেখক : কৃষিবিদ ও গবেষক

শ্রমিক পরিচয়ই আমার বড় পরিচয়

খান মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

একটি স্কুল পরিচালনা করার দরুন আমার পরিচয়টা হয়ে গেছে স্কুলের সভাপতি। একটি "ল" কলেজের খন্ডকালীন শিক্ষক হওয়ার দরুন কারো কাছে পরিচয়টা অধ্যাপক। শ্রমজীবী মানুষের সাথে কাজ করার কারণে মাঝে মধ্যে পত্রিকায় নাম ছাপা হয় শ্রমিক নেতা হিসেবে। নিজের গুণ প্রকাশের জন্য নয়, কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো একটি ঘটনা বলা। পত্রিকায় শ্রমিক নেতা হিসেবে আমার নাম দেখে ইসলামী আন্দোলনের এক শীর্ষ নেতার পি.এস সাবেক ছাত্রনেতা আমাকে ফোন করে বললেন "আপনি একজন পরিচিত কলামিস্ট এবং শিক্ষাদান কার্যক্রমে অবদান রাখছেন। আপনার পরিচয় শ্রমিক নেতা হবে কেন? শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট ও বিশ্লেষকদের নামের পাশে থাকবে। কিছু সময় ভাবলাম এবং তাকে উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমন সময় মনে পড়ে গেলো, একটি নামিদামি মাদ্রাসার শিক্ষক ও একদিন বলেছিলেন "আপনি শ্রমিক?" তার কথার মধ্যেও একটি কেমন গন্ধ ছিলো। বর্ণিত দু' ব্যক্তির বিপরীতে আরো দুজন ব্যক্তির কথাও মনে পড়ে গেলো। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ, ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বনেতা মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ) একদিন তার কাজের ছেলের কাপড় ধৌত করছিলেন। তখন একজন জিজ্ঞেস করেছিল "স্যার কী করছেন?" এ মহান ব্যক্তি উত্তরে বলেছিলেন 'কাজের ছেলেটার জ্বর, তার কাপড়টা ধুয়ে দিচ্ছি।'

অন্যজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আবু তাহের মো: মাসুমকে একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলনে দেখা গিয়েছে টয়লেট ও স্যানিটেশনের দায়িত্বে। বাঁশের মাচা দিয়ে তৈরি অসংখ্য টয়লেট, তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই থাকতেন। কার পানির সমস্যা, কে পিছলে পড়ে গেল, তা দেখাই ছিলো এ বিখ্যাত আলেমে দ্বীনের কাজ। তারা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমি কে, কত বড় পরিচয় আমার সেটা মূল বিষয় নয়। আসল কথা হলো মহান আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে আমার উপর যত কঠিন বা দৃষ্টিগত ভাবে যত নিম্ন মানের কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হোক সেটাই আমার জন্য নিয়ামত। সংগঠনের দায়িত্বশীল যদি মনে করেন এ কাজটি আমাকে দিবেন, আলহামদুলিল্লাহ।

মানুষের আত্মমর্যাদার অহঙ্কার মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বনবী (সা) একটি সেনা দলের সেনাপতি করেছিলেন উসামা বিন যায়েদ (রা) কে, যে দলে হযরত উমার (রা) ও ছিলেন। যাই হোক, শ্রমিক কারা? কি তাদের মর্যাদা তা যদি সত্যিকার অর্থে মানুষ বুঝতে সক্ষম হতো তাহলে শ্রমিক হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতো। শ্রমিক হতে না পারলেও শ্রমিক সংগঠক হওয়ার চেষ্টায় ত্রুটি করতো না। যদিও শাব্দিক অর্থে প্রত্যেকটি মানুষই শ্রমিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রম দেন। অতএব তিনিও শ্রমিক। তবে শ্রম আইনে বলা আছে- পরিশ্রমের বিনিময় কোন কলকারখানায় যারা শ্রম দেয় তারাই শ্রমিক। কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন অঞ্চলে বিভিন্ন পেশায় যারা নিয়োজিত, তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে শ্রম আইনে। সে অর্থে শ্রমিক বলতে এক শ্রেণীর লোককে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষই শ্রমিক। মহানবী (সাঃ) নিজ হাতে যেমন কাজ করেছেন অন্যকেও ভিক্ষাবৃত্তি না করে শ্রম দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ বেকার বা বসে বসে খাওয়া প্রকৃত মানুষের কাজ নয়। এমনটি করাই বরং ঘৃণার কাজ।

অথচ যারা শ্রম দিয়ে নিজের আয় দিয়ে সংসার চালায় আর এ শ্রমজীবীকে আরো দক্ষ করার কাজে সময় ব্যয় করে, তাদেরকে কটাক্ষ করে তুচ্ছ মনে করে, এমন কিছু লোকেরা যারা বসে বসে বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সম্পদ তছরুপ করে। হউক তা বৈধ বা অবৈধ পথে অর্জন। অন্য দিকে মহা সম্মানী মানুষ শ্রমিক। তাদের মহা মর্যাদা বুঝায় কোন জ্ঞানই ওসব লোকদের নেই। যে মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে। বলা হয়েছে 'শ্রমিক হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু' আর কোন পেশার লোকদের ব্যাপারে এমনটি বলা নেই।

অতএব আল্লাহ যে শ্রমিকদেরকে বন্ধু বলে আখ্যায়িত করেন, আমি সে শ্রমিক পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করি। হয় আমি শ্রমিক হবো, তা হতে না পারলে শ্রমিক সমাজকে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত থেকে এ মহা মর্যাদায় অংশীদার হবো। শ্রমিক নেতা হতে হলে একেবারে আইনের ভাষায় কল কারখানায় শ্রমিক হতে হবে এমনটি নয়। শ্রমিক দু'রকম, যদি কোন কলকারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হতে হয় তবে অবশ্যই তাকে সে কারখানার শ্রমিক হতে হবে। অন্যদিকে কোন অঞ্চলভিত্তিক যেকোনো পেশায় শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হতে হলে সেখানে একেবারে সে পেশারই লোক হতে হবে তা নয়। যেমন একটি রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন করা হলো, সেখানে কার্যকরী কমিটিতে এমন কোন ব্যক্তিও থাকতে পারেন যিনি সরাসরি রিকশা চালান না। এমনটি না হলে টনি ব্লেয়ার, কাজী জাফর আহমদ, নজরুল ইসলাম খান, হারুনুর রশিদ খান ও অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার সাহেবরা শ্রমিক নেতা হতে পারতেন না। আবারও একটু বলি কেন আমি নিজেকে শ্রমিক পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক কে কোন একটি শ্রমিক সংগঠন রিকশা চালকদের মধ্যে কাজ করতে দিয়েছিলো। সে ব্যক্তি প্রথমে একটু কেমন কেমন করলেও পরে তার ভাষ্য ছিলো এমন ''আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার দরুন চলাফেরা, উঠাবসা একটি উচ্চ শিক্ষিত সমাজের সাথে সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষের সাথে চলাফেরা হয় না। এখন সাধারণ মানুষদের সাথে মিশতে পেরে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছে। অন্যদিকে রিকশা চালকরা আমাকে যে সম্মান করে এবং ভালোবাসে তা একেবারে হৃদয় নিংড়ানো।" অতএব আমি মনে করি শ্রমিক পরিচয়ই আমার বড়।

লেখক: সভাপতি, পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, গাজীপুর মহানগরী

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আব্দুল্লাহ আল মামুন

১ মে 'মে দিবস' বা 'শ্রমিক দিবস' হিসেবে পালন করা হয় আর এ দিনটিতে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৩৩ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়ে আসছে এ দিনটি। তবে এবারের প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্ন। এ বছর এমন একসময় মে দিবস পালিত হচ্ছে, যখন সারাবিশ্ব করোনা মহামারিতে পর্যুদস্ত। করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের ফলে সবাই ঘরবন্দি। বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমিক কাজে যেতে পারছে না। চাকরিচ্যুত হয়েছেন অনেকে। ফলে অনেকের পরিবার দুই বেলা দুই মুঠো অন্ন জোগাতে হিমশিম খাচ্ছে। 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশে পালিত হয়েছে মহান মে দিবস। ইসলাম এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যেখানে থাকবে না ভেদাভেদ ও বৈষম্য। শ্রমিক-মালিকের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে এমনই একটি শান্তিময় পরিবেশ গড়ার শিক্ষা দেয় যেখানে একে অপর যেন ভাই-ভাই রূপ ধারণ করে। ইসলাম যেমন নারী-পুরুষের (স্ব স্ব ক্ষেত্রে) সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে তেমনি শ্রমিক - মালিক সুসম্পর্ক স্থাপনে দিয়েছে সঠিক দিক নির্দেশনা।

১. ইসলামি দৃষ্টিকোণে শ্রম ও শ্রমিক : শ্রম ও শ্রমিক শব্দ দুটি এক অপরের সাথে ওৎপ্রতভাবে জড়িত। ইংরেজিতে শ্রম শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা: labour.Industry, diligence, exer tion, fatigue ইত্যাদি। অপর দিকে শ্রমিক শব্দেরও একাধিক অর্থ বিদ্যমান যথা : Workers, , employees, laborers ইত্যাদি। পরিভাষায় শ্রম হলো- An expenditure of physical or mental effort especially when difficult or compulsory. e.g. It was sentenced to six months at hard labor.

The services performed by workers for wages as distinguished from those rendered by entrepreneurs for profits.

It means human activity that provides the goods or services in an economy.

For example: Industry needs labor for production.

The physical activities (such as dilation of the cervix and contraction of the uterus) involved in giving birth also : the period of such labor

অর্থাৎ শ্রম হলো শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের মাধ্যমে কোন কাজ সম্পন্ন করা। আর এই কষ্টার্জিত কাজটি যিনি সম্পন্ন করেন তিনি হলেন শ্রমিক আর নিয়োগদাতাকে আইনের ভাষায় মালিক বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি জ্বীন ও মানবজাতীকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান পালনে বান্দার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কারণে আমরা সকলেই শ্রমিক এবং মহান আল্লাহ হলেন মালিক। তেমনি বৈষয়ীক জীবনে শ্রমের মাধ্যমে শ্রমিক যে উৎপাদন করে তাই মালিক শ্রেণী ভোগ করে। এক কথায়: সাধারণ ও পুঁজিহীন মানুষ মালিক কর্তৃক প্রদেয় শর্তানুযায়ী যে কাজ করে তাকে শ্রম বলে আর যার মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন হয় তিনি হলেন শ্রমিক। সেই আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত একটি শ্রমিক শ্রেণী অপরটি মালিক পক্ষ।

একটি সুখি-সুন্দর উন্নয়নশীল সমাজ, দেশ ও জাতী গঠনে উভয়ের রয়েছে সমান অবদান। তাই আদর্শ জাতী ও সমাজ গঠনে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শ শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য ঃ শ্রমিকের এমন কতিপয় গুণাবলী থাকা প্রয়োজন যা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অটুট রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পবিত্র ধর্ম ইসলাম যেমন মালিকদের জন্য অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছে তদ্রুপ শ্রমিকের উপরও আরোপ করেছে কিছু আবশ্যকীয় নীতিমালা।

আমানতদারিতাঃ শ্রমিকের উপর অর্পিত দায়িত্ব অবশ্যই আমানতদারিতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় তাকে আল্লাহর তা'আলার নিকট জবাবদিহী করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ : "হে মুমিনগণ! আপনার বাধ্যবাধকতা পূরণ করুন।"

সংশ্লিষ্ট কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা তার থাকতে হবে। শারীরিক ও জ্ঞানগত উভয় দিক থেকেই তাকে কর্মক্ষম হতে হবে।

কাজে গাফলতি না করা ঃ ইসলাম কাজে অলসতাকে সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ : "চেস্টা ব্যতিত মানুষের জন্য কিছুই নাই।"

কাজকে নিজের মনে করা ঃ কাজে নিয়োগ পাবার পর শ্রমিক কাজকে নিজের মনে করে সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে কাজটি সম্পাদন করে দেয়া তার দায়িত্ব হয়ে যায়।

আখিরাতের সফলতার জন্য কাজ করা : একজন শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করবে তা যেন হালাল হয় এবং এর বিনিময়ে পরকালীন সফলতা লাভে ধন্য হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সেবার মানসিকতা নিয়ে পরম আগ্রহ ও আনন্দের সাথে কাজটি সম্পন্ন করাই হবে শ্রমিকের নৈতিক দায়িত্ব।

আদর্শ মালিক এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য : আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ভাল মালিকের মূল বৈশিষ্ট্য- সে বুঝে-শুনে সচেতনভাবে শ্রমিক নিয়োগ দেয়, পারিশ্রমিক আগেই নির্ধারণ করে নেয়, শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণ করে শ্রমিককে অযথা কষ্ট দেয় না এবং শ্রমিকের সাথে সদাচরণ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ : "তাদের (শুয়ায়ব আ.) - এর দুই মেয়ের) একজন বলল, পিতা! তুমি একে (মূসাকে আ.) মূসাকে বলল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক : মালিক- শ্রমিকের সুসম্পর্ক স্থাপনে ইসলামী বিধি-বিধান সমূহ অনন্য। এতে তাদেরকে একে-অপরের 'সাহায্যকারীর' মর্যাদা দেয়া হয়েছে যেমন, ঠিক তেমনই তাদের খোর-পোশ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ পরিবেশন নিশ্চিত করার পূর্ণ তাগিদও দেয়া হয়েছে। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে এ হচ্ছে শ্রমিক-মজুরের ন্যায্য অধিকার। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ : "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দুর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দাম্ভিক আত্মগর্বীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।" রাসূল (সা.) বলেন, অর্থাৎ : "আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান পরস্পর ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয় না, তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তাকে অপমান করে না।" ক্রীতদাসরা হচ্ছে তোমাদের ভাই, সুতরাং তাদের সহিত সদয় আচরণ কর। তোমাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, সে কাজে তাদের সাহায্য গ্রহণ কর। আবার তাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, সে কাজে তোমরাও তাদের সাহায্য করবে। পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা ও কল্যাণ কামনা করাই ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ : "ভাল ও পরহেজগারীর কাজে একে অপরকে সাহায্য করো। গুণাহ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সায্য করো না।" রাসূল (সা.) অধীনস্থদের নিজেদের ভাই হিসেবে উল্লেখ করে তাদের অধিকারের ব্যাপারে শতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের উপর সাধ্যাতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতেও নিষেধ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মারূর ইবনু সুওয়াদা (রা.) বলেন, একবার আমি আবু যর গিফারী (রা.) এর দেখা পেলাম। তার গায়ে তখন এক জোড়া কাপড় আর তার ক্রীতদাসের গায়েও (অনুরূপ) এক জোড়া কাপড় ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একবার এক ব্যক্তিকে আমি গালি দিয়েছিলাম। সে রাসূল (সা.) এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, তুমি তার মার প্রতি কটাক্ষ করে লজ্জা দিলে? তারপর তিনি বললেন, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন, কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায়, তা হতে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা হতে যেন পরিধান করায় এবং তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য না করে। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্দ্ধে কোন কাজ তাদের দাও তবে তাদের সহযোগিতা কর। অর্থাৎ : "আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ যে ভাইকে যে ভাইয়ের অধীন করে দিয়েছেন, তাকে তাই খাওয়াতে হবে, যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরতে দিতে হবে, যা সে নিজে পরিধান করে।"

ইসলামী সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি এমন মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে যা অলংঘনীয়। ব্যক্তির সম্মান সমষ্টির সম্মানেরই অংশ এবং ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ ও অসদাচরণ সমষ্টির প্রতি অসদাচরণেরই অংশ। কেননা, সমাজ একটি অখণ্ড একক এবং তার মর্যাদাও অখণ্ড। শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম তাদের কর্মঘন্টা, কর্মপরিবেশ ও পারিশ্রমিক প্রাপ্তির নিশ্চয়তাসহ তাদের সকল অধিকার বাস্তাবায়নেরও নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামী শ্রমনীতিই ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গড়তে পারে। এ নীতি অনুযায়ী শ্রমিক ও পুঁজি মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-সংগ্রামের সম্পর্ক নয়। সে সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের, পারস্পরিক সহযোগিতার ও একই কাজে সমান শরীকদারীর। ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী মালিক-শ্রমিকের কর্মের ফলাফল দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ : "এবং মানুষের প্রাপ্য শুধু তা, যার জন্যে সে চেষ্টা ও শ্রম করেছে। এই চেষ্টা ও শ্রম অবশ্যই গুরুত্ব পাবে এবং চেষ্টা শ্রমকারীকে তার পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফল অবশ্যই দেয়া হবে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ : "প্রত্যেকের কাজ অনুপাতে তাদের মান-মর্যাদা নিরূপিত হবে, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দিয়ে দিতে পারেন। তাদের ওপর এক বিন্দু জুলুম করা হবে না।" রাসূল (সা.) মালিক-শ্রমিকের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে প্রতিপালনের মাধমে তাদের 'দ্বিগুন' সাওয়াবের নিশ্চয়তা প্রদান করে উভয়ের মর্যাদ স্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে লোক তার বাদীকে উত্তমরূপে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দেয় এবং তাকে মুক্ত করে ও বিয়ে করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। আর যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং মনিবের হকও আদায় করে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

বাংলাদেশের শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক : শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক অপরিহার্য। সেসব প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে 'শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ; এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ' শ্লোগানে পালিত হয়েছে মে দিবস। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ভাবতে হচ্ছে, বাংলাদেশে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিক পক্ষের সম্পর্ক কেমন? শ্রমিকরা বলছেন, মালিকদের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক থাকার কথা তা মালিকপক্ষ রাখছে না। এই সেক্টরের গবেষকরা বলছেন, সম্পর্ক যে

পর্যায়ে থাকার কথা ছিল ততটা না থাকলেও দিন দিন সম্পর্ক ভাল হচ্ছে। আর মালিকপক্ষের দাবি শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ব্যাপারে শ্রমিকপক্ষ এবং এ খাতের গবেষকরা যৌক্তিকতা তুলে ধরলেও মালিকপক্ষ বলছে এটা শিল্পের উন্নয়নের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। বরং এর ফলে অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। মালিকপক্ষ ও রাষ্ট্র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন দমনে যতটা মনোযোগী তাদের ন্যায্য পাওনা ও দাবিদাওয়ার ব্যাপারে ততটা মনোযোগী নয়। যেটি মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় বাধা। শ্রমিকদের নায্য দাবি-দাওয়া মালিকপক্ষের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন। কিন্তু কাগজে কলমে ট্রেড ইউনিয়ন থাকলেও বাস্তবে তা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে না। বর্তমানে পোশাক শিল্পে প্রায় ৪২ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করে। গত বছর আমাদের রপ্তানি ছিল ৩৪ দশমিক ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর ৮১ ভাগই এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেনে নিলে তাদের কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়ে। এতে যেকোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে বহুগুনে। আর উৎপাদন বাড়লে সেটা উভয় পক্ষের জন্যই লাভ। শ্রম আইন ও ক্রেতাদের চাপে তৈরি পোশাকখাতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক দিন দিন উন্নততর হলেও অন্যান্য সেক্টরে পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

করোনাকালীন সময়ে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক : বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে বিশ্ববাজারে গার্মেন্টস পণ্যের বিক্রয় ও চাহিদার নিম্নগতির প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বা গার্মেন্টস খাতের রপ্তানির উপরে। এ বছরের শেষ ৬ মাস বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের জন্য বড় এক সংকটকাল বলেই মনে করা হচ্ছে। করোনার মধ্যেও এ বছরের প্রথম ৬ মাসে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত পূর্ণ-সক্ষমতার মধ্যে মাত্র গড়ে ৫০ শতাংশ পণ্যের অর্ডার পেলেও আগামী ৬ মাস অর্থাৎ জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের অর্ডার পাওয়া গেছে সক্ষমতার মাত্র ৩৫ শতাংশ। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএ-মইএ তাদের নিজস্ব এক সমীক্ষা শেষে এসব তথ্য জানিয়ে বলেছে, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের অর্ডারই যে ৩৫ শতাংশে নেমেছে তাই নয়, দামও কমেছে শতকরা ১৪ শতাংশ। বিজিএমইএ বলছে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের যে সক্ষমতা রয়েছে তাতে আগামী ৬ মাসে ৩৭ কোটি পিস পোশাক তৈরি করা সম্ভব। অথচ এ সময়ে অর্ডার মিলেছে মাত্র ১২ কোটি ৭০ লাখ পিসের। আগামী ডিসেম্বরের পরিস্থিতি আরও খারাপ অর্থাৎ অর্ডার মিলেছে মাত্র ১৭ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি পিস পোশাকের।

বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, বিশ্বজুড়ে বড় ধরনের মন্দাকাল চলছে। গার্মেন্টসসহ বহু খাত এ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বৈশ্বিক এ পরিস্থিতিতে সহসাই গার্মেন্টস খাতের সংকটকাল কাটবে না বলেই মনে করেন বাংলাদেশের প্রভাবশালী গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি'র। গার্মেন্টস খাতের সংকটের কারণে এই খাতের ২০ লাখেরও বেশি শ্রমিক আগের তুলনায় অর্ধেক বা তারও কম মজুরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন। সংকট বাড়লে লাখ লাখ শ্রমিকের পরিস্থিতি আরও সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। অর্ডার বাতিলের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। বিজিএমইএর মনিটিরিং সেলের (২৩ মার্চ) হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্ডার বাতিল হয়েছে। অর্ডার বাতিল হওয়া কারখ-ানার সংখ্যা ১ হাজার ৮৯টি। আর এসব কারখানায় ১২ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। প্রতিদিনই অবস্থার অবনতি ঘটছে গড়ে প্রদিনই ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থের অর্ডার বাতিল হচ্ছে। বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, আর্থিক সংকটের কারণে গত ১৪ মাসে ১০৬ টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া গত বছরের তুলনায় এ বছরের ১৮ মার্চ তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ৪১ দশমিক ৮৪ শতাংশ। আগের বছরের তুলনায় এ বছরের ১৯ মার্চ কমেছে ১২ দশমিক ০২ শতাংশ। এ বছরের ২০ মার্চ কমেছে ৪৪ দশমিক ১৫ শতাংশ। এখন যা পরিস্থিতি তাতে আর কত অর্ডার বাতিল হচ্ছে তার শতাংশ হিসাব করার সুযোগ নেই। সব অর্ডারই বাতিল হচ্ছে। সব কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। সময়ের ব্যাপার মাত্র। করোনা এখন বিশ্ব মহামারি। আর বাংলাদেশের পোষাক খাত এখন মহাসংকটে। বাংলাদেশে মোট পোশাক কারখানা সাড়ে চার হাজারের মত। সেখানে কাজ করেন ৪১ লাখ পোশাক শ্রমিক? ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ তিন হাজার ৪১৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। যা মোট রপ্তানির ৮০ ভাগেরও বেশি। করোনার জন্য বাংলাদেশে ২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে কার্যত ২৬ মার্চ থেকেই বন্ধের আওয়তায় চলে যাচ্ছে সবকিছু। করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত অর্থনৈতিক সংকট সামলাতে বাংলাদেশ সরকার গার্মেন্টস সহ রপ্তানি খাতের জন্য প্রণোদনা হিসেবে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বিতরণের এক রূপরেখা চূড়ান্ত করেছে। তবে শর্ত হলো, এ টাকা দিয়ে শ্রমিকদের বেতন দিতে হবে। মালিকরা এই টাকা পাবেন দুই শতাংশ হারে সুদে ঋণ হিসাবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যে শিল্প তাদের উৎপাদনের ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে, তারাই এই প্রণোদনার টাকা পাবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রপ্তানি শিল্পের মালিকদের প্রণোদনা পাওয়ার একমাত্র শর্ত হচ্ছে - এই টাকা দিয়ে শ্রমিকের বেতন দিতে হবে। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিকরা জীবন দিয়ে শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমাদের দেশও স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৪৯ বছর আগে। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের শ্রমজীবী মানুষ জীবন দিয়েছিল স্বাধীনাতার জন্য। অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী যে সরকারই ক্ষমতায় গিয়েছে তারাই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীতে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেছে। যার নগ্ন রূপ দেখা যাচ্ছে বর্তমান দুর্যোগকালীন করোনা পরিস্থিতিতে। সরকার মার্চ মাসের ২৬ তারিখ থেকে সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছে। অথচ শ্রমিকদের খাদ্যর নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করেনি। তাই শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে করোনায় মৃত্যুর আগের ক্ষুধায় মারা যাওয়ার শঙ্কা। রাষ্ট্র একদিকে লকডাউন মানার জন্য সবাইকে বলছে অপরদিকে বাগান খোলা রাখার জন্য শ্রমিকদের বাধ্য করছে। এ যেন একদেশে দুই আইন। অপরদিকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় খাত গার্মেন্টস শিল্প, সেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিয়ে মালিক যেন মুনাফার খেলায় মেতে উঠেছে। এই রকম একটা দুর্যোগ কালীন সময়ে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ৪০% কর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর বাহিরেও পরিবহন, হকার, রিকসা, নির্মাণ, দিনমজুর সহ সকল শ্রমিক আজ খাদ্য সংকটে অসহায় হয়ে পড়েছে। যে শ্রমিকদের শ্রমে ঘামে সভ্যতার চাকা ঘুরে অথচ এই ভয়াবহ সংকটে রাষ্ট্র তাদের পাশে দাড়ায় না। তাই অবিলম্বে শ্রমিকদের দাবিসমূহ আদায়ে শ্রমিকদেরকেই ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার : পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী হলো শ্রমিক শ্রেণী। বিংশ শতাব্দিতে শুরুতে দাড়িয়ে ঝঞ্জাবিক্ষুব্দ সমাজ দর্শনে গোটা বিশ্ব আজ আতঙ্কিত। ন্যায়-নীতি, আদর্শ, শ্রমিকের অধিকার সব কিছুই অনুপস্থিত। এমনি এক সময় জাতির জাগরণী কাফেলার অগ্রযাত্রায় শোষণ, নিপিড়ণ ও দুর্বিপাক মানুষকে উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজন ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন। তবেই প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শান্তি, সুদৃঢ় হবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আর শ্রমিক ফিরে পাবে তার ন্যায্য অধিকার। বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করে মালিক-শ্রমিকের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতিতেই শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করেছে তাতে নেই কোন অসঙ্গতি এবং নেই মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন ভেদাভেদ।

লেখক: এমফিল গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

একটি খেজুর গাছের আত্মকাহিনী

মদীনার বাগানগুলোর মধ্যে এক ইয়াতিম ছেলের একটি বাগান ছিল। তার বাগানের সাথে লাগোয়া বাগানের মালিক ছিলেন আবু লুবাবা নামের এক লোক। সেই ইয়াতিম ছেলেটি নিজের বাগান বরাবর একটি প্রাচীর দিতে গিয়ে দেখল, প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ সীমানার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। ছেলেটি তার প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে সমস্যার কথা বলে সীমানার খেজুর গাছটি কিনতে চাইলো যাতে প্রাচীরটি সোজা হয়। কিন্তু প্রতিবেশী আবু লুবাবা কোনভাবেই রাজি হচ্ছিল না।

কোন উপায় না পেয়ে সেই ইয়াতিম রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা বুঝিয়ে বললো। আল্লাহর রাসুল (সা) ডেকে পাঠালেন আবু লুবাবাকে। সে মসজিদে নববীতে আসলে নবী করীম (সা) সেই খেজুর গাছটি অর্থের বিনিময়ে হলেও ইয়াতিম ছেলেটিকে দিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন।

আবু লুবাবা যথারীতি রাজি হলো না। রাসুলুল্লাহ্ (সা) এক পর্যায়ে তাকে বললেন, 'তোমার ভাইকে ওই খেজুর গাছটি দিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছের জিম্মাদার হব।'

বিস্ময়কর হলেও আবু লুবাবা তারপরেও সেই খেজুর গাছ দিতে রাজি হলো না। রাসুলুল্লাহ (সা) এই পর্যায়ে চুপ হয়ে গেলেন। এর চেয়ে বেশি তিনি (সা) তাকে আর কী বলতে পারেন!

উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে সাবিত (রা)ও ছিলেন। তিনি আবু দাহদাহ নামে পরিচিত ছিলেন। মদীনায় তাঁর খুব সুন্দর একটি বাগান ছিল। প্রায় ৬০০ খেজুর গাছ ছায়াও একটি মনোরম বাড়ি ও একটি পানির কুয়া ছিল সেখানে। মদীনার সব বড় ব্যবসায়ীদের কাছে আবু দাহদাহ (রা)-এর বাগানটি সুপরিচিত ছিল। তিনি সপরিবারে সেখানে বসবাসও করতেন।

আবু দাহদাহ (রা) হঠাৎ রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা)! আমি যদি আবু লুবাবার কাছ থেকে ঐ খেজুর গাছটি কিনে এই ইয়াতিমকে দিয়ে দেই, তাহলে আমিও কি জান্নাতে একটি খেজুর গাছের মালিক হবো? রাসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার জন্যও জান্নাতে খেজুর গাছ থাকবে।' আবু দাহদাহ (রা) সাথে সাথে আবু লুবাবাকে বললেন, আপনি আমার সেই সম্পূর্ণ বাগানটি গ্রহণ করে সেই খেজুর গাছটি আমাকে দিয়ে দিন।

আবু লুবাবা দুনিয়াবি এই বিনিময় বিশ্বাস করতে পারছিল না! হুঁশ ফিরলেই সে বলল, হ্যাঁ আমি আপনার খেজুর গাছের বাগানটি গ্রহণ করলাম। বিনিময়ে আমার সেই খেজুর গাছটি আপনাকে দিয়ে দিলাম। হযরত আবু দাহদাহ (রা) সেই মুহূর্তেই খেজুর গাছটি ইয়াতিম ছেলেটিকে উপহার হিসাবে দিয়ে দিলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে রাসুলুল্লাহ্ (সা)! এখন আমি কি জান্নাতে একটি খেজুর গাছের মালিক হলাম? রাসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'আবু দাহদাহর জন্য জান্নাতে এখন কত বিশাল বিশাল খেজুরের বাগান অপেক্ষা করছে।'

বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন, এ কথাটি রাসুলুল্লাহ (সা) এক, দুই বা তিনবার বলেননি; বরং খুশি হয়ে বারবার বলেছেন।

শেষে আবু দাহদাহ (রা) সেখান থেকে বের হয়ে সদ্য বিক্রি করে দেয়া সেই বাগানে ফিরে গেলেন। বাড়ির দরজায় এসে স্ত্রীকে ডাক দিলেন তিনি, হে উম্মে দাহদাহ! বাচ্চাদেরকে নিয়ে এ বাগান থেকে বের হয়ে আসো। আমি দুনিয়ার এই বাগান বিক্রি করে দিয়েছি। তার স্ত্রী বললেন, আপনি কার কাছে এটি বিক্রি করেছেন? কে কত দাম দিয়ে এটি কিনে নিয়েছে?

আবু দাহদাহ (রা) বললেন, আমি জান্নাতে একটি খেজুর বাগানের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিয়েছি। তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহু আকবার! হে আবু দাহদাহ! আপনি অবশ্যই অত্যন্ত লাভজনক একটি ব্যবসা করেছেন।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ১২৫০৪; ইবনে হিব্বান, হাদিস ৭১৫৯; আস-সিলসিলা সাহীহাহ, হাদিস ২৯৬৪; মুস্তাদরাকে হাকীম, হাদিস ২১৯৪)

(সংগৃহীত)

প্রশ্নোত্তরে ইসলাম

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন

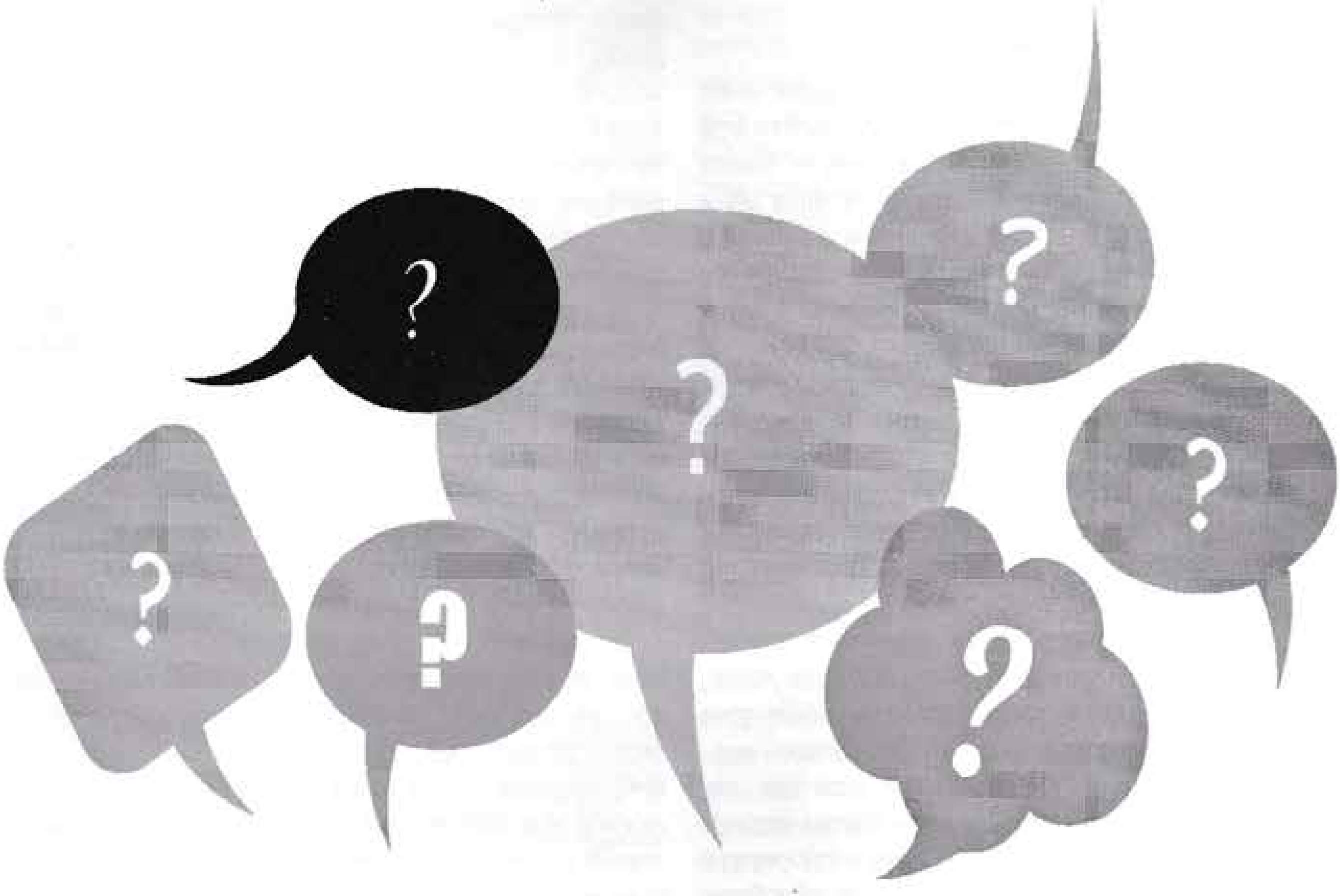

১. ইসলামে হালাল রুজির গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তরঃ আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইবাদাত কবুলের পূর্বশর্ত হলো হালাল ইবাদাত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে, এবং আল্লাহর অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমুয়া : ১০) আয়াতে অনুগ্রহ বলতে মহান আল্লাহর দেয়া রিযিক তালাশ করার জন্য বলা হয়েছে। সে রিযিক কী হবে তা আমরা হাদিসে রাসূল সা. হতে জানতে পারি। হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় ছাড়া সকল হালাল ও পবিত্র জিনিসের মাধ্যমে জীবিকা তালাশ করা যায়। অবৈধ পথে সম্পদ আহরণ ও তাদের সহযোগিতা করার কাজ হারাম এ ছাড়া মানবকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে জীবিকার সন্ধান করা ইসলাম জায়েজ বলে ঘোষণা করে। ইসলাম ঘোষিত বৈধ বিষয় সমূহের মাধ্যমে ব্যবসা করা, চাকরি করা, নিজহাতে উপার্জন করা হলো হালাল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।" সুতরাং সুদের যতগুলো শাখা প্রশাখা রয়েছে সবগুলোই হারাম। রাসূল সা. বলেন, আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ ইবাদাতের পর অন্যতম ফরজ ইবাদাত হলো হালাল উপার্জন করা। রাসূল সা. আরো বলেন, এমন যুগও আসবে যাতে বলা হয় যে মানুষ হালাল হারাম যাচাই ছাড়াই সম্পদ আহরণ করবে। তিনি বলেন- "মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে যখন ব্যক্তি কোন উৎস হতে সম্পদ আহরণ করছে তা হারাম না হালাল তা যাচাই করবে না।" অন্য হাদিসে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মুমিনদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন একই আদেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুজি হিসেবে দান করেছি। অতঃপর রাসূল সাঃ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি ধূসরিত ক্লান্ত শরীরে আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে

তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে? কোন মুমিন হারাম পথে উপার্জনই করতে পারে না। কারণ হালাল উপার্জন ছাড়া ইবাদাত কবুল হবে না। মুমিন যা কিছু মহান আল্লাহর নিকট পেশ করবে তা অবশ্যই হালাল হওয়া লাগবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হালাল উপার্জন করার তৌফিক দান করুন।

২. ইসলামে নারী পুরুষের পর্দার বিধান কী?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ। ইসলাম কালজয়ী আদর্শ হওয়ার কারণে সকল কল্যাণমূলক কাজের এক মহাসমুদ্র। যার মাঝে অন্যতম হচ্ছে পর্দার বিধান। নারী পুরুষের একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে বা সীমানার মাঝে দেখা সাক্ষাৎকে ইসলাম বৈধ করেছে আবার সীমার বাইরে অবৈধ করেছে। তা এজন্য যেন সমাজে মানুষ মানবিক ও নৈতিক হয়ে উঠতে পারে। যৌন ব্যবস্থার সুন্দর ব্যবহার ও ইহার শালীন রূপ যেন সমাজে বজায় থাকে। আর এ জন্য পর্দার বিধানকে মহান আল্লাহ ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, "হে রাসূল সা. মুমিন পুরুষদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত করে, এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাজাত করে। যা তাদের জন্য অনেক বেশি পবিত্রতার বিষয়। আর আপনি মুমিন নারীদেরকেও বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাজাত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে তা ব্যতীত, আর তারা যেন তাদের গলা ও বুক মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। (সূরা নূর ৩০-৩১)

নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা হবে এবং তাদের অবাদ মেলামেশা ও অবৈধ সাক্ষাৎকে বন্ধ করার জন্য ইসলাম নারীদেরকে বলেছে, "তোমরা তোমাদের গৃহেই অবস্থান কর এবং প্রথম জাহিলি যুগের নারীদের মত খোলামেলাভাবে বের হয়ো না।" (সূরা আহযাব : ৩৩)

ইসলামের পর্দার বিধান পুরোপুরি মেনে আমল করতে হবে এবং আমাদের মা বোনদেরকে মানুষ রূপী কি পশু যারা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায় তাদের থেকে হিফাজাত করতে হবে। বাড়ির বাইরে বের হতে হলে সাজ গোজ না করে সাদাসিধে পোশাকে ও পর্দার সহিত হিজাব পরিহিত অবস্থায় বের হতে হবে। কোন নারী কোন অবৈধ বা গায়রে মাহরুম পুরুষের সাথে যেমন মুসাফাহা করা সম্পূর্ণ নিষেধ তেমনি কোন পুরুষও কোন অবৈধ নারীর সাথে মুসাফা করতে পারবে না। ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দাকে ফরজ করেছেন। তাই নারী যেমন বাসার বাইরে বের হতে সাজগোজ করে বের হবে না স্বাভাবিক পোশাকে ও সারা শরীর আবৃত করে বের হবে এবং পর পুরুষদের দিকে দৃষ্টি দিবে না। তেমনি পুরুষরা ও পরনারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। কোন পরনারীর সাথে পুরুষের একাকী সাক্ষাৎ করা হারাম, তেমনি কোন নারীর পরপুরুষের সাথে একাকী অবস্থান হারাম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে পর্দার এই মহান ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে আমাদের ঈমান ও আমলকে সাজানোর তৌফিক দান করুন।

৩. সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ। আমরা জানি, ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিচালনা করে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক সুদভিত্তিক হওয়ায় অনেকের নিকট সুদ ও মুনাফার তফাৎ করতে চান না। তারা মনে করেন সুদ ও মুনাফা একই বিষয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুদ ও মুনাফা এক নয়। সুদ হারাম আর ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন শতভাগ হালাল। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন, "তারা বলে নিশ্চয়ই ব্যবসা সুদের অনুরূপ, আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।" (সূরা বাকারা: আয়াত ২৭৫) আরবিতে এখানে সুদকে রিবা বলা হয়েছে, রিবা শব্দের অর্থ বেশি হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত, সম্প্রসারণ, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্তে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা অর্থের বিপরীতে পূর্বনির্ধারিত হারে যে অধিক পরিমাণ পণ্য বা অর্থ আদায় করা হয় তাকে সুদ বলা বা রিবা বলা হয়। সুদ প্রধানত দুই প্রকার : ১. রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদি সুদ, ২. রিবা আল ফাদল বা অতিরিক্ত।

১. রিবা আন নাসি'আহ বা মেয়াদি সুদ : ঋণের উপর সময় অনুপাতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশ । যেমন ১০০ টাকা এই শর্তে ঋণ দেয়া যে মেয়াদ শেষে তাকে ১১০ টাকা ফেরত দিতে হবে।

২. রিবা আল ফদল : এক জাতীয় দ্রব্য বা মুদ্রা লেনদেনকালে একপক্ষ আরেক পক্ষের কাছ থেকে চুক্তি মোতাবেক যে অতিরিক্ত গ্রহণ করে তা হলো রিবা আল ফদল। যেমন এক কেজি উন্নত মানের খেজুর দেড় কেজি নিম্নমানের খেজুর বিনিময় করা। আর মুনাফা হলো সুদের বিপরীত যেমন কোন সম্পদ বা অর্থ বিনিয়োগ বা কাজে খাটানোর পর যে প্রবৃদ্ধি বা যে অতিরিক্ত সম্পদ অর্জিত হয় তা মুনাফা। যেমন কোনো ব্যবসায়ী ১০ হাজার টাকায় কোন পণ্য ক্রয় করে তা ১১ হাজার টাকায় বিক্রয় করল। এখানে পুঁজির সাথে বৃদ্ধি পেল ২০০০ হাজার টাকা। আর এই বৃদ্ধিই হলো মুনাফা। এখানে ব্যবসায়ে লাভ এবং লোকসানের সম্ভাবনা থাকে শ্রম বিনিয়োগ ও ঝুঁকি থাকে বিধায় ব্যবসা হালাল। আর এই পদ্ধতিতে অর্জিত মুনাফা বা অতিরিক্ত সম্পদ বা পণ্য হালাল। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

সঙ্কলনে : মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
অধ্যক্ষ, তা'লীমুল মিল্লাত ইসলামিয়া মাদরাসা

পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক

পুরনো বাড়ি। আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘর। তার স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে বিভিন্ন বয়সের লোক পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজ করছেন। এরা পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক নামে পরিচিত। আর বই শব্দটি আসলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরান ঢাকার কাগজীটোলা, শ্যামবাজার কিংবা ফরাশগঞ্জের রাস্তা। রাস্তার ধারের অধিকাংশ বাড়িই পুরনো। আর বেশির ভাগ বাড়ির নিচতলাজুড়ে চলে কর্মযজ্ঞ-বই বাঁধাইয়ের কাজ। জানুয়ারির বই উৎসব ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা কিংবা সারা বছর ধরে ছাপা বিভিন্ন প্রকাশনীর বিভিন্ন প্রকারের বই বাঁধাইয়ের কাজ পুরনো ঢাকার একটা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। আমরা সুন্দর বাঁধাই বই হাতে পাই, কিন্তু জানি না এই বই বাঁধাই করল কে? জানি না তার জীবনের বাঁধুনিটাই বা কেমন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিদ্যুতের আলোতে চলে বই বাঁধাইয়ের কাজ। পাঠ্যবই থেকে শুরু করে কবিতা-গল্প-উপন্যাস কিংবা ধর্মগ্রন্থ সবই বাঁধেন তারা। শিশু থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের মানুষরাও এ পেশায় জড়িত। এদের কাজের ধরনও আলাদা। কেউ ছাপানো বড় কাগজ ভাঁজ করেন, কেউবা ভাঁজ করা কাগজ সাজিয়ে রাখেন। কেউ সুইয়ে সুতা লাগিয়ে ফর্মাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে দেন, যাতে ফর্মার কোনো ওলট-পালট না হয়। এইভাবে মলাট লাগানো, তারপর মেশিনে বইয়ের তিনধার কেটে ফিনিশিং দেওয়া ও প্যাকেজিং করার পর সেই বই আমরা বাজারে পাই। পাঠকের বইটি পড়ার সময় যাতে বিষয়ের ধারাবাহিকতার কোন ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য শ্রমিকদের খুবই সতর্ক থাকতে হয় পুরো সময়টাতে। ছাপাখানা থেকে নিয়ে আসার পর থেকে শুরু করে বই বাঁধাই করা পর্যন্ত রাখতে হয় মনোযোগ। পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজে শ্রমিকরা আসে মূলত টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, সিরাজগঞ্জের চৌহালি ও মানিকগঞ্জের দৌলতপুর অঞ্চল থেকে। অভাবের তাড়নায়, জীবন ধারণের তাগিদে তারা ঢাকায় আসে। শুরু করে বাঁধাইয়ের কাজ। এদের কাজের বিভিন্ন ধরন আছে। কেউ করে রোজ অনুযায়ী আবার কেউ দিন চুক্তি হিসেবে। সকাল ৮ থেকে শুরু হয় কাজ। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রথম রোজ এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দ্বিতীয় রোজ আর রাত ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত হাফ রোজ। যদি একজন শ্রমিক সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করে তাহলে তার মোট আড়াই রোজ কাজ হয়। তবে বেশির ভাগ শ্রমিকরা ২ রোজ পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য হয়। দুই রোজ মানে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।

এ ছাড়া আছে প্রোডাকশন ভিত্তিক মজুরি, যার রেট প্রতি হাজার ফর্মা কাগজ ভাঁজ করা, সেলাই করা, পেস্টিং করা, ম্যাচিং করার ভিত্তিতে নির্ধারিত। বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সর্বশেষ ২০১৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৬ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ২৭ টাকা, ৮ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ১৭ টাকা দেওয়া হয়। এই বাজারে ২ রোজ কাজ করা ছাড়া সংসার চলে না। একজন দক্ষ মজুরের প্রতি রোজ মজুরি ১৭৫ টাকা। ২ রোজ অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা কাজ করলে প্রতিদিন সর্বসাকুল্যে ৩৫০ টাকা মজুরি পেতে পারে একজন শ্রমিক। এর মধ্যে সারাদিনের খাবার বাবদ তাকে খরচ করতে হয় একেবারে কম করে হলেও ১০০ টাকা। তাহলে সারা মাস কাজ করলে খাবার খরচ বাদ দিয়ে তার হাতে থাকে মাত্র ৬০০০-৬৫০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে নিজের ওষুধপত্র ও হাতখরচ বাদ দিলে পরিবারের জন্য গ্রামে পাঠাতে পারে খুবই সামান্য টাকা। একজন দক্ষ শ্রমিকের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অদক্ষ ও শিশু-শ্রমিকদের কী অবস্থা তা অনুমান করা যায়।

এই কারখানাগুলোতে ১০/১২ বছরের শিশুরা খাবার ও মাসে ২০০০-৩০০০ টাকার বিনিময়ে দিন রাত কাজ করে, যে সময়ে তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা! একমাত্র ঈদ উৎসব ছাড়া অন্য কোন ছুটি তাদের নেই। সকল ধরনের উৎসব বোনাস থেকে তারা বঞ্চিত। উৎসবের সময় শুধুমাত্র মাসের মজুরি নিয়ে শুষ্ক মুখে শ্রমিকরা বাড়ি ফেরে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন কিংবা শুক্রবার তাদের কাজ কখনও বন্ধ হয় না।

বাঁধাই শ্রমিকরা কাজের জায়গাতেই খায়। কাজ শেষে জায়গা পরিষ্কার করে তারা লাইন দিয়ে ঘুমাতে যায়। কাজের মৌসুমে কারখানায় যখন প্রচুর কাগজ থাকে তখন তারা এর উপরেই ঘুমায়। আলো-বাতাসহীন অপরিষ্কার ঘর, স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে আর কাগজের ধুলো-ময়লা এর উপরই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর প্রায় নেতিয়ে পড়া শরীর নিয়ে শুয়ে পড়া। অত্যাবশ্যকীয়ভাবে লেগে থাকে হাঁপানি, চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগের প্রকোপ। কেউ অসুস্থ হয়ে বইয়ের বান্ডিলের উপর বিশ্রাম নিতে গেলেও মালিক বা ম্যানেজারের গালিগালাজ শুনতে হয়। কারখানায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। লাইনের পানি পান করতে শ্রমিকরা বাধ্য। এই সেক্টরের শ্রমিকদের কাজের সময় দুর্ঘটনায় শারীরিক কোন ক্ষতি বা মৃত্যু হলে মালিকপক্ষ বা রাষ্ট্র তার দায়-দায়িত্ব বহন করে না।

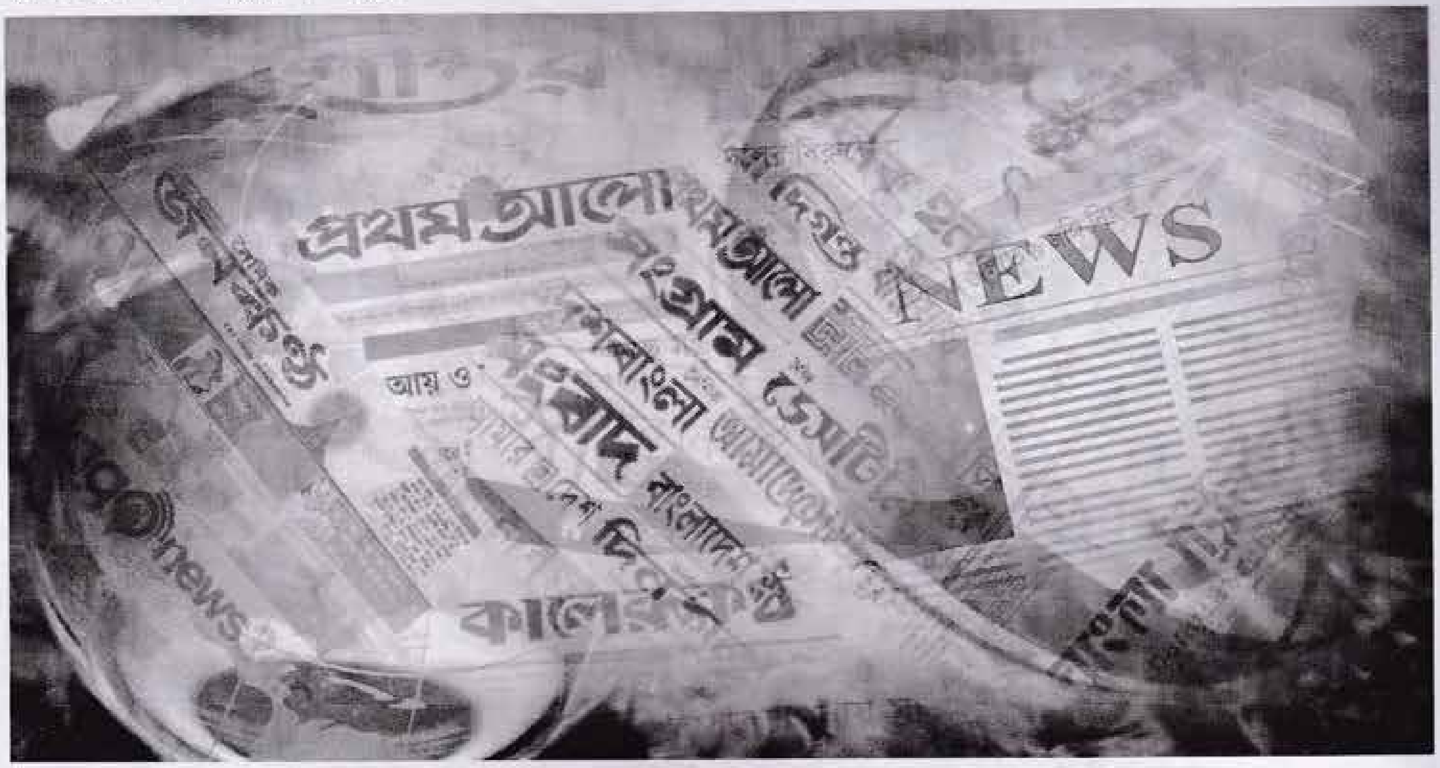

কেন্দ্রীয় দ্বি- বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ অনুষ্ঠিত

আ.ন.ম শামসুল ইসলাম সভাপতি ও আতিকুর রহমান সাধারণ সম্পাদক পদে পুনরায় নির্বাচিত

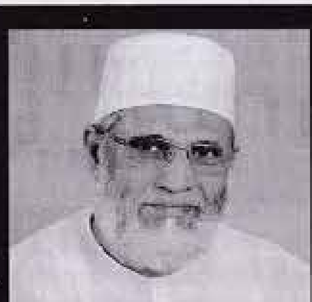

নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনে গণভিত্তি রচনা করতে হবে -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন প্রত্যেক সেক্টরের শ্রমিকদের সুসংগঠিত করে নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনে গণভিত্তি রচনা করতে হবে। গত ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম. শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা এ.টি.এম. মাসুম ও আ.ফ.ম আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। সম্মেলনে প্রধান অতিথি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ২০২১-২০২২ সেশনের জন্য নির্বাচিত ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি পদে আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক পদে আতিকুর রহমানসহ ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন- আমরা ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামে মাঠ পর্যায়ে কল, কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে অসহায় মজলুম শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছি এবং আমরা যদি এ-র মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের গণভিত্তি রচনা করতে পারি তাহলে আল্লাহর সাহায্য আমাদের জন্য অনিবার্য। তিনি বলেন, ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম এক ও অভিন্ন। তিনি নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন- আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। অবশ্যই পরকালীন সাফল্যকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই শ্রমিক অঙ্গনে একদল নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী হবে।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ সারাদেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, জেলা, মহানগরীর এবং ট্রেড ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত সকলের সম্মতিতে ১২ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এর গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১. আজকের এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, চলমান কভিড-১৯ করোনা পরিস্থিতিতে সারাদেশের শ্রমজীবি মানুষ চাকুরী এবং কাজ কর্ম হারিয়ে বেকার অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের পূর্নবাসন, চিকিৎসা, সরকারী সহায়তার উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই সম্মেলন দাবী জানাচ্ছে যে, ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা, অসুস্থদের যথাযথ চিকিৎসা এবং বেকার হয়ে পড়া শ্রমিকদের কর্মসংস্থানসহ আর্থিক পূর্ণবাসন করতে হবে।

২. করোনাসহ বিভিন্ন কারণে ২০২০ সালে ফেডারেশনের অনেক নেতাকর্মী এবং উপদেষ্টা ইন্তেকাল করেছেন। বিশেষ করে ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবি এ্যাড. শেখ আনছার আলী, চট্টগ্রাম বন্দর ইসলামী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং

ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গণি, ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বৃহত্তর খুলনা বিভাগের সাবেক সভাপতি, সাবেক কাউন্সিলর মাওলানা এ বি এম হাবিবুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এবং ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ এর সহ-সভাপতি এম এ তাহের, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা কমিটির অন্যতম সদস্যা এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভানেত্রী আমেনা খাতুন, সিলেট বিভাগের সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল মতিন, বাগেরহাট জেলা সভাপতি শেখ জাকির হোসাইন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের শ্রমিক নেতা শামসুদ্দিন জহির, মতিউর রহমান শিকদার, শাহ আলম মিয়াজী, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার সভাপতি তাজুল ইসলাম, কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ এর চৌদ্দগ্রাম উপজেলা সভাপতি জয়নাল আবেদীন, লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার কালকিনি ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান, বরিশাল মহানগরী কোতয়ালী থানা প্রচার সেক্রেটারী সেলিম হাওলাদার ইন্তেকাল করেছেন। আজকের এই সম্মেলন তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাদের পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং সবরের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহতারাম ডা: শফিকুর রহমান, হামিদুর রহমান আজাদ, মোবারক হোসাইন এবং ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদকএস এম লুৎফর রহমানসহ করোনা আক্রান্ত ভাইদের আশু রোগমুক্তির জন্য আজকের এই সম্মেলন মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছে।

৩. আজকের এই সম্মেলন গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী ৮,০০০/- টাকা নির্ধারন করা হলেও অধিকাংশ গার্মেন্টস মালিক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী না দিয়ে বিভিন্নভাবে শ্রমিকদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এমনকি দাবি আদায়ের আন্দোলনকে দমনের নামে হয়রানি ও গ্রেফতার করে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদেরকে চাকুরীচ্যুত করছে। এই সম্মেলন গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমানে গৃহীত কালাকানুন টার্মিনেশন এ্যাক্ট বাতিল করে পূর্বের আইন বহাল করার জোর দাবী জানাচ্ছে এবং ১৬,০০০/- টাকা সর্বনিন্ম মজুরী নির্ধারণ করে মজুরী কমিশন ঘোষনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৪. আজকের এই সম্মেলন চাল-ডাল, তৈলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫. আজকের এই সম্মেলন বন্ধকৃত ২৫টি জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের যাবতীয় বকেয়া পাওনাদি অবিলম্বে পরিশোধ করার জোর দাবী জানাচ্ছে এবং বিএমআরই পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন করে উক্ত ২৫টি জুট মিলসহ বন্ধকৃত সকল কল-কারখানা অবিলম্বে চালু করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. আজকের এই সম্মেলন সরকারী, বে-সরকারী ও গার্মেন্টসসহ সকল শিল্প, কল-কারখানায় শ্রম আইন অনুযায়ী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদানসহ নারী শ্রমিকদের সন্তানের জন্য শিশু যত্মাগার স্থাপনের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

৭. আজকের এই সম্মেলন হোটেল শ্রমিক ও দোকান কর্মচারীসহ মালিকানা নির্বিশেষে বিরাজমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের নিরিখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরী কাঠামো পূর্ননির্ধারণের ও বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছে এবং পরিবহন, রিক্শা-ভ্যান, নির্মাণ, কৃষি, চাতাল শ্রমিকসহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ভিত্তিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহনের আহবান জানাচ্ছে।

৮. এই সম্মেলন আইএলও কনভেনশন মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৯. এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে বলছে যে, পরিবহন সেক্টরে নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে না পারলে পরিবহন শ্রমিকদের দুর্দশা শেষ হবে না। তাই এই সম্মেলন পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, চাঁদাবাজি ও হয়রানি বন্ধ করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

১০. আজকের এই সম্মেলন মনে করে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন অগ্রগতি মানে দেশের উন্নতি। তাই বাংলাদেশ রেলওয়েকে দ্রুত আধুনিকায়নের পাশাপাশি ঢাকা-লাকশাম-ঢাকা কর্ড লাইন, দোহাজারী-কক্সবাজার ও বগুড়া, জামতইলসহ সারাদেশে রেলওয়ে সম্প্রসারণ করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

১১. আজকের এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, ৯২ ভাগ মুসলমানের এই দেশে কুরআন সুন্নাহের আলোকে সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা চলার কথা। অথচ বর্তমানে দেশে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সুদ-ঘুষ, হত্যা-ধর্ষন মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তথাকথিত পীর-মাজার পূজা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা নাস্তিক এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির মদদে ভ্যাস্কর্যের নামে সারাদেশে মূর্তিপূজা আয়োজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আজকের এই সম্মেলন অবতিবিলম্বে ভ্যাস্কর্যসহ সকল ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জোর দাবী জানাচ্ছে।

১২. আজকের এই সম্মেলন মনে করে যে, শ্রমজীবি মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধান কুরআন, সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষে শ্রমজীবি মানুষসহ সকল স্তরের শ্রমিক জনতাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে শামিল হওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছে।

শাখা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সেবার মাধ্যমে ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে - ডাঃ শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ শফিকুর রহমান বলেছেন শ্রমিকদের সেবার মাধ্যমে ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে এবং তাদের কাছে ইসলামী শ্রমনীতির অনিবার্যতা তুলে ধরতে হবে। গত ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিভাগ, মহানগরী ও জেলা সভাপতি- সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হালিম। উক্ত সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, মজিবুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ। এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেজ আব্দুল হাই হারুণ, মাষ্টার শফিকুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, ড.সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, শাহজাহান আলী, খান গোলাম রসূল, এস এম লুৎফর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিব্বুল্লাহ সহ ফেডারেশনের ও বিভাগ, মহানগরী ও জেলা সভাপতি - সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ। ডাঃ শফিকুর রহমান আরও বলেন, ইসলামী শ্রমনীতির বাণী শ্রমিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এবং সেই সাথে অসহায়, অনাথ, বিপদগ্রস্ত নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের অন্যতম কাজ। অথচ আমরা এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যথাযতভাবে পালন করতে পারছিনা। ইনসাফ ভিত্তিক শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে গতিশীল করতে হলে অসহায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাখবে এগিয়ে যেতে হবে। সেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মন জয় করতে হবে। সেবামূলক কার্যক্রমকে নিয়মিত কাজের অংশ বানাতে হবে এবং প্রতিটি মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি দায়ীত্বশীলদের উদ্দেশ্য করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের শ্রমিকদের মাঝে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচারনা করে যেতে হবে। বান্দার হক তথা আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও গরিব-দুঃখী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং আর্তমানবতার সেবা, শ্রমিকদের সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। তিনি ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্বারোপ করে বলেন, শ্রমিক অঙ্গনের কাজকে এগিয়ে নিতে হলে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সক্রিয় করতে হবে এবং শ্রমিক ময়দানের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। শ্রমিকরা যাতে তাদের সুবিধা ও অধিকার আদায় করে নিতে পারে সে জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলো কে শক্তিশালী করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে আদর্শিক মানে উন্নিতকরতে হবে। তিনি আরো বলেন, আদর্শ ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হলে শ্রমিক ময়দানে অসৎ ও সুবিধাবাদী নেতৃত্ব থেকে শ্রমিকরা মুখ ফিরিয়ে নিবে। শ্রমিকদের পাশাপাশি মালিকদের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মালিকদের বিপদ আপদে শ্রমিক নেতৃত্বকে পাশে থাকতে হবে। শ্রমিক মালিক সু-সম্পর্ক গড়ার মধ্যে দিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে হবে। শ্রমিকদেরকে তাদের দায়িত্ববোধ সংক্রান্ত ধারণা ও নৈতিক জ্ঞান প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে সর্বত্র মজবুত সংগঠনে পরিনত করতে হবে। শ্রমিক বান্ধব কর্মসূচি ও শ্রমিক কল্যাণ মূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সকল পেশায় শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে সামনে থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি, সম্মেলনে ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ও বাগেরহাট জেলা সভাপতি মরহুম শেখ জাকির হোসেনের অবদানের কথা স্মরণ করে তাদের রুহের মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করেন।

পরিবহন সেক্টর সমূহের ট্রেড ইনউনিয়ন নেতৃবৃন্দদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সেবা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়ে পরিবহন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে -ডাঃ শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ শফিকুর রহমান বলেছেন পরিবহন সেক্টরের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল, অনিয়ম, জুলুম থেকে মুক্তি এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে পরিবহণ সেক্টরের দায়িত্বশীলদেরকে সেবা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়ে পরিবহন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। গত ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে পরিবহন সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত সারাদেশের দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও পরিবহন সেক্টরের সভাপতি কবির আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মাওলানা আব্দুস সামাদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও নৌ-পরিবহন শ্রমিক সেক্টরের সভাপতি লস্কর মো. তসলিম, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ স্থল বন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামান ও বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মহিব্বুল্লাহ প্রমূখ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আরো বলেন, সমাজের একশ্রেণীর ধূর্ত ও মতলববাজ ব্যক্তিরা নেতৃত্বের আসনে বসে যুগ যুগ ধরে দরদি বন্ধুর চাদর গায়ে দিয়ে এই অসহায় সরলমনা শ্রমিকদের শোষণ করে আসছে। কার্যত: এ মতলবাজ নেতারার শ্রমজীবী তথা-যারা গায়ে- গতরে খাটে, যাদের রক্ত পানি করে ঘাম ঝরে, যারা পরিবার পরিজনের একবেলা খাবার সংগ্রহের জন্য ছুটে বেড়ায় তাদের উপরেই জুলম করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দাবি আদায়ের নামে শ্রমিকদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আন্দোলনের সুফল একশ্রেণীর নেতারা ভোগ করছে অথচ শ্রমিকরা এর সুফল ভোগ করতে পারছেনা। ফলে শ্রমিকদের ভাগ্যের কোন উন্নয়ন হয়নি বরং তারা মজলুমই রয়ে গেল। আমাদের দায়িত্ব হবে এই অধিকারহারা মজলুম শ্রমিকদের সুসংগঠিত করে তাদের পাশে দাঁড়ানো। যাতে শ্রমিকরা মনে করে তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। আর এই কাজ করতে হবে আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতিথেকে এবং মহান আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই একটি সভ্যতা নির্মিত হয়। একটি দেশ উন্নত হয়। কিন্তু সে শ্রমিকরা আজ সর্বক্ষেত্রে নির্যাতিত, নিপীড়িত। এই নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অধিকারহারা শ্রমিকদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে নৈতিক, সাংগঠনিক ও পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন নেতৃত্বের বিকল্প নেই। তাই পরিবহনসহ সকল সেক্টরে নৈতিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পন্ন আদর্শীক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে দায়িত্বশীলদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে হবে।

ফেডারেশনের বাছাইকৃত নেতৃবৃন্দদের নিয়ে দিনব্যাপী শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে ভূমিকা রাখতে হবে -অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষ শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেনা। শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রম আইনের সুফল সত্যিকারভাবে শ্রমিকরা ভোগ করতে পারছেনা। এমতাবস্থায় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে যথাযথ ভূমিকা রাখতে আহবান জানান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মজিবুর রহমান। গত ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বাছাইকৃত দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথি বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী ভার্চুয়াল শিক্ষা শিবিরে ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম আইন, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, মাওলানা এ এইচ এম আব্দুল হালিম, ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। অন্যান্য আমি

নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, শাহজাহান আলী, খান গোলাম রসুল, ড. সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, লুৎফর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিব্বুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, প্রচার সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমীন, দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির প্রমূখ।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ২০২১ সালের নববর্ষের প্রকাশনা সামগ্রীর মোড়ক উন্মোচন

ইসলামী শ্রমনীতির প্রচার-প্রসারে সৃজনশীল প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন- ইসলামের সার্বজনীন আদর্শের দাওয়াতকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে একদিকে যেমন সময়োপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন অন্যদিকে সমকালীন বাতিল শক্তির মোকাবেলা করে আদর্শের ঝান্ডাকে উচ্চকিত রাখতে যোগ্যতা, দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি যথাযথ কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন। সাধারণ শ্রমিক জনগোষ্ঠীর কাছে আদর্শের দাওয়াত উপস্থাপন ও ইসলামী শ্রমনীতির প্রচার-প্রসারে সৃজনশীল প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রকাশিত ২০২১ সালের নববর্ষের প্রকাশনা সামগ্রীর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আযহারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিব্বুল্লাহ, দফতর সম্পাদক আবুল হাশেম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য সোহেল রানা মিঠু প্রমূখ। তিনি আরও বলেন, শ্রমিক জনগোষ্ঠী দেশের জন্য বড় সম্পদ। তারা আমাদের উৎপাদন ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এ শ্রমজীবী মানুষকে সঠিকভাবে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলতে অভ্যস্ত করতে আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে। তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ভূমিকা পালনের পাশাপাশি নৈতিকমান উন্নয়নেরও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একদিকে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছে অপরদিকে তাদেরকে আল্লাহভীরু ও নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আর্দশিকভাবে শ্রমিক ময়দানে একটি স্বতন্ত্রধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ফেডারেশনের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে শ্রমজীবী মানুষের আস্থা অর্জনে আমাদেরকে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি ফেডারেশনের ২০২১ সালের নববর্ষের প্রকাশনা ফেডারেশনের প্রচার- প্রসারের পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষদের ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশিত পদ্ধতিতে শ্রমজীবী মানুষকে ইসলামী শ্রমনীতির সুশীতল ছায়াতলে আহবান করতে ফেডারেশনের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান।

ফেডারেশনের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন- শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই সমাজ পরিবর্তন, সমাজের অন্যায় ও অবিচার দূরীকরণ, অধিকার আদায় এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া ইনসাফ ভিত্তিক শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা ও যোগ্যতা সম্পন্ন সামাজিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে নৈতিক মানসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। গত ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে বাছাইকৃত ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে আয়োজিত ভার্চুয়াল কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালিত কর্মশালায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, ড. এ.কে.এম. সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিব্বুল্লাহ, দফতর সম্পাদক আবুল হাশেম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, আমাদের দেশের বেশির ভাগ শ্রমিকরাই শ্রম আইন সম্পর্কে তেমন একটা জানেন না। শ্রমিক হিসেবে অন্য সবার মতো তারও আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার রয়েছে এটা না জানার কারণে অনেক শ্রমিক আইনি সুবিধালাভ থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ২১৩ ধারায় বলা হয়েছে যে কোন শ্রমিক তার আইনি অধিকার প্রয়োগের জন্য শ্রম আদালতে দরখাস্ত কিংবা মামলা করে তার অধিকার আদায় করতে পারেন। কিন্তু শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে না জানার ফলে অন্যায় ভাবে চাকুরীচ্যুত করা হলে কিংবা ন্যায্য মজুরিসহ শ্রম আইন প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা না পেলে সঠিক প্রতিকার লাভ করতে পারেনা। তাই ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে শ্রম আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং শ্রম আইনে শ্রমিকদের যে মৌলিক অধিকার দিয়েছে সে সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় ধারণা দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দদেরকে অবশ্যই সামাজিক উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি সদস্যকে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে সফল করতে হলে শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সমর্থন আদায় এবং আদর্শিক মানসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। ইউনিয়নের সদস্যদের আত্ম উন্নয়ন, নৈতিকমান উন্নয়নে নেতৃবৃন্দকে মূখ্য ভূমিকা রাখতে হবে। শ্রমিকদেরকে হালাল হারাম, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করতে হবে। শ্রমিকদেরকে আদর্শিক মানে উন্নীত করণ ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ করে তুলতে পারলে কর্মশালার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। উক্ত কর্মশালায় ফেডারেশনের অ্যাপিলিয়েটেড ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের বাছাইকৃত দুই শতাধিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

২৮ অক্টোবর শহীদদের স্মরণে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত

শ্রমিক নেতা শহীদ রুহুল আমিন ও হাবিবুর রহমান এ দেশে ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন- ২৮ অক্টোবরের শহীদগণ এ দেশে একটি ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে ফেডারেশনের সকল জনশক্তিসহ দেশের সর্বস্তরের শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। গত ২৮অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লগি-বৈঠার পৈশাচিক হামলায় নিহত শ্রমিক নেতা শহীদ রুহুল আমিন ও হাবিবুর রহমান স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, লস্কর মো: তসলিম, কবির আহমদ, কেন্দ্রীয় সহ- সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম প্রমুখ। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন, দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, কার্যকরী পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট জাবির হোসেন, মুজাহিদুল ইসলাম ও সোহেল রানা মিঠুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতির তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন- ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ যে হিংস্র চেহারা প্রদর্শন করেছে তা সারাবিশ্ব দেখেছে, সেই সাথে তাদের মিথ্যাচারের চরিত্রও সেদিন ফুটে উঠেছে। তারা সেদিন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মী শহীদ হাবিবুর রহমানকে হত্যা করে সে লাশ নিয়ে মিথ্যাচারের নাটক সাজিয়েছে। শহীদ হাবিবুর রহমানকে নিজেদের কর্মী হিসাবে দাবী করেই শুধু ক্ষ্যান্ত হয়নি বরং তাদের এক কর্মীকে সে লাশের মিথ্যা বাবাও সাজিয়েছে যা দেখে গোটা দেশবাসী অবাক হয়েছিলো। তারা সেদিন লাশের উপর নিত্য করে জঘন্যতম নৃশংসতা চালিয়ে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা ২৭ অক্টোবর বিকালে গাজীপুর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি রুহুল আমিনকে পরিকল্পিতভাবে লগি-বৈঠা দিয়ে হামলা করে শহীদ করেছে। হতাহতদের এ ত্যাগ কালের অনাগত শ্রমিক বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, মিডিয়ার সুবাধে সেদিনের আওয়ামী হায়েনাদের বিভৎষতা, ভয়ানক তান্ডব আর পাশবিকতা প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব মানবতা। কিন্তু ইতিহাসের এই বর্বরতম হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের এখনো বিচার করা হয়নি। তিনি এই মানবতাবিরোধী অপরাধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখি করে শাস্তি প্রদান করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। পরিশেষে ২৮ অক্টোবরে শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও শাহাদতের উচ্চ মর্যাদা কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মুনাজাত করা হয়।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত

শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও সাংগঠনিক মজবুতি অর্জনে নেতৃবৃন্দকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন- শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সৎ, যোগ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন নেতৃত্বের সংকটের কারণে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনকে গতিশীল করতে তৃনমূল পর্যায় থেকে শ্রমিক নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও সাংগঠনিক মজবুতি অর্জনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। গত ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, কবির আহমেদ, মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, মহিলা বিভাগীয় সম্পাদ রোজিনা আক্তার প্রমূখ। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সহ-সাধারন সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, গোলাম রসূল খান, শাহজাহান আলী, ড. সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, এস এম লুৎফর রহমান,অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিব্বুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, দফতর সম্পাদক আবুল হাশেম, প্রচার সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিনসহ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ। জনাব শামসুল ইসলাম আরো বলেন- শ্রমজীবী মানুষের সঠিক মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং অধিকার আদায়ে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনের বিকল্প নেই। ইসলামী শ্রমনীতিকে বাস্তবায়ন করতে হলে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শ্রমিক জনগোষ্ঠীর বড় অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনে শামিল করতে পারলে যে কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। আমরা যদি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এই পথহারা শ্রমিকদের মাঝে রাসূল (সা:) প্রদর্শিত ইসলামী শ্রমনীতির অনিবার্যতা তুলে ধরতে পারি এবং তাদের সুসংগঠিত করে সৎ নেতৃত্ব তৈরীতে ভূমিকা রাখতে পারি তাহলে আন্দোলনকে সফল করা সম্ভব হবে।

কেন্দ্রীয় সেক্টর দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

শ্রমিক আন্দোলনকে গণমুখি করতে সেক্টর ভিত্তিক কাজকে গতিশীল করতে হবে -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে গণমুখের সংগঠন, শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হলে সেক্টর ভিত্তিক কাজকে আরও গতিশীল করতে হবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। গত ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সেক্টর দায়িত্বশীলদের বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রব্বানী, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন, দফতর সম্পাদক আবুল হাশেম প্রমূখ। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন- আমরা যদি প্রতিটি শ্রমিকের কাছে ইসলামী শ্রমনীতির অনিবার্যতা তুলে ধরতে চাই তাহলে আমাদেরকে সেক্টর ভিত্তিক কাজকে ভাগ করে প্রতিটি শ্রমিকের কাছে পৌঁছাতে হবে। আর এ-র জন্য সেক্টর ভিত্তিক কাজকে আরও গতিশীল করতে হবে এবং এ-র জন্য সেক্টর দায়িত্বশীলদের ধৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। জনাব শামসুল ইসলাম ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব তুলে ধরে সেক্টর দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্য বলেন- ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের একটি ছাতা।

শ্রমজীবী মানুষদের এ ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলে একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করা যাবেনা তেমনিভাবে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা যাবেনা। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে সেক্টর দায়িত্বশীলদের যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর বার্ষিক দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শ্রমিক অধিকার রক্ষায় মালিক-শ্রমিক সু-সম্পর্ক তৈরি করে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ এগিয়ে নিতে হবে -আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম বলেন- বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে সিংহভাগ অবদান শ্রমিক মেহনতি মানুষের। দেশের জনশক্তি ও জনসংখ্যার বেশিরভাগ শ্রমিকজনতা। তাই শ্রমিকদের বঞ্চিত করে দেশকে এগিয়ে নেওয়া অসম্ভব। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রদানের মধ্যেই রয়েছে দেশের ও দশের কল্যাণ। শ্রমিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা নই বরং শ্রমিক অধিকার রক্ষায় মালিক-শ্রমিক সু-সম্পর্ক তৈরি করে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। গত ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বার্ষিক দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য মুহাম্মদ ইসহাক, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবুবক্কর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি মাওলানা নুরুল হোসাইন, কক্সবাজার জেলা সভাপতি আলমগীর হোসাইন, খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি আব্দুল মন্নান, চট্টগ্রাম মহানগরী সহ-সভাপতি ডা. আব্দুল্লাহ ওয়াছি, কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, সাইদুর রহমান, মুহাম্মদ এনামুল কবির, মুহাম্মদ সেলিম পাটোয়ারী, আব্দুল কাদের ভূঁইয়া, মকবুল আহমদসহ মহানগরীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, অঞ্চল, থানা ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি আরও বলেন, চট্টগ্রাম হচ্ছে সকল অন্যায়, অনাচার, জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের সুতিকাগার। চট্টগ্রাম থেকেই দেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। সুতরাং শ্রমিক আন্দোলনেও চট্টগ্রাম কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করবে, ইনশাআল্লাহ। মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা, শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সার্বক্ষণিক পাশে থাকা, অসহায় গরিব মেহনতি মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দায়িত্বশীলদের প্রকৃত শ্রমিকনেতার ভূমিকা পালন করতে হবে।

সেবা ও কল্যাণ মূলক কাজের মাধ্যমে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে -আ ন ম শামসুল ইসলাম

সেবা ও কল্যাণ মূলক কাজের মাধ্যমে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের অনিবার্যতা শ্রমিকদের কাছে তুলে ধরতে দায়িত্বশীলদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। গত ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ২০২১-২০২২ সেশনের জন্য নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অধিবেশনে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, আবু তাহের খান, মাষ্টার হওয়ায় শফিকুল আলম, কবির আহমেদ, মজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, সহ-সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, মহিব্বুল্লাহ, ড. সৈয়দ সরোয়ার সিদ্দিকী, এস এম লুৎফর রহমান, কোষাধ্যক্ষ আযহারুল ইসলামসহ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন- শ্রমজীবী ও মেহনতী মানুষের যদি অন্তর জয় করতে হয় তাহলে তাদের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করতে হবে, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল তাদের বুঝাতে হবে। তিনি আরো বলেন- শ্রমিকরাই একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী শ্রমিক। আর এই বিশাল অংশ শ্রমিক তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। অধিকার হারা শ্রমিকদের যদি আমরা বোঝাতে পারি ইসলামী শ্রমনীতির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সত্যিকার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বর্তমানে শ্রমিকরা জানেইনা ইসলাম তাদের কি অধিকার দিয়েছে। আগামী দিনে শ্রমিকদের অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা ও শ্রম সেক্টরে কাঙ্খিত পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে ইসলামি শ্রমনীতির প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সকল দায়িত্বশীলদের শত প্রতিকূলতার মাঝেও দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর সাহায্যে কামনা করতে হবে।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন ২০২০

স্বাধিনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা অবিস্মরণীয় -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন- ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিকদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। যদিও সেই স্বীকৃতি আজও তাঁরা পাননি। শুধু তাই নয় আজ বিজয়ের ৪৯তম বছর পার করলেও শ্রমিকদের অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ-ই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, মহিব্বুল্লাহ প্রমুখ। জনাব শামসুল ইসলাম আরও বলেন- স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কলকাতায় গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র অধিকাংশই ছিলেন শ্রমিকনেতা। আশির দশকে সামরিক স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনে নানা প্রলোভনের মধ্যেও শ্রমিকনেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গঠিত হয়েছিল ১৯টি শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল হয়েছিলো। এ থেকেই বুঝা যায় যখনই শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষ যে কোন সংগ্রামে যুক্ত হয়েছেন তখনই এই সংগ্রাম অসীম বলে বলীয়ান হয়ে বিজয়ের ভিত্তি রচনা করেছে। তিনি আরও বলেন, আজ আমাদের ভাবতে হবে, ইতিহাসের সকল আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ত্যাগের পরিমাণ অনুযায়ী, প্রাপ্তির পরিমাণ কতটুকু? কেনো আজও অর্জিত হয়নি শ্রমজীবী মানুষের সত্যিকার অর্থনৈতিক

মুক্তি। তাই দেশপ্রেমিক শ্রমিক জনতার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সত্যিকার অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি একটি ইনসাফভিত্তিক শ্রমনীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এদেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠালাভ করবে। আগামীতে শ্রমিকদের সুসংগঠিত করে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলীর স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে শেখ আনসার আলী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন- শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। গত ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক এমপি, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক মরহুম অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলীর স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিব্বুল্লাহ প্রমুখ। জনাব শামসুল ইসলাম বলেন অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং আইনজীবীদের নেতা। তিনি ইসলামী শ্রমনীতির ভিত্তিতে ন্যায় ও ইনসাফের শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন। তিনি দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের কণ্ঠস্বর ছিলেন। তাই অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলীর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে ইসলামী শ্রমনীতির প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মীদের নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। পরে তিনি মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা ও জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দানের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন।

সেক্টর দায়িত্বশীল ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দদের নিয়ে ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন- ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের একমাত্র সংগঠন ও শক্তি। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করাই হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে সংগঠিত ও সচেতন করে ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। গত ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে কৃষি, মৎস, চাতাল, দোকান-কর্মচারী ও হকার্স, হোটেল, হাসপাতাল, নির্মাণ, ছাপাখানা, করাত কল, কাঠমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, ইটভাটা, মাটিকাটা শ্রমিক সেক্টরের দায়িত্বশীল ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোর ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ-ই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আজহারুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান আলোচক ছিলেন ফেডারেশনের অন্যতম উপদেষ্টা ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা এ এইচ এম আব্দুল হালিম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দোকান কর্মচারী ও হকার্স শ্রমিক সেক্টরের সভাপতি শ্রমিক নেতা এস এম লুৎফর রহমান, নির্মাণ শ্রমিক সেক্টরের সভাপতি নুরুল আমিন প্রমুখ। প্রধান অতিথি আরও বলেন- ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি নিজেদের নৈতিক মান উন্নত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য সর্বদা আদর্শিক জ্ঞান অর্জন ও আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি লালন করতে হবে। সঠিক কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে সাধারণ শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমিকদের সেবার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নের কোন বিকল্প নেই। প্রধান আলোচকের বক্তব্যে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সেক্টর দায়িত্বশীলদের কে যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক ময়দানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদেরকে স্ব- স্ব পেশার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামাতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নকে নির্যাতিত, নিপীড়িত শ্রমিকদের অভিভাবক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনের গনভিত্তি তৈরিতে সেবামূলক কার্যক্রমকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন আদর্শভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনকে গতিশীল করতে পেশা ভিত্তিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে। স্ব স্ব ইউনিয়নকে শক্তিশালী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নিজনিজ পেশায় শ্রম আইনে যে অধিকার দিয়েছে সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট দাবী দাওয়া নির্ধারণ করে তা আদায়ের জন্য শ্রমিকদের সুসংগঠিত করে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে। উক্ত কর্মশালায় সারাদেশের তিন শতাধিকের উপর সেক্টর ও ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে শ্রমিকদের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে বিজয় দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হুসাইন, আব্দুস সালাম, মোঃ মহিব্বুল্লাহ, দফতর সম্পাদক নুরুল আমিন, প্রকাশনা সম্পাদক আবুল হাশেম, আইন আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমুখ।

আদালতে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন। তাদের জামিন আবেদন না মঞ্জুর

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য দরিদ্র জনগনের ক্রয়সীমার মধ্যে নিয়ে আসার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতিতে সীমিত আয়ের লোক, নিম্নমধ্যবৃত্ত, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান স্বাভাবিক রাখতে নাভিশ্বাস উঠেছে। শাক সবজিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাদের সীমিত আয়ের বড় অংশ চলে যাচ্ছে চাল-ডাল, শাক-সবজিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কিনতে। সীমিত আয়ের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ যাতে তাদের পরিবার নিয়ে দু'বেলা খেয়ে দিনযাপন করতে পারে সে জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য দরিদ্র জনগণের ক্রয় সীমার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য গত ১২ অক্টোবর এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এ আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, বাজারে মুরগির চেয়ে সবজির দাম বেশি।করলার কেজি বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা, শিম ১৩০ থেকে ১৬০ টাকা, আলু প্রতি কেজি ৫০-৫৫ টাকা, কাঁচা মরিচের দাম প্রতি কেজি ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা, ডিম প্রতি ডজন ১১৫ থেকে ১২০ টাকা, বরবটি ৮০ থেকে ১২০ টাকা,বেগুন ৮০ থেকে ১২০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। এভাবে চাল ডাল সহ সকল পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে হঠাৎ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কোন সুনির্দিষ্ট কারণ নেই। অতিরিক্ত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, সরকার পক্ষের দলীয় কর্তাব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে ভাবে এ মূল্য বৃদ্ধির সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত। মূলত তারাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন, সরকারের উপর মহলের সাথে যোগ সাজস করে এক শ্রেণীর অতিরিক্ত মুনাফা লোভী, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে বলে সাধারণ জনগন মনে করেন। যার কারণেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যাচ্ছে। তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সরকারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ প্রধানত: দু'টি বিষয় প্রত্যাশা করে। একটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ, অন্যটি হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ। কিন্তু দেশ পরিচালনায় সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও অবহেলার কারণে দেশে নজিরবিহীন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। যার ফলে একজন খেটে খাওয়া দিনমজুরের পক্ষে শুধু আলু ভর্তা আর ডাল খাওয়াও এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনতিবিলম্বে জনগনের মৌলিক সমস্যার সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন নতুবা ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করে জনগনকে মুক্তি দিন।

অবিলম্বে রাঙ্গামাটি জেলার গ্রেফতারকৃত শ্রমিক নেতাদের মুক্তি দিন -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি পৌর সভাপতি জিল্লুর রহমান, বাঘাছড়ি উপজেলা সভাপতি মশিয়ার রহমান জাহাঙ্গীর, সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন এবং রিজার্ভ বাজার ওয়ার্ড সভাপতি আল-হেলালকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম গত ১২ অক্টোবর এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, রাঙ্গামাটি জেলার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ একটি মিথ্যা মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে যান এবং জামিন আবেদন করলে তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো হয়। তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দশ্যপ্রণোদিত। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তারা বিস্মিত। তিনি আরও বলেন, সরকার রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে অপকৌশলে বিরোধী মতকে দমানোর চেষ্টা করছে। তারই অংশ হিসেবে শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করতে আদালতকে ব্যবহার করছে। আমি সরকারের এমন আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত শ্রমিক নেতৃবৃন্দর নি:শর্ত মুক্তি দেয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

বিশিষ্ট সাংবাদিক নেতা রুহুল আমিন গাজীকে গ্রেফতারে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

বিশিষ্ট সাংবাদিক নেতা জনাব রুহুল আমিন গাজীকে গ্রেফতারে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম গত ২৩ অক্টোবর শুক্রবার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহবায়ক, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফইউজের সভাপতি, দৈনিক সংগ্রামের চিফ রিপোর্টার ও বিশেষ প্রতিনিধি জনাব রুহুল আমিন গাজীকে গত ২১ অক্টোবর সন্ধ্যায় তার কর্মস্থল দৈনিক সংগ্রাম অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল আইন ও দবিধির ১২৪-ক ধারায় মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলায় তিনি উচ্চ আদালত থেকে জামিনে ছিলেন। তাকে হয়রানি করার হীনউদ্দেশ্যে নন এফ আই আর মামলায় প্রসিকিউশন দাখিল করে, মূল মামলায় জামিনে থাকা সত্ত্বেও গ্রেফতার করে সরকার সংবিধান ও মৌলিক মানবাধিকার সুস্পষ্টভাবে লংঘন করেছে। তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক সভ্য সমাজে স্বাধীন মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার। বর্তমান সরকারের আমলে জনগণের সকল অধিকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় হরণ করা হয়েছে। রুদ্ধ করা হয়েছে নির্ভিকভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে। তিনি বলেন, ইতোপূর্বেও দৈনিক সংগ্রামের প্রবীণ সম্পাদক, সাংবাদিক আবুল আসাদকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণ রেখেছে। এধরণের অন্যায় ও ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডে আমরা বাকরুদ্ধ , বলার কোনো ভাষা নেই আমাদের। তিনি অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত সাংবাদিক নেতা জনাব রুহুল আমিন গাজীসহ সকল সাংবাদিকের নি:শর্ত মুক্তি দেয়ার জোর দাবি জানান।

ফ্রান্সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় মদদে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম গত ২৬ অক্টোবর সোমবার এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় মদদে পুলিশি পাহারায় একটি বহুতল ভবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। ইতোপূর্বেও ফ্রান্সের একটি পত্রিকা মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ করেছিল। এ সকল ন্যক্কারজনক ঘটনায় ফরাসি প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ মদদ দেয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি আরও বলেন, ফ্রান্সের বিতর্কিত ম্যাগাজিন শার্লি হেবদো বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কার্টুন প্রকাশ করে শুধু বিশ্ব নবীকেই অপমান করেনি বরং কোটি কোটি মুমিন মুসলমানের হৃদয়ে ও অনুভূতিতে আঘাত করেছে, অপমান করেছে। বাক স্বাধীনতার নামে এমন জঘন্যতম অন্যায় কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। বিশ্বনবীর অবমাননার ঘটনা অসভ্যতাকেও হার মানিয়েছে। জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, ফ্রান্স যে উগ্রতা আর হিংস্রতা দেখাচ্ছে তা সহ্য করার মতো না। এজন্য ফ্রান্সকে মুসলিম উম্মাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে এমন কর্মকাণ্ড না

করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করতে হবে। তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, এই ঘটনায় অবশ্যই ফ্রান্সের প্রতি রাষ্ট্রীয় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং বিশ্বের অন্যতম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে ভূমিকা রাখারও উদাত্ত আহ্বান জানান।

তাজরীন ফ্যাশন ট্রাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবার আজও ক্ষতিপূরণ পায়নি - শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

তাজরিন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডের আট বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও আজ অবধি অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও আহত শ্রমিকরা দেশি-বিদেশী বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাওয়া কিছু অনুদান ছাড়া দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাননি। ক্ষতিপূরণ না পাওয়া নিহত, কর্ম-অক্ষম ও পঙ্গু শ্রমিকদের পরিবার বছরের পর বছর যাবত মানবেতর জীবনযাপন করছে। গত ২৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম এক বিবৃতিতে এ-ই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরীন ফ্যাশন ট্রাজেডি আমাদেরকে শোক-বিহ্বল করে তোলে। সেদিনের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ১১৭ জন নিরীহ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছিলেন। আহত হয়েছিলেন অসংখ্য শ্রমিক। ৯ তলা ভবনের ৬ তলাই ভস্মীভূত হয়েছিল। কিন্তু এই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহত, আহত, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ক্ষতিপূরণ থেকে আজও বঞ্চিত রয়ে গেছে। তিনি তাজরীন ফ্যাশন ট্রাজেডিতে নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কথা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন এবং নিহত শ্রমিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করেন।

শোকবাণী

এডভোকেট শেখ আনসার আলীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক এমপি, International Islamic confederation of labour (IICL) (ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার) এর সাবেক সহ-সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সহ-সম্পাদক জনাব এডভোকেট শেখ আনসার আলী ৭৮ বছর বয়সে গত ৬ অক্টোবর ২০২০ দুপুর ১.০০ টায় মস্তিস্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ইন্তিকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন) জনাব এডভোকেট শেখ আনসার আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান যৌথ শোকবানী প্রদান করেছেন। শোকবানীতে তারা বলেন, বাংলাদেশের ইনসাফপূর্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এডভোকেট শেখ আনসার আলী নিজ অবস্থান থেকে শিক্ষা, সমাজ ও জাতি গঠন, ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং দেশ ও জাতির বিশেষ করে শ্রমিকদের কল্যাণে নিঃস্বার্থে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। তিনি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ছিলেন আপোষহীন। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক শ্রমিক জনতার কল্যাণকামী মহান অভিভাবক। তিনি আজীবন আদর্শ, চরিত্রবান, সৎ খোদাভীরু শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তার কর্মময় জীবন আদর্শ জীবন গড়ার জন্য প্রেরণা দিবে। শোক বানীতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার- পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। মরহুমের জানাযার নামাজ গত ৬ অক্টোবর ২০২০ বাদ মাগরিব পল্টন বটতলা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ শফিকুর রহমান। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মজিবুর রহমান,সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কবির আহমদ, লস্কর মোঃ তসলিম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন, দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেমসহ মহানগরী, থানা ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, নাতি-নাতনি ও আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় গ্রহন করেছেন।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বাগেরহাট জেলা সভাপতি শেখ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বাগেরহাট জেলা সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষিজীবি শ্রমিক ইউনিয়নের খুলনা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শেখ জাকির হোসেন (৫৫) গত ৭ অক্টোবর বুধবার দিবাগত রাত ২.৩০ মিনিটে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে খুলনা গাজী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শেখ জাকির হোসেনের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার এক যৌথ শোকবানী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে তারা বলেন, বাংলাদেশে ইসলামী শ্রমনীতির প্রচার ও প্রসারে এবং ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শেখ জাকির হোসেন অসামান্য অবদান রেখেছেন। দরিদ্র ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে তিনি আমৃত্যু ভূমিকা রেখে গেছেন। একজন জনপ্রিয় শ্রমিক নেতার পাশাপাশি তিনি অনেক মসজিদ- মাদ্রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছেন। তার ইন্তেকালে শ্রমিক আন্দোলন এক সম্ভাবনাময়ী নেতাকে হারালো এবং শ্রমজীবি মানুষ হারাল একজন উত্তম অভিভাবক। শোক বানীতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার- পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ কন্যা ও ১ পুত্র সন্তান ও আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। মরহুমের জানাজা নামাজ গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার আসর বাদ বাগেরহাট পচা দীঘির পাড় খান জাহান আলী আলিম মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রমিকনেতা সোলাইমান হোসেন মুন্নার ভাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক সোলাইমান হোসেন মুন্নার বড় ভাই মোঃ মোশাররফ হোসেন সরকার ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোক বানীতে তিনি বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী

করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য মোঃ সোলাইমান হোসেন মুন্নার ভাই মোঃ মোশাররফ হোসেন সরকার ৬৬ বছর বয়সে গত ৯ নভেম্বর ভোর ৪.৩০ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ মাসদাইর নিজ বাসভবন থেকে হাসপাতালে নেয়ার পথে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হার্টের বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন। মরহুমের জানাযার নামাজ ১০ নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর থানার ষাটনল ইউনিয়নের ষাটনল গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ফেডারেশনের থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন পর্যায়ের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে নিজ পারিবারিক কবরস্থানে তাকে শায়িত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ১ ছেলে, ১ মেয়ে, ও আত্মীয়-স্বজন অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় গ্রহন করেছেন।

শ্রমিক নেতা এম এ তাহেরের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বৃহত্তর চট্রগ্রাম বিভাগের সাবেক সভাপতি প্রবীণ শ্রমিক নেতা এম এ তাহের গত ১৭ নভেম্বর রাত ৩.৪৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব এম এ তাহেরের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার এক যৌথ শোক বার্তায় তারা এই শোক প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, জনাব এম এ তাহের ছিলেন ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনের একজন অগ্রসেনানী। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবনমান উন্নয়ন ও ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করতে তিনি নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের প্রিয় নেতা। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের সংগঠিত করে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনে তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন।

তিনি শ্রমিক অঙ্গনে থেকেও অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদরাসা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম ইসলামি সমাজ কল্যাণ পরিষদের দীর্ঘদিন সেক্রেটারি ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তার এই ভূমিকা শুধু চট্টগ্রামবাসী নয় এদেশের ইসলাম প্রিয় শ্রমজীবী মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে ইনশাআল্লাহ। নেতৃবৃন্দ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করেন মহান আল্লাহ যেন তার সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং তার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ধানের ট্রলি উল্টে শ্রমিক নিহতদের ঘটনায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় ধানের ট্রলি উল্টে খাদে পড়ে নয়জন ধানকাটা শ্রমিক নিহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে হৃদয় বিদারক এই ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তিনি এই শোক প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন , চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় এ পর্যন্ত যারা প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন তাদের স্বজনদের মতো আমিও গভীরভাবে ব্যথিত, শোকাভিভূত ও উদ্বিগ্ন। বারবার সড়ক দুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষের জীবনহানি ঘটলেও দুর্ঘটনার যথাযথ কারণ খতিয়ে দেখে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের শিথিলতার কারণেই দুর্ঘটনা এখন চরম মাত্রা লাভ করেছে। তিনি বলেন, অনেক সময় চালকদের বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো এবং অসতর্কতার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সতর্ক হওয়া উচিত। জনাব শামসুল ইসলাম আহত ও নিহত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ শোকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন এবং নিহতদের উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান ও আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

শ্রমিক নেতা ফজলুল হক মন্টুর মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

জাতীয় শ্রমিক লীগ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মন্টুর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। গত ২০ নভেম্বর শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ২০ নভেম্বর শুক্রবার এক শোক বার্তায় তিনি এ-ই শোক প্রকাশ করেন। শোকাবার্তায় তিনি বলেন, ফজলুল হক মন্টু স্বাধিকার, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। তার মতো একজন অভিজ্ঞ শ্রমিক নেতার পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ে আমি গভীরভাবে শোকাহত হয়েছি।

তিনি বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

আড়াইবাড়ী দরবার শরীফের পীর আল্লামা গোলাম সারোয়ার সাঈদীর মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, আড়াইবাড়ী কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ও আড়াইবাড়ী দরবার শরীফের পীর আল্লামা গোলাম সারোয়ার সাঈদীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। করোনায় আক্রান্ত হয়ে বেশকিছু দিন ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে (এপোলো হাসপাতাল) লাইফ সাপোর্টে থাকার পর গত ২১ নভেম্বর শনিবার ভোর সোয়া চারটায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম সরোয়ার সাঈদীর বিশেষ অবদানের কথা স্মরণ করে গত ২১ নভেম্বর শনিবার এক যৌথ শোক বার্তায় তারা এ শোক প্রকাশ করেন। তারা বলেন, মাওলানা গোলাম সারোয়ার সাঈদী দেশের একজন স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন ছিলেন। এই মহান আলেমে দ্বীন নিজের মেধা, যোগ্যতা, প্রজ্ঞা,আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি

ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল এক দায়ী-ইলাল্লাহ এবং ইসলামী জীবন আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এক অকুতোভয় সৈনিক। তিনি তার কর্মের মাধ্যমে আমাদের মাঝে জাগরুক থাকবেন শতাব্দী থেকে শতাব্দীকাল। মুসলিম উম্মাহর জন্য তিনি হয়ে থাকবেন প্রেরণার বাতিঘর। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ইসলাম ও মানবতার খেদমতে তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন এ শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। তার পরিবারকে ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দিন। তার পরিবার যেন এ শোক কাটিয়ে উঠতে পারেন সেজন্য মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট দোআ করছি।

শ্রমিক নেতা আলমগীর হোসেন মনিরের ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল জেলা পূর্বের বাবুগঞ্জ উপজেলার সাধারণ সম্পাদক ও দর্জি শ্রমিক বরিশাল জেলা পূর্বের সভাপতি আলমগীর হোসেন মনির ৫৫ বছর বয়সে গত ২২ নভেম্বর রবিবার দুপুর ২.১৫ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। জনাব আলমগীর হোসেনের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম এক শোকবানী প্রদান করেছেন। শোকবানীতে তিনি বলেন, ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমিক নেতা আলমগীর হোসেন মনির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণে তিনি আমৃত্যু সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে গেছেন। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। শোক বানীতে তিনি বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। মরহুমের জানাযা নামাজ গত ২৩ নভেম্বর সোমবার সকাল ০৮.৩০ ঘটিকায় বাবুগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ ভূতেরদিয়া নিজ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ মেয়ে, ২ ছেলে, আত্নীয় স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় গ্রহন করেছেন।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের মাতার ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মজিবুর রহমানের মাতা হামিদা খাতুনের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ১১ ডিসেম্বর শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে মরহুমার নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, হামিদা খাতুন একজন দা'য়ী ইলাল্লাহ, রত্নাগর্ভা মা, এবং ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনের কর্মীদের অভিভাবকতুল্য একজন গুণী মহিলা ছিলেন। তিনি ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত সম্প্রসারণে আন্তরিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং ফেডারেশনের নেতা কর্মীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন যা ইনসাফপূর্ন শ্রমনীতির আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। নেতৃদ্বয় আরও বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন। তাঁর গুণাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন। তাঁর জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। উল্লেখ্য, অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের মাতা হামিদা খাতুন বার্ধক্যসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১১ ডিসেম্বর বিকাল ৫টায় ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিসহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। গত ১২ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় মহিশালবাড়িতে জানাযা শেষে তাকে সেখানেই দাফন করা হয়েছে।

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর ইন্তিকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ এক যৌথ শোকবাণী প্রদান করেছেন। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী গত ১ ডিসেম্বর থেকে শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানী ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কয়েক দিন আগে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে তাঁকে আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি গত ১৩ ডিসেম্বর দুপুরে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শোক বার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সংকটে নিজেকে সামনে মেলে ধরার এক দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন । বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। তার ইন্তেকালে দেশ একজন বিদগ্ধ আলেম ও আধ্যাত্মিক জগতের এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বকে হারাল। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ইসলাম ও মানবতার খেদমতে তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন এ শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহ তার পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। তার শোকাহত পরিবার-পরিজন ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

গণসঙ্গীত শিল্পী আবুল কাশেমের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

গণসঙ্গীত শিল্পী আবুল কাশেমের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ এক যৌথ বিবৃতিতে শোকবাণী প্রদান করেছেন। গণসঙ্গীত শিল্পী আবুল কাশেম গত ১৮ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। শোক বার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম এদেশে সুস্থ ও রুচীশীল সাংস্কৃতিক ধারা সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। তিনি অশ্লীল ও কুরুচীপূর্ণ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন সুস্থ, সুন্দর ও মননশীল চিন্তার অধিকারী এক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। নেতৃববন্দ আরও বলেন, তার ইন্তেকালে সাংস্কৃতিক অঙ্গণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তার অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মহান আল্লাহ তার পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। তার শোকাহত পরিবার-পরিজন ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শ্রমিকনেতা আব্দুল মজিদের ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার,সদর উপজেলা শাখার ১ নং উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মজিদ ৬৫ বছর বয়সে গত ২৬ ডিসেম্বর রাত ৭ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান এক যৌথ শোকবানী প্রদান করেছেন। শোকবানীতে তারা বলেন, বাংলাদেশের ইনসাফপূর্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমিক নেকা আব্দুল মজিদ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণে তিনি আমৃত্যু সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে গেছেন। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। শোক বানীতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। মরহুমের জানাযা গত ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০.৩০ মিনিটে বিজয় নগর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাষ্টার রুহুল আমিন ভূইয়া, জেলা উপদেষ্টা সদস্য এ আর হাফিজুল্লাহ, নাসিরউদ্দিন মাহমুদ, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মুমিন উল্লাহ পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার, সদর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাষ্টার মুমিনুল হক, ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি হুসাইন আহমেদ মেলেটারী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হুদা, ১ নং উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা ত্বহাসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন জানাজা শেষে নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয় ।তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে, ৩ ছেলে, আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় গ্রহন করেছেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম এডভোকেট শেখ আনসার আলীর স্মরণে কেন্দ্র ঘোষিত দোয়া মাহফিল কর্মসূচীর অংশ বিশেষ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এডভোকেট শেখ আনসার আলীর স্মরণে ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে ও দোয়া পরিচালনা করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। মহানগরী সভাপতি মহিব্বুল্লার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এসময় মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এডভোকেট শেখ আনসার আলীর স্মরণে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে ও দোয়া পরিচালনা করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানের পরিচালনায় এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন চঞ্চল, সোহেল রানা মিঠুসহ থানা দায়িত্বশীল বৃন্দ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

এডভোকেট শেখ আনসার আলীর স্মরণে চট্রগ্রাম মহানগরী আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের পরিচালনায় এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, আবু তালেব চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আজিজ শোয়াইব, কোষাধ্যক্ষ কাজী রফিকুল হক, হোটেল শ্রমিক নেতা মুহাম্মদ নুরুন্নবী প্রমূখ। পরে মহানগরী সভাপতি আবু তাহের খান দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন।

খুলনা মহানগরী

এডভোকেট শেখ আনসার আলীর স্মরণে খুলনা মহানগরী আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ফারাজীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন ফেডারেশনের খালিশপুর থানার প্রধান উপদেষ্টা আহমদ গাজী। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শহিদুল ইসলাম, মোখলেছুর রহমান, কামরুল ইসলামসহ স্থানীয় ট্রেডইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

রাজবাড়ী জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজবাড়ী জেলা সভাপতি সোলাইমান মুন্সীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব সেখ আনছার আলীর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলার সহ-সভাপতি আঃ রউফ মোল্লা। এসময় স্থানীয় ট্রেডইউনিয়ন ও অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলা

মরহুম শেখ আনসার আলী রুহের মাগফেরাত কামনায় ময়মনসিংহ জেলা শাখার উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মাহবুবুর রশিদ ফরাজীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা আঃ করিম। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভালুকা উপজেলার উপদেষ্টা ছাইফুল্যাহ পাঠান, উপদেষ্টা এমদাদুল হক সহ জেলার অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ঠাকুরগাঁও জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম এড. শেখ আনসার আলীর রুহের মাগফিরাত কামনা করে ঠাকুরগাঁও জেলার সভাপতি মোঃ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ বদরুল ইসলাম, দর্জি জেলা সভাপতি মাওলানা মিজানুর রহমান, রিকসা-ভ্যান জেলা সভাপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, নির্মাণ জেলা সভাপতি মোঃ আল মামুন ইসলাম, হোটেল শ্রমিক জেলা সভাপতি মোঃ হায়দার আলী, দোকান- কর্মচারী জেলা সভাপতি জনাব বাবুল আহাম্মেদ প্রমূখ ।

বরিশাল জেলা পূর্ব

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি মরহুম এ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলীর রুহের মাগফেরাত কামনায় বরিশাল পূর্ব জেলার উদ্যেগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগের সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান। জেলা সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক সোহরাবের পরিচালনায় ও জেলা সভাপতি জহির উদ্দিন ইয়ামিনের সভাপতিত্বে

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা উপদেষ্টা আজম খান, পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান, শ্রমিক নেতা শাহেআলম জমদ্দার, ইব্রাহিমসহ স্থানিয় নেতৃবৃন্দ।

মাদারীপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি মরহুম এ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলীর রুহের মাগফেরাত কামনায় মাদারীপুর জেলার উদ্যেগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশন জেলা নির্বাহী সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এসময় দোয়া মাহফিলে অন্যান্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা দফতর সম্পাদক মোঃ মোতালিব সৌরভ, জেলা আইন বিষয়ক সম্পাদক জুবায়ের আল মাহমুদসহ স্থানিয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

সিলেটে জৈন্তাপুর উপজেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম এডভোকেট শেখ আনছার আলীর মৃত্যুতে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ৮ অক্টোবর মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, ১নং নিজপাট ইউনিয়নের ফেডারেশনের উপদেষ্টা মাওলানা হাফেজ শামসু জামান, সফিকুর রহমান, ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হকসহ স্থানিয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল খালিক।

চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম এড. শেখ আনসার আলীর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়া জেলা শাখা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের খুলনা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মমতাজ আলী। মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় মসজিদের ঈমাম হাফেজ মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন।

বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন ও মৎস্য জীবী সেক্টরের উদ্দ্যেগে ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম জনাব এডঃ শেখ আনছার আলী রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ।

দেশব্যাপী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ২৮ অক্টোবরের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

২০০৬ সালে ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লগি-বৈঠার পৈশাচিক হামলায় নিহত শ্রমিক নেতা শহীদ রুহুল আমিন ও হাবিবুর রহমানের স্মরণে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে দেশব্যাপী আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাজীপুর মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরের উদ্যোগে ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর আওয়ামী লগি বৈঠার তান্ডবে নিহত শ্রমিক নেতা শহীদ রুহুল আমিন স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মুহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হাসানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা এস এম সানাউল্লাহ, প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগরী উপদেষ্টা জনাব খায়রুল হাসান, আফজাল হোসাইন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরী সাবেক সভাপতি আজহারুল ইসলাম মোল্লা, মহানগরী সহ-সভাপতি মনসুর আহমদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক নূর আলম ভূঁইয়া প্রমূখ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত ২০০৬ সালে ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লগি-বৈঠার পৈশাচিক হামলায় নিহত শ্রমিক নেতা শহীদ রুহুল আমিন ও হাবিবুর রহমানের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মহিববুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না, আব্দুল আলী বাশার, পরিবহন শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ ফিরোজ আলম , মনিরুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম প্রমূখ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের পরিচালনায় ঐতিহাসিক ২৮ অক্টোবর উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, কামাল উদ্দিন আহমদ, সাবেক ছাত্র নেতা আবদুল আজিজ শোয়াইব, হোটেল শ্রমিক নেতা মুহাঃ নুরুন্নবী, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ইঞ্জিঃ সাইফুল ইসলাম ও ইউনুছ আলী লিটন প্রমূখ।

সিলেট মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লগী-বৈঠার তান্ডবে শহীদদের-আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহান-গরী সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধাররণ সম্পাদক মোঃ শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন খানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব হাফিজ আব্দুল হাই হারুন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক শাহীন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্বাস আলী, দফতর সম্পাদক বদরুজ্জামান প্রমূখ

বরিশাল মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরী আয়োজিত ২০০৬ সালে ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লগি-বৈঠার পৈশাচিক হামলায় নিহত শ্রমিক নেতা শহীদ রুহুল আমিন ও হাবিবুর রহমানের স্মরনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল মহানগরী সভাপতি এডভোকেট শাহে আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের পরিচালনায় এসময় মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দেশব্যাপী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মহান বিজয় দিবস পালিত

চট্টগ্রাম মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী

সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদের সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা মুহাম্মদ ইছহাক। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভুঁইয়া, শ্রমিক নেতা আবু তালেব চৌধুরী, মুহাম্মদ নুরুন্নবী প্রমুখ।

সিলেট মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগর শাখার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি এড. জামিল আহমেদ রাজুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এড. ইয়াসীন খানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা রাখেন ফেডারেশনরে সিলেট মহানগরীর উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনরে সিলেট মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আলমগীর, মোঃ আব্বাস আলী, উবায়দুল হক শাহীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল জলিল, দফতর সম্পাদক বদরুজ্জামান ফয়সল, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেল, রাইসমেল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আব্দুল বারী, সংবাদপত্র হকার্স শাখার সভাপতি কামাল আহমদ মজুমদার, বেসরকারি হাসপাতাল কর্মচারী শাখার সভাপতি মোঃ দিলশাদ মিয়া, শাহপরান পশ্চিম থানা সভাপতি ক্বারি আব্দুল বাসিত মিলন, শাহপরান পূর্ব থানার সাধারণ সম্পাদক রাশিদ আহমদ চৌধুরী, সিলেট জেলা রিক্স শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, সিলেট মহানগর দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল ইসলাম, শাহপরান পশ্চিম থানা সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান শামীম, শাহপরান থানা রিকসা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ ইদ্রিস আলী প্রমূখ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি জনাব মোঃ মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনয়া সভায় মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলা উত্তর ও দক্ষিণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলা উত্তর ও দক্ষিণ কতৃক আয়োজিত বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকনেতা মাষ্টার মনসুর আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস, এম, লুৎফর রহমান, কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদের সদস্য মুহাম্মদ ইছহাক, শ্রমিকনেতা মসিউর রহমান, ইউসুফ বিন আবুবক্কর, মাওলানা নুর হোসাইন প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জ জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত। শহর শাখার সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সদর শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উপদেষ্টা অধ্যাপক মোসাদ্দেক ভূঁইয়া, প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মন। এসময় জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেবামূলক কার্যক্রম

সাতকানিয়া উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার সাবেক এম,পি আ ন ম শামসুল ইসলাম। ফেডারেশনের ঢেমশা ইউনিয়ন সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আলমের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাতকানিয়া উপজেলা সভাপতি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উপজেলার অন্যতম উপদেষ্টা তারেক হোসাইন, ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

কল্যাণপুর নতুনবাজার বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ

গত ১১ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে কল্যাণপুর নতুন বাজার বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মহিব্বুল্লা ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান, মহানগরী সহ-সভাপতি মিজানুল হক, মিরপুর পশ্চিম থানার সভাপতি বেলায়েত হোসেন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরীর সদর অঞ্চলের আলকরণ ওয়ার্ড পূর্বের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ২০ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সদর অঞ্চলের আলকরণ ওয়ার্ড পূর্বের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। ওয়ার্ড সভাপতি শহিদুল হাসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমদ ভূঁইয়া, শ্রমিকনেতা মুহাম্মদ বেলাল, সেলিম রেজা, আব্দুল হামিদ, মুহাম্মদ ইউনুছসহ ওয়ার্ড ও সদর অঞ্চলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র ও রিকশা বিতরণ

গত ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের হাজারীবাগ থানার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে রিকসা ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও হাজারীবাগ থানার সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন চঞ্চল প্রমূখ।

চট্টগ্রাম মহানগরীর আন্দরকিল্লা দক্ষিণ ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর আন্দরকিল্লা দক্ষিণ ওয়ার্ডের উদ্যোগে শীতার্ত শ্রমজীবি মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস,এস,লুৎফর রহমান। চট্টগ্রাম মহানগরীর আন্দরকিল্লা দক্ষিণ ওয়ার্ডের সভাপতি মুহাম্মদ বেলালের সভাপতিত্বে উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমদ ভূঁইয়া, শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলাম সুমন, মোহাম্মদ রফিক, মোহাম্মদ কফিল, আব্দুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ আনোয়ার প্রমূখ।

বিজয় দিবস উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ২৪ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের খিলগাঁও জোনের উদ্যোগে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মাসুমের সভাপতিত্বে ও মহানগরী দফতর সম্পাদক মাহবুবুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমূখ।

গাজীপুর জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। জেলা সভপতি মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ মনসুর রহমান, গাজীপুর জেলা উপদেষ্টা মাওঃ শেফাউল হক। জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থানিয় থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ২৪ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া। জেলা সভপতি খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, জেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুস সাত্তার, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থানিয় থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ।

মাদারীপুর জেলার উদ্যেগে কৃষকদের মাঝে গাছের চারা বিতরন

মাদারীপুর জেলা বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন ও মৎস্যজীবী সেক্টরের উদ্যেগে কৃষকদের মাঝে গাছের চারা বিতরন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন ও মৎস্য জীবী সেক্টরের সভাপতি এস এম জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসেন । এসময় জেলা ও স্থানিয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে উপস্থিত ৬০ জন কৃষকের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে সংবাদ পত্র হকার্স শ্রমিক ইউনিয়নের অমুসলিম সদস্যদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে সংবাদ পত্র হকার্স শ্রমিক ইউনিয়নের অমুসলিম সদস্যদের মাঝে চিনি, চিড়া, মুড়ি ও নারিকেল বিতরণ করেন বগুড়া শহর ও রাজশাহী বিভাগ পূর্বের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল মতিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বগুড়া শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসগর আলী ও শহর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলামসহ স্থানিয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

নড়াইল জেলা কৃষক ও বিভিন্ন শ্রমিক পেশার মানুষের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নড়াইল জেলার উদ্যেগে কৃষক ও বিভিন্ন শ্রমিক পেশার মানুষের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন খুলনা বিভাগ উওর কৃষি ও মৎস্য বিভাগের সভাপতি আকিদুল ইসলাম। সদর দক্ষিণ থানার সভাপতি সাইদুর রহমান মিয়ার সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসময় নড়াইল জেলা সাধারণ সম্পাদক ওলিউর রহমানসহ সদর দক্ষিণ থানার স্থানিয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কড়াইল বিটিসিএল কলোনীতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন

গত ২৬ নভেম্বর কড়াইল বিটিসিএল কলোনীতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহযোগিতায় কড়াইল বিটিসিএল কলোনীতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ২০ (বিশ) টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান।

চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে শীতার্ত শ্রমজীবি মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। থানা সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস,এস,লুৎফর রহমান। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ ইছহাক প্রমূখ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর ক্যান্টেলমেন্ট থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তররে ক্যান্টেমেন্ট থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহ। থানা সভাপতি মোঃ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মান্নান পান্না, শ্রমিক নেতা মোঃ ইলিয়াস হোসাইন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের শ্যামপুর থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের শ্যামপুর থানার উদ্যোগে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কার্য-নির্বাহী সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও শ্যামপুর জোনের সহকারী পরিচালক রাহিবুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, ফেডারেশনের গেন্ডারিয়া থানার প্রধান উপদেষ্টা গোলাম আযম প্রমূখ।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

সিলেট মহানগরীর ইউনিট দায়িত্বশীল সমাবেশে অনুষ্ঠিত

গত ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর আয়োজনে পেশা ভিত্তিক দাওয়াতি দশক ও পারিবারিক দিবস-২০২০ উপলক্ষে ইউনিট দায়িত্বশীল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন খানের পরিচালনায় দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এসময় অন্যান্যে নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি ফারুকুজ্জামান খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক শাহীন, দফতর সম্পাদক বদরুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য মাওলানা আব্দুল্লাহ, কফিল উদ্দিন আলমগীর, আব্দুল জলিল প্রমূখ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অগ্রসরকর্মীদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উদ্যেগে অগ্রসর কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মোঃ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ আবুজর গিফারী। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আব্দুস সবুর,দারসুল কুরআন পেশ করবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোঃ আবুবকর সিদ্দিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের বার বার নির্বাচিত সভাপতি মোঃ সাইদুর রহমান সহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

রাজবাড়ী জেলার অগ্রসরকর্মীদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার উদ্যেগে অগ্রসর কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সভাপতি মনির আযম মুন্নর সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সহ-সভাপতি ও কৃষি জিবি শ্রমিক ইউনিয়ন ও মৎস্য জীবী সেক্টরের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক এস এম শাহজাহান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রাজবাড়ী জেলা সভাপতি জনাব সোলায়মান মুন্সি, সহ-সভাপতি আঃ রউফ মোল্লা।

ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে দয়িত্বশীলদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হাসান সুজনের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয়সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া। প্রধানবক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় সভাপতি মির্জা আব্দুল মাজেদ ।

রাজবাড়ী জেলার অগ্রসরকর্মীদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন রাজবাড়ি জেলার উদ্যেগে অগ্রসর কর্মীদের নিয়ে ভার্চুয়ালী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।জেলা সভাপতি মুন্সি সোলায়মানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হেলাল উদ্দিনের পরিচালনায় শিক্ষা বৈঠকে প্রধান

মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি কাজী আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম শাহজাহান।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন ও মৎস্যজীবী সেক্টরের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের বিভাগীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন ও মৎস্য জীবী সেক্টরের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের বিভাগীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি এস এম শাহজাহানের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কৃষি জীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রাব্বানী। এসময় ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের জেলার সেক্টর সভাপতিগন উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যেগে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যেগে দায়িত্বশীলদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত। মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক মোঃ সোলায়মান হোসেন মুন্নার পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মঈনুদ্দিন আহমাদ। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মোঃ আবুল হাসেম। এ সময় মহানগরী, থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন বরিশাল বিভাগের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন বরিশাল বিভাগের উদ্যোগে সেক্টর ভিত্তিক দাওয়াতী দশক পালন উপলক্ষ্যে দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের বিভাগীয় সভাপতি জহির উদ্দিন ইয়ামিনের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। এসময় বৈঠকে বিভাগের জেলা সভাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন ঢাকা বিভাগ দক্ষিনের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন বি-২১৩১ ঢাকা বিভাগ দক্ষিনের জেলা সভাপতিদের নিয়ে এক ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতিফের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য মিজানুর রহমান। এ সময় বৈঠকে বিভাগের জেলা সভাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন।

দোকান-কর্মচারী ও হকার্স শ্রমিক সেক্টরের কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন দোকান-কর্মচারী ও হকার্স শ্রমিক সেক্টরের কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব বন্টন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেক্টরের সভাপতি ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস.এম লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এ সময় সেক্টরের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর দোকান কর্মচারী ও হকার্স সেক্টরের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম মহানগরীর দোকান কর্মচারী ও হকার্স সেক্টরের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম মহানগরীরদোকান কর্মচারী ও হকার্স সেক্টরের সভাপতি মকবুল আহমদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দোকান ও হকার্স সেক্টরের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস,এম,লুৎফর রহমান। এসময় উপস্থিতছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরীর দোকান কর্মচারী ও হকার্স সেক্টরের নেতা আব্দুল কাদের, আওলাদ হাসান, মুহাম্মদ সেলিম রেজা, আকরাম হোসেন, কামরুল ইসলাম, মাহমদুল হক, আবুল হাসেম আজাদ, মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ওমর ফারুক প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে সেক্টরের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে সেক্টরের দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক মোঃ সোলায়মান হোসেন মুন্নার পরিচালনায় বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মঈনুদ্দিন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এ সময় মহানগরীর সকল সেক্টরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম মহানগরীর পরিবহন শ্রমিক সেক্টরের সভাপতি কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোরশেদুল ইসলামের পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদ। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সিএনজি অটো রিকশা শাখার সাধারণ সম্পাদক বশির আহমদ, সমাজসেবক মোশাররফ হোসেন, পরিবহন শ্রমিক নেতা মোরশেদ হোসেন প্রমুখ। সম্মেলনে ২০২১-২০২২ সালের জন্য মুহাম্মদ কামাল উদ্দিনকে সভাপতি ও মোরশেদ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম।

কক্সবাজার শহর শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

চট্টগ্রাম মহানগরীর সদর অঞ্চলের আলকরণ ওয়ার্ড পূর্বের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

বিজয় দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী উত্তরের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মঈন উদ্দিন আহমাদ।

বরিশাল মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম।

এডভোকেট শেখ আনসার আলীর স্মরণে ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে ও দোয়া পরিচালনা করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ময়মনসিংহ মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূইয়া

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ হাজারীবাগ থানার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র ও রিকশা বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান।

খিলগাঁও থানার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

নরসিংদী জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার
৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়্যেদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৪০৩৯০৯১৮৯